লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৮ বর্ষ ■ ১৯তম সংখ্যা

১৫ এপ্রিল, ২০০৬ ঈসাব্দ

সম্পাদকীয়

খোদার পথে চোখের অশ্রু বৃথা যায় না

মানুষ পৃথিবীতে আসে বড়ই অসহায় ও সম্বলহীন অবস্থায়। হাত থাকে ধরতে পারে না, পা থাকে চলতে পারে না, মুখ থাকে বলতে পারে না। তখন নিজের অসহায়ত্বের জন্য কাঁদে। এটাই তার একমাত্র সম্বল।

অসহায় শিশুর কান্নায় দেখুন কত শক্তি! অপরিচিত জগতকে তার পরিচিতির গন্ডির ভিতর নিয়ে আসে। তার চারপাশের সবাই অস্থির হয়ে যায়। সবকিছু ভুলে শিশুর প্রয়োজন মেটাতে সবাই ব্যস্ত হয়ে পরে। তখন এক অতি দয়ালু মাকেও সে কাছে পেয়ে যায়, যিনি তার সব অভাব পূরণ করেন।

কিন্তু আস্তে আস্তে যখন সে বড় হতে থাকে, অসহায়ত্ব দূর হতে শুরু করে; তখন সে তার প্রথম সম্বল কান্নার শক্তিকে ভুলে যায়।

মন খারাপ হলে, রাগ হলে, দুঃখ হলে কেউ যদি মন খুলে কাঁদতে পারে তাহলে তার ঐ সমস্যা কিছুটা হলেও দূর হয়ে যায়, উপশম হয়।

অসহায়ের কান্না কখনও বৃথা যায় না, তা আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হয়। আল্লাহ্‌তাআলা মানুষের কান্নায় অসাধারণ শক্তি রেখেছেন। তিনি মানুষের কান্নার মূল্যায়ণ করেন। তাঁর সমীপে কান্নাকাটি করে দোয়া করলে তিনি তা ব্যর্থ করেন না।

হযরত ইউনুস (আঃ)-এর জাতি যখন কান্নাকাটি করে দোয়া শুরু করলো তখন আল্লাহ্‌তাআলা তাদের ওপর থেকে পূর্ব নির্ধারিত শাস্তিকে টলিয়ে দিলেন। তেমনি বদর প্রান্তরেও। একদিকে এক হাজার সুসজ্জিত, সশস্ত্র, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুরাইশ সৈন্য। অপরদিকে অস্ত্রহীন, প্রশিক্ষণহীন তিনশ' তের জন মুসলমান। ঐ অসহায় মুসলমানদের কমান্ডার হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন নামাযে দাঁড়ালেন, সিজদায় গেলেন। তাঁর (সঃ) চোখের অশ্রুতে সিক্ত হলো বদর প্রান্তর। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর রসূলের কান্নাকে বৃথা যেতে দেননি। দেখুন, তখন কেমন আশ্চর্য ফল প্রকাশিত হলো! জগতের সমর ইতিহাসের সকল হিসাব-নিকাশ ব্যর্থ করে দিয়ে জয় মুসলমানদের স্বপক্ষে চলে এলো। কান্না অসম্ভবকে সম্ভবে রূপান্তরিত করে দিল।

মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাত্র কয়েক বছরে আরবের এক বর্বর অসভ্য জাতিকে উন্নততর জাতিতে পরিণত করলেন। এর পিছনে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয় বিগলিত কান্না। হাদীসে এসেছে রসূলে করীম (সঃ) নিশিথ রাতে বিছানা থেকে উঠে নামাযে তাহাজ্জুদ পড়তেন। আর চোখের অশ্রু ফেলে খোদাতাআলার সমীপে কান্নাকাটি করতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর বারাকাতুদ্‌দোয়া পুস্তকে লিখেছেন– "আরবের মরু প্রান্তরে কী ঘটেছিল? ঘটেছিল আশ্চর্য বিপ্লব! ঘটেছিল আশ্চর্যকে ছাড়িয়ে এক অত্যাশ্চর্য বিপ্লব....... এমন মহাবিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল যা পূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি, এমনকি শোনাও যায়নি। এটা কিভাবে সম্ভব হলো, জানেন কি? কেবল দোয়ার বলে। হ্যাঁ কেবল দোয়ার বলে। এক ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র খাতিরে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করে দিয়েছিলেন, তাঁরই দোয়ার বলে। দোয়া তো তিনি দিবানিশিই করতেন। কিন্তু তিনি নিঝুম নিস্তব্ধ গভীর রাতে প্রাণপাত করে যে দোয়া করতেন, বিশেষভাবে সে দোয়ার ফলেই ঘটেছিল এই অলৌকিক মহাবিপ্লব।"

রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চোখের অশ্রু জগতে অসাধ্য কাজকে সাধন করে দেখিয়েছে। আমরা তাঁর উম্মত। আমরা তাঁর মসীহ্ ও মাহ্‌দীর মান্যকারী। আমরাও যদি আল্লাহ্‌তাআলার দরবারে বিগলিত চিত্তে আমাদের চোখের অশ্রু ঝরাতে পারি, তাহলে অবশ্যই আমরা আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো। আল্লাহ্‌তাআলা এ সৌভাগ্য আমাদের দান করুন, আমীন।

১৫ এপ্রিল, ২০০৬

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
• কুরআন শরীফ	৩
• হাদীস শরীফ	৪
• অমৃতবাণী	৫
• জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায় করা প্রকৃত মু'মিনের কর্তব্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) অনুবাদ– *আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান*	৬-১২
• জুমুআর খুতবা ঃ আমাদের মসজিদগুলো ইবাদতের স্থান ও শান্তির কেন্দ্র হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) *অনুবাদ-মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন*	১৩-১৮
• হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চিঠি-পত্র সংকলন– *ইয়াকুব আলী ইরফানী* অনুবাদ– *মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ*	১৯-২১
• প্রেক্ষাপট পঞ্চম খেলাফত খেলাফত নির্বাচনের পূর্বে দেখা সুসংবাদবাহী স্বপ্নগুলি মূল- মোহতরম আতাউল মুজিব রাশেদ *অনুবাদ- মাওলানা শাহ মুহাম্মদ নূরুল আমিন*	২২-২৪
• আহমদীয়ত মূল– কাযী মুহাম্মদ নাযীর সাহেব ফাযেল *অনুবাদ– আলহাজ্জ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান*	২৫-২৬
• আমরা তোমাকে ভুলবো না *মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল*	২৭-২৯
• মুলাকাৎ *সংকলন ঃ মরহুম নূরুদ্দীন আমজাদ খাঁন চৌধুরী*	৩০-৩১
• ওয়াক্‌ফে আরযি *মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী*	৩২-৩৩
• আমহদ (আঃ)-এর সাহাবীগণ ও আল্লাহর সৃষ্টির অধিকার *অনুবাদ- কওসার আলি মোল্লা*	৩৪
• তিন ওয়াক্‌ফে জিন্দেগীর কারাগারের দিনগুলি *মৌলবী শাহ আলম খান*	৩৫-৩৬
• আনসারুল্লাহ ঢাকার মিলন মেলা ঃ ২০০৬ *মোহাম্মদ ফজলে-ই ইলাহী*	৩৭-৩৮
• মুসীর জন্য নির্দেশাবলী *মুহাম্মদ ফজলুর রহমান*	৩৯
• ক্রোড়া জামাতের ৫৫তম সালানা জলসা	৪০
• সংবাদ	৪১-৪২

প্রচ্ছদ ঃ আঞ্চলিক সালানা জলসা-২০০৬, আহমদনগর।

সৌজন্যে ঃ প্রচ্ছদ ও অন্যান্য ছবি মাসুদ আহমদ কুরাইশী

কুরআন শরীফ

সূরা আত্ তাওবা

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا
بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّا الْحُسْنٰى ۚ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ
اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৭। এবং [১২১৭] (মুনাফিকদের মাঝে) যারা (ইসলামের) ক্ষতিসাধন, কুফরী বিস্তার, মু'মিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আর আগে থেকেই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ব্যক্তির গোপন ঘাঁটি গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি মসজিদ বানিয়েছে, তারা অবশ্যই কসম খেয়ে বলবে, 'আমরা কেবল সৎ উদ্দেশেই এ কাজ করেছি'; অথচ নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী এই বলে আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ۚ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ
يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ۚ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ۚ
وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৮। তুমি কখনও তাতে (নামাযের জন্য) দাঁড়াবে না। প্রথম দিন [১২১৮] থেকে যে মসজিদ তাকওয়ার ভিত্তিতে নির্মিত সেটাই তোমার (নামাযে) দাড়াবার সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। এতে এমনসব লোক আছে যারা পবিত্র হ'তে আকাঙ্ক্ষী, আর আল্লাহ্ পবিত্রতা অর্জনে সচেষ্টদেরকে ভালবাসেন।

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ
خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ
فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

১০৯। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র তাকওয়া ও সন্তুষ্টির ওপর নিজ গৃহের ভিত রেখেছে সে উত্তম নাকি সে যে নিজ গৃহের ভিত এমন এক পিচ্ছিল পতনোন্মুখ কিনারায় রেখেছে যা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে ধ্বসে পড়বে? আর আল্লাহ্ অত্যাচারী লোকদেরকে হেদায়াত দেন না।

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِىْ بَنَوْا رِيْبَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ
اِلَّآ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١١٠﴾

১১০। তারা যে গৃহের ভিত গড়েছে তাদের হৃদয় (আল্লাহ্‌র ভয়ে) ফেটে না যাওয়া পর্যন্ত তা সব সময় তাদের মনে অস্বস্তির ও অনিশ্চয়তার কারণ হয়ে থাকবে এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পরম প্রজ্ঞাময়।

১২১৭। ইসলাম ধর্মের প্রধান শত্রু খৃষ্টান সন্ন্যাসী আবূ আমের কর্তৃক সৃষ্ট গুপ্ত চক্রান্তের প্রতি ইংগিত করাই এ আয়াতের উদ্দেশ্য হতে পারে। ইসলামের বিরুদ্ধে তার ষড়যন্ত্র ব্যর্থকাম হতে এবং হুনায়নের যুদ্ধের পরে আরব দেশে দৃঢ়ভাবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে সে রসূল করীম (সঃ)-এর বিরুদ্ধে বাইজেনটাইনদের সাহায্য পাওয়ার ফন্দিতে সিরিয়াতে পলায়ন করেছিল। সেখান থেকে সে মদীনার মুনাফিকদের নিকট সংবাদ পাঠিয়েছিল যে, তারা যেন মদীনার উপকণ্ঠে একটি মসজিদ নির্মাণ করে যাতে তার আত্মগোপন করে থাকার ব্যবস্থা থাকবে এবং সেখানে তারা গুপ্ত চক্রান্ত ও হীন পরিকল্পনা উদ্ভাবন করবে। কিন্তু আবূ আমের তার নিজ কুচক্রের পরিণতি দেখার মত দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে নি এবং সে কুন্নিসরীনে ভগ্ন-হৃদয়ে চরম দুর্দশাগ্রস্ত ও ভাগ্য বিড়ম্বিত অবস্থায় মারা যায়। তার সহযোগীরা তার পরিকল্পনানুযায়ী এক মসজিদ নির্মাণ করেছিল এবং নবী করীম (সঃ)-কে সেখানে নামায পড়ে তাঁর দোয়া দ্বারা একে অনুগৃহীত করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আল্লাহ্তাআলা তাঁকে ইলহামের দ্বারা এটা করতে বারণ করেছিলেন। 'মসজিদ যিরার' নামে আখ্যায়িত এ মসজিদকে অগ্নিদগ্ধ করে ধূলিসাৎ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১২১৮। আয়াতের এ উক্তি যেমন বর্ণিত আছে, কুবার মসজিদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, আঁ হযরত (সঃ) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা শহরে প্রবেশের পূর্বে যেস্থানে অবতরণ করেছিলেন সেখানে এ মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। কারো কারো মতে, মদীনায় নবী করীম (সঃ) নিজে যে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন তারই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা পরবর্তী সময়ে মসজিদে নববী নামে পরিচিত হয়েছে।

হাদীস শরীফ

তওবা (ক্ষমা চাওয়া)

وَ يٰقَوۡمِ اسۡتَغۡفِرُوۡا رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوۡبُوۡۤا اِلَيۡهِ

অর্থ ঃ এবং হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রর্থনা কর ; অতঃপর তাঁরই দিকে পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তন কর,........(সূরা হূদ ঃ ৫৩)।

হাদীস ঃ

আগাররিবনি ইয়াসারিল মুযাসি রাযিয়াল্লাহু আনহু ক্বলা ক্বলা রসূলুল্লাহি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়া আয়্যুহান্নাসু তুবূ ইলাল্লাহি ওয়াস্‌তাফিরহূ ফাইন্নি আতুবু ফিল ইয়াওমি মিআতা মাররাতিন (মুসলিম)।

অর্থাৎ আগাররিবনে ইয়াসারেল মুযান্নি (রাঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর এবং গুণাহ্‌র জন্য মাফ চাও, আমি এক দিনে একশত বার তওবা করি (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ

মানুষ মাত্রই ভুল করে থাকে। অনেক সময়ে এ ভুলের অনেক বড় মাশুল দিতে হয়। অনেক ভুলের সংশোধন নেই। যার ফলে অনেকে জীবন ভর উহার মূল্য দিতে থাকে। আধ্যাত্মিক জগতের অবস্থাও অনুরূপ। মানুষ যেহেতু ভুল করে সেহেতু সে দুর্বল। কিন্তু পৃথিবীতে ক'জন আছে, যে নিজেকে দুর্বল বলে আখ্যা দেয়। খুব কম লোক এমন রয়েছে।

ইসলাম মানুষকে সর্বদা উচ্চতর শ্রেণীতে উথিত করতে চেয়েছে। তাই ইসলাম মানুষকে ঐ সকল নির্দেশ দিয়েছে যা তাকে উচ্চ আসনে সমাসীন করাতে পারে। পবিত্র কুরআনে বহু স্থানে আল্লাহতাআলা তওবা করতে বলেছেন। ক্ষমা চাইতে বলেছেন। আধ্যাত্মিক জীবনে তওবা বা ক্ষমা চাওয়া ব্যতিরেকে উন্নতি করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ বলেন, যদি তোমরা তওবা কর তবে আমি তোমাদের সন্তান-সন্ততি, বৃষ্টি, ফসলাদি দান করবো। অর্থাৎ এক কথায় ক্ষমা চাওয়া একটি ফলদায়ক বৃক্ষ।

খোদার নিকট ক্ষমা চাওয়া শুধু গুনাহ্‌গারের জন্যেই যে তা নয়। বরং সবাইকে চাইতে হবে, বলতে গেলে, ইস্তেগফার বা ক্ষমা না চাওয়া অহংকারের লক্ষণ। আর অহংকার এমন একটি পাপ যা মানুষকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে।

আঁ হযরত (সঃ) তাঁর উম্মতকে নসীহত করেছেন যে, হে আমার উম্মত! তোমরা ইস্তেগফার কর। আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাও। তোমরা আমাকে দেখো। আমিও দিনে সত্তর বার খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। এখানে সত্তর অর্থ সত্তর নয় বরং অগণিত। আঁ হযরত (সঃ)-এর মত নিষ্পাপ সত্তা আল্লাহ্‌র সবচেয়ে নৈকট্যপ্রাপ্ত সত্তা যদি দিনে অগণিত বার খোদার নিকট ক্ষমা চেয়ে থাকেন তবে আমাদের অবস্থা কী হওয়া উচিত। আমরা তো পাপে নিমজ্জিত। আমাদের তো সর্বদা ইস্তেগফারে নিয়োজিত থাকা দরকার।

আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর হাতে যে শর্তে বয়াত হয়েছি ওখানে এ শর্তটি রয়েছে যে, দৈনিক ইস্তেগফার করবো।

ইস্তেগফার মানুষকে বিনয়ী করে তুলে। মানুষকে অহং হতে মুক্ত করে। তাই আসুন আমরা হযরত নবী করীম (সঃ)-এর নির্দেশানুযায়ী দৈনিক ইস্তেগফার করি ও খোদার আশীষের অধিকারী হই, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ **মাওলানা সালেহ্ আহমদ,**
সদর মুরব্বী

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)

নামায

"যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিষ্ঠার সাথে আদায় করে না সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়" (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ৩৮)।

"নিজের পাঁচ ওয়াক্ত নামায এইরূপ ভীতিসহকারে ও নিবিষ্ট চিত্তে পড়বে যেন তোমরা খোদাতাআলাকে সাক্ষাতভাবে দেখছ" (কিশতিয়ে নূহ, পৃঃ ৩০ ও ৩১)।

"নামায কী? ইহা হল দোয়া, যা 'তসবীহ্' (মহিমা কীর্তন) 'তাহ্মীদ' (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন), 'তকদীস' (পবিত্র ঘোষণা) এবং 'ইস্তেগফার' (নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে শক্তি প্রার্থনা) ও দুরূদসহ (অর্থাৎ হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর জন্য আশিস কামনা করতঃ) সবিনয়ে প্রার্থনা। সুতরাং যখন তোমরা নামায পড় তখন দোয়ার মধ্যে অজ্ঞ লোকদের ন্যায় শুধু আরবী শব্দ ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ থেকো না। কারণ তাদের নামায এবং 'ইস্তেগফার' সবই বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ মাত্র যাতে কোন সার-বস্তু নেই। কিন্তু তোমরা যখন নামায পড় তখন খোদাতাআলার কালাম কুরআনে এবং রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কালামে বর্ণিত অন্যান্য কতিপয় প্রচলিত দোয়া ছাড়াও নিজেদের যাবতীয় সাধারণ দোয়া নিজেদের ভাষাতেই কর। নিবেদন জানাও যেন সেই সকাতর নিবেদনের সুপ্রভাব তোমাদের হৃদয়ে পতিত হয়।....... নামাযে ভাবী বিপদের প্রতিকার রয়েছে। তোমরা অবগত নও যে, উদীয়মান নব দিবস তোমাদের জন্য কী নিয়তি আনয়ন করবে। সুতরাং দিবসের উদয়ের পূর্বেই তোমরা তোমাদের মাওলার সমীপে সবিনয় নিবেদন কর যেন তোমাদের জন্য মঙ্গল ও আশিসপূর্ণ দিবস আগমন করে" (কিশ্তিয়ে নূহ, পৃঃ ১১৭, ১১৮ ও ১২০)।

"নামায কী? নামায প্রকৃতপক্ষে 'রব্বুল ইজ্জত' এর নিকট দোয়া, যা ব্যতীত মানুষ জীবিত থাকতে পারে না, না ভাল থাকার ও খুশীর উপকরণ লাভ করা যেতে পারে। যখন খোদাতাআলা তার উপর স্বীয় 'ফযল' (আশিস) করবে, তখন সে প্রকৃত খুশী ও আনন্দ লাভ করবে। তখন হতে সে নামাযে স্বাদ ও আনন্দ পেতে আরম্ভ করবে।। যেভাবে সুস্বাদু খাদ্য আহার করলে মজা লাগে, এভাবেই রোদন ও কান্নাকাটিতে মজা আসবে। নামাযের এই যে অবস্থা, ইহা তখনই সৃষ্টি হয়ে যাবে। ইহার পূর্বে স্বাস্থ্য লাভের জন্য মানুষ যেভাবে তিক্ত ঔষধ খায়, সেভাবে এ বিস্বাদ নামায পড়া ও দোয়া চাওয়া জরুরী। এ বিস্বাদের অবস্থায় এ কথা মনে করে যে, এটাতে স্বাদ ও মজা সৃষ্টি হবে, এ দোয়া কর, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে দেখছ আমি কিরূপ অন্ধ ও অজ্ঞ ও চক্ষুহীন। আমি এখন সম্পূর্ণরূপে মৃত অবস্থায় আছি। আমি জানি অল্প কিছুক্ষণ পর আমার ডাক আসবে। তখন আমি তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করব। তখন আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু আমার হৃদয় অন্ধ ও অজ্ঞ। তুমি এর উপর এইরূপ জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ অবতীর্ণ কর যেন এতে তোমার আসক্তি ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়। তুমি এরূপ ফযল কর যেন আমি অন্ধ হয়ে না উঠি এবং অন্ধদের সাথে গিয়ে মিলিত না হই। যখন এ ধরনের দোয়া ভিক্ষা করবে এবং এতে সব সময় লেগে থাকবে তখন তুমি দেখবে যে, তোমার উপর একটি সময় আসবে যখন এ বিস্বাদের নামাযে একটি বস্তু আকাশ হতে তোমার উপর পড়বে যা আবেগ সৃষ্টি করে দিবে" (আল্ হাকাম, খন্ড ৭, তারিখ ঃ ১০ জানুয়ারী, ১৯০৩ পৃঃ ১১)।

আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক আদায় করা প্রকৃত মু'মিনের কর্তব্য

[হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস কর্তৃক ৭ই মে, ২০০৪তারিখ মসজিদ বায়তুল ফুতূহ্‌, মরডেন, লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্‌হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা কাহাফের নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করে খুতবা দেন ঃ

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا

অর্থ ঃ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য বটেঃ কিন্তু স্থায়ী সৎকর্মগুলো তোমার প্রভুর দৃষ্টিতে পুরস্কারের দিক থেকেও উত্তম আর ভবিষ্যতের আশার দিক থেকেও উত্তম (সূরা কাহাফ ঃ ৪৭ আয়াত)।

ধন-সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি, জায়গা-জমি, কারখানা, বড় বড় খামার যা হাজার একর জায়গা জুড়ে রয়েছে, এর মালিকরা খুবই গর্বের সাথে সেখানে পদচারণা করে থাকে এবং অন্যকে তার মোকাবেলায় বা সাধারণ মানুষকে নিজের মোকাবেলায় খুবই হেয় ও তুচ্ছ মনে করে থাকে। আবার এর সাথে যদি সন্তান-সন্ততি থাকে, চাকর-বাকর থাকে সেক্ষেত্রে এসব বিষয় একজন দুনিয়াদার ব্যক্তির প্রাণে বড়াই সৃষ্টি করে দিয়ে থাকে। এগুলো সব লাভ হয়ে গেলে একজন দুনিয়াদার লোকের দৃষ্টিতে এটাই সব কিছু এবং যা কিছু সে লাভ করেছে এটাই তার জীবনের উদ্দেশ্য সাধারণত এটাই মনে করা হয়ে থাকে। আর এ কারণেই একজন দুনিয়াদার লোক আল্লাহ্‌তাআলার হক ও অধিকার সম্বন্ধে ভুলে বসে থাকে। তাঁর ইবাদত করার প্রতি তার দৃষ্টি থাকে না। তার ধারণায় সে এটা মনে করে, এসব কিছু সে তার বাহুবলে লাভ করেছে। আর আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহের প্রতি অনুভূতি জাগাবার কোন অংশ তার প্রাণে থাকে না। বান্দার হক ও অধিকার আদায় করার প্রতি তার মোটেও মনোযোগ থাকে না। নিজের কর্মী শ্রমিক ও কর্মচারীদেরও সুখে-দুঃখে, রোগ-ব্যাধিতে সাহায্য করার ধারণাও তার মাথায় আসে না। তাই এসব এজন্যে যে, তার দৃষ্টিতে এ জীবনের সব উদ্দেশ্য দুনিয়াই দুনিয়া লাভ। একজন দুনিয়াদারকে শয়তান এ দুনিয়া ও এর সৌন্দর্য আরও অধিক মনোরম করে দেখিয়ে থাকে। তাই আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, স্থায়ী জিনিস হলো পুণ্যকর্ম, আল্লাহ্‌ভীতি ও তাঁর ইবাদত। এজন্যে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে হলে তোমরা তাঁর ইবাদতগুযার বান্দাতে পরিণত হও। এ দুনিয়া তো কয়েকদিনের মাত্র। কেউ হয়ত বেশির পক্ষে একশ' বছর জীবিত থাকবে। এরপর মরে মানুষকে আল্লাহ্‌র সন্নিধানে উপস্থিত হতে হবে। তাই দুনিয়ার সম্পদ বানানোর পরিবর্তে আখেরাতের জন্যে সম্পদ একত্র কর। তিনি (আঃ) বলেছেন, এ বোধ যদি সৃষ্টি করে নিতে পার তাহলে এ ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং বিরাট ব্যবসা-বাণিজ্য তোমাদের জন্যে এক উত্তম মূলধনে পরিণত হয়ে যাবে। কেননা, যে-ব্যক্তি নিজ ধন-সম্পদের মাধ্যমে ধর্মের সেবাও করে থাকে, দেশ ও জাতির সেবাও করে থাকে, মানবতারও সেবা করে থাকে সেক্ষেত্রে মনে করে নাও তোমরা নিজেদের প্রভুর কাছ থেকে উত্তম জিনিস লাভ করে নিয়েছো। আর এমন সব জিনিস লাভ করে নিয়েছো, মরার পরেও সেগুলো তোমাদের কাজে আসবে। এ গুণই যদি তোমাদের সন্তান-সন্ততির মাঝে সৃষ্টি করে দাও তাহলে পরে কেবল দুনিয়া তোমাদেরই প্রশংসা করবে না বরং তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের জন্যেও দোয়া করতে থাকবে, তোমাদের জন্যেও দোয়া করবে আর তোমাদের সন্তান-সন্ততির জন্যেও দোয়া করবে। আর এতে পুণ্যে তোমাদের প্রবৃদ্ধি ঘটতে থাকবে। তোমাদের আখেরাত আরও সজ্জিত হতে থাকবে। তাই এ বোধ ও প্রচেষ্টা প্রত্যেক মু'মিনের থাকা আবশ্যক। এতে আপনাদেরই কেবল চেষ্টা-প্রচেষ্টা থাকবে না বরং আপনাদের ভবিষ্যত প্রজন্মেরও চেষ্টা-প্রচেষ্টা থাকবে। বোধ এটাই হবে যে, দুনিয়াকে অর্জন কর কিন্তু উদ্দেশ্য কেবল আর কেবল যেন দুনিয়া না হয় বরং যেখানে আল্লাহ্‌ ও তাঁর বান্দাদের হক ও

যে-ব্যক্তি নিজ ধন-সম্পদের মাধ্যমে ধর্মের সেবাও করে থাকে, দেশ ও জাতির সেবাও করে থাকে, মানবতারও সেবা করে থাকে সেক্ষেত্রে মনে করে নাও তোমরা নিজেদের প্রভুর কাছ থেকে উত্তম জিনিস লাভ করে নিয়েছো। আর এমন সব জিনিস লাভ করে নিয়েছো, মরার পরেও সেগুলো তোমাদের কাজে আসবে।

অধিকারের প্রশ্ন সৃষ্টি হয়ে যাবে তখন দুনিয়া থেকে পুরোপুরি নির্লিপ্ত হবে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেন, (সামান্য উদ্ধৃতি আমি উপস্থাপন করছি) "এ আয়াতে এ বিষয় বলা হয়েছে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি নিঃসন্দেহে দুনিয়ার সৌন্দর্য কিন্তু এগুলোকে যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ ধর্মের উদ্দেশ্যে ধন-দৌলত ব্যয় করা হয় এবং ধর্মের সেবার জন্যে সন্তান-সন্ততিতে লাগিয়ে দেয়া যায় তাহলে পরে আল্লাহ্‌তাআলা এগুলোকে স্থায়িত্ব দান করবেন। টাকা-পয়সা ব্যয় হয়ে যায়; কিন্তু এর পুণ্য প্রভাব অবশিষ্ট থাকে। সন্তান-সন্ততিও মারা যায় ; কিন্তু এদের সুনাম অবশিষ্ট থেকে যায়। আর এ কারণে তাদের মা-বাবার সুখ্যাতিও জীবিত থাকে। আবার বলেন, আল্ বাকিয়াতুস্ সলিহাতু-আর উত্তম কাজকে পুণ্য বলা হয়। খায়রুন ইন্দা রব্বিকা সাত্তবাঁওয়া খায়রুন আমালা। এর দু'টি অর্থ আছে। একটি এই ঃ পুণ্য কাজ পৃথিবীতে পুণ্য ফল প্রকাশ করে থাকে আর এ প্রসঙ্গে ভবিষ্যতেও উত্তম নিয়্যত হয়ে থাকে, যদিও সাওয়াবান পার্থিব ফলাফল প্রসঙ্গে হয়ে থাকে আর আমালান পরকালের প্রসঙ্গে হয়ে থাকে। সাওয়াবান এর উদ্দেশ্য স্বয়ং সেই আমলকারীর সত্তার প্রসঙ্গে উত্তম ফল সৃষ্টি হয়ে থাকে আর আমালান-এর অর্থ ভবিষ্যত প্রজন্মের উত্তম আশা-আকাঙ্ক্ষা। উদ্দেশ্য এই ঃ পুণ্য কাজের ফলেও তোমাদের পুণ্য লাভ হবে এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিদেরও লাভ হবে। কেননা, আল্লাহ্‌তাআলার এটা সুন্নত ও রীতি, তিনি পুণ্যবানদের সন্তান-সন্ততিকেও উপকার পৌঁছিয়ে থাকেন (তফসীরে কাবীর, খন্ড, ৪ পৃষ্ঠা ৪৫৭)।

কিন্তু মানুষ যখন পুণ্যের দিকে ঝুঁকে, পৃথিবীর প্রতি অনীহা দেখাতে শুরু করে, নিজের ধন-সম্পদ আল্লাহ্ ও তাঁর সৃষ্টির জন্যে ব্যবহার করতে চেষ্টা করে তখন শয়তানও নিজের প্রতিক্রিয়া দেখাতে আরম্ভ করে দেয় এবং তাকে পুণ্য কাজ করা থেকে বাধা দিতে থাকে। বিভিন্ন প্রকার লোভ ও লালসা দেখিয়ে মানুষকে প্ররোচিত করতে থাকে। মু'মিন যদি আল্লাহ্‌র প্রতি না ঝুঁকে তাঁর কাছে তাঁর অনুগ্রহ কামনা না করে তখন শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আর কোন পথ নেই। পুণ্যকাজ করার সৌভাগ্যও আসলে আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহেই লাভ হয়ে থাকে। শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কেবল এ পথই রয়েছে আর তা হলো এই, আল্লাহ্‌র প্রতি ঝুঁকো, তাঁর কাছে তাঁরই অনুগ্রহ চাও আর (এ বলে) দোয়া করতে থাক, আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে প্রত্যেক পদক্ষেপে শয়তানের কবল থেকে রক্ষা করতে থাকেন। কেননা, শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে আল্লাহ্‌তাআলার আশ্রয় না এলে পরে শয়তান নিজের সফল আক্রমণ করতে থাকবে। মনে এ ধারণার উদ্রেক করে, দেবে তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদেরই, ধর্মের জন্যে ব্যয় করার জন্যে তোমাদের কি ঠেকা পড়েছে? তোমাদের ধন-স্পদ তোমাদেরই মানবতার সেবায় নিয়োজিত করার জন্যে তোমাদের কি প্রয়োজন পড়েছে? তাই আল্লাহ্‌তাআলা অন্য স্থানে বলেছেন, শয়তান যখন এভাবে আক্রমণ করতে থাকে তখন তার জালে ফেঁসে যেও না।

যত বড় মকাম ও মর্যাদা আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদেরকে দিয়েছেন যত অধিক ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদেরকে দিয়েছেন তত বেশি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঝুঁক এবং শয়তানের কু-প্ররোচনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা কর। নচেৎ শয়তান তোমাদেরকে ধোঁকায় আবদ্ধ করবে আর তোমরা নিজেদের দুনিয়া ও আখেরাতকে খুইয়ে বসবে।

স্মরণ রাখ! তোমরা যদি তার জালে ফেঁসে যাও তাহলে ধোঁকায় পড়ে যেতে থাকবে আর এর জন্যে এটা আবশ্যক যে, তোমরা সব সময় তার কাছ থেকে রক্ষা পেতে চেষ্টা করবে যেভাবে আল্লাহ্‌তাআলা অন্য আর এক স্থানে বলেছেন, ইয়া আয়্যুহান্নাসু ইন্না ওয়া'দাল্লাহি হাক্কুন ফালা তাগুররান্নাকুমুল হায়াতিদ্দুনিয়া ওয়ালা ইয়াগুররন্নাকুম বিল্লাহি গরূর অর্থাৎ হে মানুষ! আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি নিশ্চয় সত্য। অতএব তোমাদের পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে আর আল্লাহ্‌র প্রসঙ্গে তোমাদেরকে চরম ধোঁকাবাজ অর্থাৎ শয়তান অবশ্যই যেন ধোঁকা দিতে না পারে (সূরা ফাতির ঃ ৬)। আবার আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের অবশ্যই ভ্রষ্ট করবেন। আর তার কাছ থেকে যারা রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করবে, তাঁর সমীপে ঝুঁকে থাকার চেষ্টা করবে তাদেরকে অবশ্যই আশ্রয় দেবেন। তাই তোমাদের অবশ্য-কর্তব্য তোমরা আল্লাহ্‌র সমীপে ঝুঁকে থাক এবং কখনও শয়তানের ধোঁকায় পড়বে না। তোমাদের ধন-সম্পদের, তোমাদের পদমর্যাদার তোমাদের বংশের বড়াই এবং এর চমক দেখিয়ে শয়তান তোমাদেরকে পুণ্যকর্ম করা থেকে বাধা দিতে পারে। তোমাদের প্রাণে কু-প্ররোচনা সৃষ্টি করতে পারে। কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে, জামাতের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে তোমাদের প্রাণে বিদ্রোহ বা অহংকার সৃষ্টি করতে পারে। তাই স্মরণ রাখ! যত বড় মকাম ও মর্যাদা আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদেরকে দিয়েছেন যত অধিক ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদেরকে দিয়েছেন তত বেশি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঝুঁক এবং শয়তানের কু-প্ররোচনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা কর। নচেৎ শয়তান তোমাদেরকে ধোঁকায় আবদ্ধ করবে আর তোমরা নিজেদের দুনিয়া ও আখেরাতকে খুইয়ে বসবে।

আল্লাহ্‌তাআলা শয়তানের অধীনস্থদেরকে আর কেবল দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টিদানকারীদের উদ্দেশ্যে সূরা তাকাসূরে এভাবে বর্ণনা করেছেন-আল্ হাকুমুত্তাকাসুর হাত্তা যুরতুমুল মাক্বাবির কাল্লা সাওফা তা'লামুন সুম্মা কাল্লা সাওফা তা'আলামূন কাল্লালাও তা'আলামুনা 'ইলমাল ইয়াক্বীন-অর্থৎ যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে পৌঁছাও প্রাচুর্য লাভের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে রেখেছে। সাবধান! অচিরেই তোমরা (সত্যকে) জানতে পারবে। আবারও সাবধান! অবশ্যই তোমরা জানতে পারবে। সাবধান! তোমরা যদি নিশ্চিত জ্ঞানের আলোকে জানতে পারতে, (সূরা তাকাসূর ঃ২-৬)। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) এর বিভিন্ন কোণ থেকে খুবই বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। এখন আমি এথেকে কয়েকটি সূক্ষ্ম কথা উপস্থাপন করবো। আর এটা

আবশ্যকীয় নয়, এ প্রাচুর্য, অহংকার বা গর্ব কেবল শাসকদের জন্যে বা বড় বড় জাতির জন্যে, বরং নিজ নিজ এলাকায় যে-ই এমন কর্মকান্ড করবে তা তাকে প্রতিফল ভোগ করিয়েই ছাড়বে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেন ঃ

প্রথমত মানবমন্ডলীর মাঝে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর কারণ এই, প্রাচুর্যের ফলে অহংকার সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর অহংকার বা গর্বের কারণে লুটতরাজ এবং নির্যাতন আরম্ভ হয়ে যায়। পরিশেষে মানবমন্ডলীর মাঝে এর বিরুদ্ধে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং তারা শাসকদেরকে ধ্বংস করার জন্যে দাঁড়িয়ে যায়। অথবা নিজেদের এলাকায় যে-ই নির্যাতন চালায় তার বিরুদ্ধে লোক দাঁড়িয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত কখনও কখনও মানবমন্ডলীর মাঝে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া তো সৃষ্টি হয় না কিন্তু তাদের নিজেদের সন্তান-সন্ততি তাদের আয়-উপার্জনকে ব্যবহার করে আরামপ্রিয় হয়ে থাকে। আর এভাবে তাদের মাঝে অভ্যন্তরীণ পতন সৃষ্টি হতে থাকে। বাপ-দাদার সম্পদ যেহেতু বিনা পরিশ্রমে হাতে এসে যায় তাই আরাম-আয়েশে লিপ্ত থাকার দরুন তাদের অবস্থা এই হয় যে, তারা নটীদের রেখে থাকে। মদ খেতে থাকে আর সরকারী কাজ-কর্মে কোন মনোযোগ থাকে না। ফল এই দাঁড়ায়, তারা বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের রাজ্য আমীর ও উমরাহ্দের মাঝে ভাগ-বন্টন হয়ে যায়। এভাবেই নিজ নিজ এলকায় কোন কোন ধনী লোকও যদি এমন কার্যকলাপ করে, দুনিয়ার দৃষ্টিতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়েও সন্তান-সন্ততির সঠিক প্রশিক্ষণ না দিলে তাদের সম্পদের ব্যাপারে এমন পরিণতিই ডেকে আনে।

তৃতীয় কথা এই বলেন ঃ অথবা আল্লাহ্তাআলার সাথেই এ জাতির সংঘর্ষ বেধে যায় অর্থাৎ এমন কোন কারণ সৃষ্টি হয়ে যায় পার্থিব ধ্বংসের উপকরণ তো নয় কিন্তু খোদাতাআলার আযাব অবতীর্ণ হয়ে সেই জাতিকে একেবারেই ধ্বংস করে দেয়।

মোট কথা, যখন কোন জাতি তাকাসুর-এর ফলশ্রুতিতে যুরতুমুল মাক্বাবির স্থানে পৌঁছে যায় তখন এর মাঝে এ তিনটি অবস্থার যে কোন একটি অবস্থা অবশ্যই সৃষ্টি হয়ে থাকে। অথবা জনগণের মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে থাকে আর তারা নিজেদের সরকারকে উচ্ছেদ করে দেয়। অথবা অভ্যন্তরীণভাবে সরকারের মাঝে এমন পতনের অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, তা নিজে নিজেই ধ্বংস হতে থাকে। অথবা এমন সব আমীর উমরাহ্ যাদের সন্তান-সন্ততির সঠিক চরিত্র গঠন না হওয়ার কারণে তারা তাদের সহায়-সম্পত্তি ভোগ বিলাশের কারণে নিজে নিজেই ধ্বংস হয়ে যায়। আর এমন লোকও দেখা গেছে যাদের বাপ-দাদা বড় ধনী ও সহায়-সম্পত্তির মালিক ছিলেন এখন তাদের সন্তান-সন্ততি দরজায় দরজায় ঠোকর খেয়ে বেড়ায়। আবার তৃতীয় কথা বলা হয়েছে, পরে খোদার ক্রোধ অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয় (তফসীরে কবীর, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৩৫-৫৩৬)

তোমাদের মাঝে এ শক্তি নেই যে, তোমরা দুনিয়াদারীর ধ্যানে খোদাকে ভুলে যাও। খোদাকে যদি ভুলে গিয়ে থাক তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই এর শাস্তি পেতে হবে।

ধন-সম্পদের প্রতি অনীহা এবং আল্লাহ্তাআলার প্রতি ঝুঁকার প্রতি কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করছিঃ

তাঁর উম্মত সম্বন্ধে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এতটা চিন্তা ছিল যে, তারা কেবল দুনিয়াদারীতে লিপ্ত না হয়ে যায়! হুযূর (সঃ) বলেন, আমি আমার উম্মত সম্বন্ধে যে বিষয়ে অধিক আশঙ্কা করি তা এই, আমার উম্মত কামনা-বাসনার গোলাম না হয়ে যায়! আর দুনিয়াদারীর আশায় তারা পরিকল্পনা বানাতে লিপ্ত হয়ে যায়। অতএব কুপ্রবৃত্তির এ গোলামীর ফলে তারা সত্য কথা থেকে দূরে চলে যাবে আর দুনিয়া সাজানোর পরিকল্পনা তাদেরকে আখেরাতের দিক থেকে অমনোযোগী করে দেবে। হে মানুষ! এ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী যাত্রা বিশেষ আর যাত্রা শেষ হয়ে আসছে এবং আখেরাত আসার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। আর তোমরা যদি সামর্থ্যবান হয়ে এ দুনিয়ার গোলামে পরিণত না হও তাহলে অবশ্যই এমনটি কর। এখন তোমরা আমলের ঘরে অবস্থান করছো। এখনো হিসেবের সময় আসে নি কিন্তু কাল তোমরা আখেরাতের ঘরে অবস্থান করবে অথচ সেখানে কোন সৎকর্ম করার অবকাশ নেই।

এটা সাবধান করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্যে এটা নয়, সামর্থ্য থাকলে দুনিয়ার গোলামে পরিণত হও। এটা সতর্কীকরণ! তোমাদের মাঝে এ শক্তি নেই যে, তোমরা দুনিয়াদারীর ধ্যানে খোদাকে ভুলে যাও। খোদাকে যদি ভুলে গিয়ে থাক তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই এর শাস্তি পেতে হবে। এখানে না হলেও পরবর্তী জীবনে পেতে হবে। চিন্তা কর আর গভীরভাবে চিন্তা কর। তোমরা কি খোদার শাস্তি সহ্য করতে পার? আমাদের কেউই এমনটি করতে পারে না। যে একথা বলে, অবশ্যই আমি সহ্য করতে পারি,হুযূর (সঃ) বলেছেন, তার জন্যে জীবনের যে কয়টি দিন রয়েছে এতে খোদার সন্তুষ্টি এবং তাঁর শুভেচ্ছা লাভের চেষ্টা করে যেন আল্লাহ্তাআলার অনুগ্রহে রক্ষা পায়। আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে তাঁর প্রতি ঝুঁকিয়ে রাখুন ও তাঁর সন্তুষ্টির পথে চালনা করুন।

কা'ব বিন আয়ায (রাঃ) বর্ণনা করেন। আমি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি। ইন্না লি কুল্লি উম্মাতিন ফিতনাতুন উম্মাতি আল্ মালু অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের একটি পরীক্ষা হয়ে থাকে আর আমার উম্মতের পরীক্ষা হবে ধন-সম্পদের মাধ্যমে (তিরমিযী, কিতাবুয্ যুহদ)।

সুতরাং দেখে নিন, এ যুগেও আমরা এতদনুযায়ী মুসলমানদের অবস্থা দেখে থাকি। অর্থ-সম্পদ আয় করার লোভ লালসা কিভাবে আল্লাহ্ থেকে বেপরওয়া করে দিয়েছে এটা দেখে ও শুনে লজ্জা পায়। ওজনে কম, মাপে কম, ব্যবসায়ে ধোঁকা, দেখান হয় কিছু আর দেয়া হয় অন্য কিছু। পরিবেশের প্রভাবের কারণে কখনও কখনও আহমদীও এ মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে যায়, প্রভাবিত হয়ে যায়। নিজেদের ও অন্যদের কাছ থেকেও লজ্জা পেতে হয়। হতে পারে এমন আহমদী হাজারে একজন দেখা যায়। কেননা, আহমদীদের একটি ধ্যান-ধারণা প্রতিষ্ঠিত আছে। তাই যখন এ দৃষ্টান্ত দৃষ্টিতে আসে তখন খুবই ব্যাপক

হয়ে এবং ফুলে-ফেঁপে সামনে চলে আসে। যারা এ ধরনের কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে এমন লোকদেরকে শাস্তিও দেয়া হয়, সতর্কও করা হয় কিন্তু প্রত্যেক আহমদীর স্বয়ং চিন্তা করা আবশ্যক, তার সাথে খোদাতাআলার ব্যাপার আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সাথে একটি বয়াতের অঙ্গীকার। বয়াতের নবায়ন করা হয়েছে যে, আমরা সব রকম মন্দ কাজ থেকে রক্ষা পেতে থাকবো। এর পরেও যদি এমন কার্যকলাপ হয় তখন এমন ব্যক্তিকে কি জামাতে রাখা সমীচীন হবে।। হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ) তো এমন লোকদের সম্বন্ধে লিখেছেন, এরা কাটা পড়বে।

একটি বর্ণনায় আছে, হযরত সাহল (রাঃ) বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করে, হে আল্লাহ্র রসূল! আমাকে এমন কাজের কথা বলুন, আমি যখন তা করবো তখন আল্লাহ্তাআলা আমাকে ভালবাসতে থাকবেন আর অন্যান্য লোক আমাকে দেখতে থাকবে। তিনি (সঃ) বলেন, পৃথিবীর প্রতি অনীহা দেখাও আর এর প্রতি অমুখাপেক্ষী হয়ে যাও তাহলে আল্লাহ্তাআলা তোমাকে ভালবাসতে থাকবেন। লোকদের কাছে যা রয়েছে এর আকাঙ্ক্ষা পরিহার কর লোকদের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টিতে দেখবে না, লোক তোমাকে ভালবাসতে লেগে যাবে (ইবনে মাজাহ, বাবুয্ যুহ্দ ফিদ্দুন্য়া)।

অতএব নবী করীম (সঃ) বলেছেন, এ সৎকর্ম যদি কর তাহলে এতে লোভ-লালসা বা অন্যের ক্ষতি করার চিন্তা থেকে সুরক্ষা পাবে। ক্ষতি করার বিষয় তো দূরে থাকুক এ চিন্তাও তোমাদের মনে আসবে না। দুনিয়ার প্রতি অনীহার ব্যাপারে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে প্রশংসা করেছেন প্রত্যেক মু'মিন যদি এ মান লাভ করতে পারে তাহলে পরে স্বল্পেতুষ্টতার সাথে সাথে সংসারের প্রতি উদাসীনতা লাভ হয়ে যায়। আর মু'মিনের দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা স্বল্পে-তুষ্টতার সাথে একাকার হয়েই উচ্চ মান প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

তিনি (সঃ) বলেন, দুনিয়ার প্রতি অনীহা এবং দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা বলতে এটা বুঝায় না, মানুষ নিজের ওপর কোন বৈধ বস্তুকে অবৈধ করে নেয় আর নিজের ধন-সম্পদকে ধ্বংস করে ফেলে। বরং দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা এই, নিজের ধন-সম্পদ থেকে খোদার পুরস্কার ও দানের ওপর অধিক বিশ্বাসী হয়। যখন তোমাদের ওপর কোন বিপদ-আপদ আসে তখন এর যে প্রতিদান ও পুণ্য লাভ হয় এর ওপর তোমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় আর তোমরা বিপদাপদকে পুণ্যের মাধ্যম মনে কর" (জামে' তিরমিযী, আবি যার থেকে বর্ণিত)

অতএব দেখুন কোন কোন লোক ধন-সম্পদ নষ্ট হওয়াতে দুঃখ করে থাকে। কখনও কখনও শত্রুতাও হয়ে থাকে। শয়তানরূপ লোক ক্ষতিও করে দিয়ে থাকে। তখন এ ব্যাপারে কেবল ইন্নালিল্লাহ্, পড়ে আল্লাহ্তাআলার ওপর নির্ভর ও ভরসা করা উচিত। তাঁর সম্মুখে ঝুঁকা আবশ্যক। কান্না কাটি করা উচিত নয়। আর এ দৃঢ়-বিশ্বাস সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক, যে খোদা আগেও পুরস্কারে বিভূষিত করেছিলেন তিনি দ্বিতীয়বারও করতে পারেন। আল্লাহ্তাআলার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া দরকার। তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখা আবশ্যক। আর যখন এ বিশ্বাসের সাথে সম্পর্ক রাখবেন তখন সবসময় তিনি ভূষিত করতে থাকবেন। বিভিন্ন সময় যখন পাকিস্তানে বা অন্য কোথাও তাদের বিরুদ্ধে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে আহমদীরা তখন এ দৃশ্যাবলী দেখেছে আর এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোকের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে আর আল্লাহ্ এমনভাবে দিয়েছেন যে, ধৈর্যের কারণে এবং আল্লাহ্তাআলা সবার ওপরে এ ভরসার কারণে, জামাতের কারণে এবং আহমদী হওয়ার কারণে ক্ষতি হয়েছে তখন আল্লাহ্তাআলা দিয়ে দিবেন। আল্লাহ্তাআলা লক্ষকে কোটিতে বদলিয়ে দিয়েছেন। হাজার হাজার ক্ষতি হলে লক্ষতে বদলে দিয়েছেন। আল্লাহ্তাআলা তো বান্দার সাথে এমন আচরণ করতেই থাকেন এবং আমরা আমাদের জীবনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ও করছি। আল্লাহ্তাআলা প্রত্যেক আহমদীকে নিজের ওপর ভরসা ও বিশ্বাস সৃষ্টির সৌভাগ্য দান করুন।

> দুনিয়া আল্লাহ্তাআলার দৃষ্টিতে যদি একটি মাছির পাখার সমান মূল্যও রাখতো তাহলে কাফির এথেকে পানির একটি ঢোক সমানও অংশ পেত না"

হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দুনিয়া আল্লাহ্তাআলার দৃষ্টিতে যদি একটি মাছির পাখার সমান মূল্যও রাখতো তাহলে কাফির এথেকে পানির একটি ঢোক সমানও অংশ পেত না" (রেয়াযুস্ সলেহীন বাব ফযলুয্যুহদ ফীদ্দুন্য়া)।

তাই আল্লাহ্তাআলার দৃষ্টিতে দুনিয়া একটি মাছির পাখার সমানও নয়। কেননা, যোগ্যতা থাকলে, আল্লাহ্তাআলা বলেন, এটাতো তোমার পুরস্কার ছিল। আমি মু'মিনদেরকে দিয়েছি আবার কাফিরদেরকে কেন দিব? । আর আমাদের মাঝে এজন্যে বিচারালয়ে, থানায়, কাছারিতে নিজেদের প্রিয় বন্ধু-বান্ধবদেরকে ঘোরাঘোরি করতে দেখি তখন উভয় দলকেই চিন্তা করা উচিত, আমরা আহমদী হয়ে কি নিজেরা নিজেদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর এ মান অক্ষুন্ন রেখেছি যা আমাদের অক্ষুন্ন রাখা আবশ্যক। অথবা ধন-সম্পদের প্রতি অনীহা জন্মেছে। ধন-সম্পদ হওয়া কোন অপরাধ নয়। কিন্তু এর লোভ-লালসার এবং সব সময় এতে নিমজ্জিত থাকা–এটা নিষিদ্ধ। আমাদের মাঝ থেকে প্রত্যেকেই যদি গভীরভাবে এ চিন্তা আরম্ভ করে দেয় তাহলে আহমদীদের জায়গা-জমির ব্যাপারে ও আর্থিক বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ সহজেই শেষ হয়ে যাবে।

আবার অন্য একটি বর্ণনায় আছে। হুযূর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়ার মর্যাদা এতটাই যে, তোমাদের কেউ নিজের আঙ্গুল সমুদ্রে ডুবিয়ে বের করে এনে দেখুক এতে কতটা পানি লেগে রয়েছে (তিরমিযী, কিতাবুয্ যুহদ)।

এটাই দুনিয়ার মূল্য। এ দুনিয়াতে আমরা দুনিয়ার সব জিনিস অন্বেষণ করতে থাকি। কখনও আখেরাতের প্রসঙ্গে চিন্তা করি না। তুলনা যদি করতে হয় তাহলে দেখ, আখেরাতে যে পুরস্কার ও শাস্তি পাওয়ার আছে তা এত ব্যাপক যে, এজন্যে মানুষের সব সময় চিন্তা করা উচিত। যখন দুনিয়ার কোন মূল্যই নেই এক ফোঁটা পানিরও সমান মূল্য নেই সমুদ্রের মোকাবেলা একে তখন আমরা এর পেছনেই দৌড়াতে

থাকি।

হযরত আমর বিন আস (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আদেশ জারি করলেন অর্থাৎ হযরত আমার বিন আসকে এ কথা বল্লেন, নিজের অস্ত্র নিয়ে এবং বর্ম পরিধান করে আমার কাছে এসো। তখন তিনি বলেন, আমি যখন বর্ম পরিহিত হয়ে তার (সঃ) কাছে আসলাম, সে সময় তিনি ওযূ করছিলেন। তিনি আমাকে বল্লেন, আমি তোমাকে এ উদ্দেশ্যে ডেকেছি, আমি তোমাকে এ যুদ্ধাভিযানে পাঠাতে চাই এ যুদ্ধাভিযান থেকে আল্লাহ্তাআলা তোমাকে মঙ্গলমত ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন এবং গনিমতের ধন-সম্পদ দিবেন। আমি তোমাকে সেই অর্থ সম্পদের এক অংশ পুরস্কার হিসেবে দিব। তখন আমি বল্লাম, 'হে আল্লাহ্র রসূল! আমি ধন-সম্পদ লাভের জন্যে হিজরত করি নি। আমার হিজরত তো কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সঃ)-এর উদ্দেশ্যে হয়েছিল। তখন তিনি (সঃ) বল্লেন, 'উত্তম ধন-সম্পদ পুণ্যবান ব্যক্তির জন্যে খুবই উত্তম' ' (মিশকাতুল মাসাবিহ্)।

একথা বলার উদ্দেশ্য এই, যখন উত্তম ধন-সম্পদ লাভের সুযোগ আসে তখন তা অস্বীকার করাও উচিত নয়। আল্লাহ্তাআলা একে পেতে নিষেধ করেন নি। ভাল সম্পদ হলো পুণ্যের উদ্দেশ্যে ব্যয়কৃত সম্পদ। এ জন্যে তা লাভ করতে কোন দোষ নেই। বরং দোয়া তো কেবল ধন-দৌলতের লোভ ও লালসা যেন না থাকে আর মানুষ এর পেছনে পড়ে থেকে খোদাকে ভুলে না যায়।

একটি বর্ণনায় এসেছে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা যদি এমন ব্যক্তিকে দেখ, যাকে দুনিয়ার প্রতি অনীহা ও স্বল্পভাষী গুণ দান করা হয়েছে তাহলে তাঁর বৈঠকে বসো, তাথেকে উপকৃত হও। কেননা, এ ব্যক্তি প্রজ্ঞার কথা বলার অধিকারী হবেন' (সুনানে ইবনে মাজাহ্)।

আল্লাহ্তাআলা জামাতে এমন লোক অধিক থেকে অধিক করে দিন। তাদের মাঝে দুনিয়ার লোভ ও লালসা যেন না থাকে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বিখ্যাত কবি লাবীদ একথা বলেছেন। এথেকে সত্য কথা আর কোন কবি বলেন নি। অর্থাৎ তিনি এটা খুবই সত্য বলেছেন, আল্লাহ্তাআলা ছাড়া প্রত্যেক জিনিষ অকেজো এবং অপকারী, তিনিই উপকার ও ক্ষতির একমাত্র মালিক (মুসলিম)।

একটি বর্ণনায় এসেছে, এক ব্যক্তি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলো আর বল্লো, আমাকে কোন সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপূর্ণ নসীহত করুন। তখন তিনি (সঃ) বল্লেন, 'তুমি যখন নিজ নামায পড়তে দাঁড়াও তখন সেই ব্যক্তির মত নামায পড়, যে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আর নিজ মুখ থেকে এমন কথা বের করো না যে, কেয়ামতে যদি এর হিসাব নেয়া হয় তাহলে তোমার কাছে বলার জন্যে কিছুই না থাকে। লোকদের কাছে যে ধন-সম্পদ ও উপকরণ রয়েছে এথেকে তুমি একেবারেই মুখ ফিরিয়ে নাও' (মিশকাত)।

> যখন
> উত্তম ধন-সম্পদ লাভের সুযোগ আসে তখন তা অস্বীকার করাও উচিত নয়। আল্লাহ্তাআলা একে পেতে নিষেধ করেন নি। ভাল সম্পদ হলো পুণ্যের উদ্দেশ্যে ব্যয়কৃত সম্পদ। এ জন্যে তা লাভ করতে কোন দোষ নেই। বরং দোয়া তো কেবল ধন-দৌলতের লোভ ও লালসা যেন না থাকে আর মানুষ এর পেছনে পড়ে থেকে খোদাকে ভুলে না যায়।

এতে প্রথম কথা এটা রয়েছে, নামায এভাবে পড় যেন কিছু সময় পরে তুমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছ। আর পৃথিবীকে ছেড়ে যাওয়াতে যে ভয়ের বিষয়টি রয়েছে সে ব্যাপারে বড় বড় এমন সব লোকও রয়েছে যারা যুলুমের একশেষ করেছে অথচ মরার সময় তারাও কখনও কখনও খুবই বিনয়-নম্রতা দেখিয়ে থাকে।

হযরত উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের কাছ থেকে ১ মাস যাবৎ পৃথক থেকে ছিলেন এবং ওপর তলায় অবস্থান করছিলেন তখন আমি সাক্ষাতের জন্যে উপস্থিত হলাম। আমি দেখি তিনি খালি চাটাইয়ের ওপর শুয়ে রয়েছেন! এর ওপর কোন চাদর বা গদী জাতীয় কিছুই ছিল না আর চাটাইয়ের দাগ তাঁর পবিত্র দেহে বসে গিয়েছিল। তিনি একটি তাকিয়ায় ঢেস দিয়ে বসে ছিলেন। এতে খেজুরের পাতা ভরতি ছিল। কোঠার অন্যান্য জিনিসের দিকে যখন দৃষ্টি দিলাম সেখানে চামড়ার ৩টি শুকনো মশক ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি দোয়া করুন, আপনার উম্মতের স্বচ্ছলতা আসুক। পারশ্য ও রোমানদের কত স্বচ্ছলতা দেয়া হয়েছে! অথচ তারা খোদার ইবাদতও করে না। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে বসে গেলেন আর বল্লেন, হে উমর! তুমিও এ ধারণা নিয়ে বসে আছ! এসব লোকদেরকে ভাল ভাল জিনিস এ পৃথিবীতে এখন দান করা হয়েছে। মু'মিনরা ভবিষ্যতে পাবে" (বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর)।

অতএব তিনি এখানে এক তো ধন-সম্পদের খুব লালসা না করার জন্যে বলেছেন। অন্যদিকে বলেছেন, আল্লাহ্তাআলার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি কর। মু'মিনদের এটাই মূলধন। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধন-সম্পদ আহরণ করতে নিষেধ করেছেন। সেটাও বর্ণিত হয়েছে। এক কাফির তখনও বয়াত করেনি। দু'টি পাহাড়ের মাঝখানে একটি উপত্যকায় আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছাগলের পাল দেখলো। সে খুবই লোভাতুর দৃষ্টিতে দেখেছিলো। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বল্লেন, তোমার কি এগুলো পসন্দ হয়েছে? সে বল্লো, হ্যাঁ। তখন তিনি (সঃ) তাকে সব দিয়ে দিলেন। এর অর্থ এই নয় যে, তাঁর নিকট অনেক ধন-সম্পদ ও বাগ-বাগিচা ছিল এবং ছাগল-ভেড়ার বড় বড় পাল ছিল। কিন্তু তিনি এগুলোর ওপর এখন নির্ভরশীল ছিলেন না যে, এর ওপর তাকিয়া লাগিয়ে বসে রয়েছেন যেন সব সম্পদ ও পুঁজি আমার বরং তাঁর আল্লাহ্তাআলার সত্তার ওপর পরিপূর্ণ ভরসা এবং দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল। তিনি (সঃ) সব সময় এটা প্রকাশ করতেন আর আমাদের কাছ থেকেও এটা আশা করতেন যেন আমাদের মাঝে আল্লাহ্তাআলার প্রতি সেই আস্থা ও

ঈমান সৃষ্টি হয়ে যায়।

হযরত উমর বিন আওফ (রাঃ) বর্ণনা করেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ উবায়দাহ বিন আল্ জারাহ্ (রাঃ)-কে বাহরাইনের শাসনকর্তা বানিয়ে পাঠালেন যেন সেখান থেকে জিযিয়ার অর্থ আদায় করে আনেন। সুতরাং তিনি বাহরাইনের অর্থ আদায় করে নিয়ে আসেন (অর্থাৎ সেখানকার টেক্স প্রভৃতি আদায় হয়েছিল)। আনসাররা এটা জানতে পারলেন। আর সকাল সকালেই ফজরের নামাযে পৌঁছে গেলেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শেষ করলেন তখন তিনি মুক্তাদীদের প্রতি মুখ করে বসলেন। তিনি (সঃ) তাঁর সামনে মুক্তাদীদের একটি ভীড় দেখতে পারলেন। তিনি (সঃ) হাসলেন আর বল্লেন, তোমরা আবূ উবায়দার আসার খবর পেয়েছ বলে মনে হয়! লোকেরা বল্লো, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রসূল (সঃ)! তিনি (সঃ) বল্লেন, তোমাদের জন্যে সুসংবাদ আর এ সুসংবাদের আশা রাখ। খোদাতাআলার কসম! আমি তোমাদের দারিদ্রের ভয় করি না। এখন অভাব ও প্রয়োজনের দিন কেটে গেছে অর্থাৎ দারিদ্র ও অভাব পূরণ না হওয়ার ভয় নেই। তিনি (সঃ) বল্লেন, তোমাদের জন্যে পৃথিবীর ধন ভান্ডার সেভাবে খুলে দেয়া হবে যেভাবে প্রাথমিক কালের লোকদের জন্যে খুলে দেয়া হয়েছিল। তোমরা দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে যাবে আর এর প্রতি লোভ করতে থাকবে। আমার তো এই বিষয়ে ভয়! তোমাদের আগের লোকেরাও এ রকম লোভ করেছিল। অতএব দুনিয়ার প্রতি লোভ তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকেও এভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ)।

আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে এ লোভ-লালসা থেকে রক্ষা করুন! আর তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন!

"একটি বর্ণনা রয়েছে। খালেদ বিন উমায়ের বলেন, উতবা বিন উদওয়ান (রাঃ) (যিনি বসরার গভর্নর ছিলেন) বক্তৃতা করলেন, আমি আমাকে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এমন অবস্থায় দেখছি। আমি সপ্তম ব্যক্তি আরও ছয়জন ছিলেন আর বলেন, অর্থনৈতিক অভাব-অনটন এতটা ছিল যে, বাবলা গাছের পাতা ছাড়া আমাদের কাছে কিছুই ছিল না। এমন কি পাতা খাওয়ার কারণে আমাদের মুখের ছাল উঠে গিয়েছিল এবং কাপড়ের অভাবে জগতটা এমন ছিল যে, একবার আমি একটি চাদর পেলাম আর একে আমি দু'টুকরো করে ফেল্লাম। অর্ধেকটা সা'দ বিন মালেক পরে নিল আর অর্ধেকটা আমি। কিন্তু আজ আমাদের সাতজনের প্রত্যেকে কোন না কোন এলাকার গভর্নর। কিন্তু আমি নিজেকে নিজে এ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে বড় মনে করি এবং আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে থাকি এ বিষয় থেকে খোদার আশ্রয় চাচ্ছি," (তারগীব ও তারহীব মুসলিমের বরাতে)।

তোমাদের জন্যে সুসংবাদ আর এ সুসংবাদের আশা রাখ। খোদাতাআলার কসম! আমি তোমাদের দারিদ্রের ভয় করি না। এখন অভাব ও প্রয়োজনের দিন কেটে গেছে অর্থাৎ দারিদ্র ও অভাব পূরণ না হওয়ার ভয় নেই। তিনি (সঃ) বল্লেন, তোমাদের জন্যে পৃথিবীর ধন ভান্ডার সেভাবে খুলে দেয়া হবে যেভাবে প্রাথমিক কালের লোকদের জন্যে খুলে দেয়া হয়েছিল।

অর্থাৎ এ ভয় ছিল, আমার এ পদ লাভে কোন বড়াই নেই। আসলে তো আল্লাহ্তাআলারই ভয়। সেটাই যেন আমার মনে জাগরুক থাকে। কোন ব্যক্তিরই তার প্রাথমিক কালের কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। যাদের কাচা পয়সা এসেছে অথচ তারা তাদের গরীব আত্মীয়স্বজনকে ভুলে বসেছে এসব লোকদের মত হওয়া উচিত নয়। তাদের সম্বন্ধে কেউ চিন্তাই করে না। নিজেদের ঘরের দরজা তাদের জন্যে বন্ধ করে দেয়। তাদের সাথে কোমল কথা বলতেও তারা অপরাধ বলে মনে করে। সব সময় চেষ্টা এটা হওয়া দরকার যেন নিজ গরীব আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। তাদেরকেও যেন সম্মান দেয়া হয়। তাদের মর্যাদা দেয়া হয়। তারা যদি ঘরে আসে তাহলে মেহমানদারীর সব চাহিদা যেন তাদের ব্যাপারেও পুরো করা হয়।

"হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, তিনি কাতানের দু'টি চিকন কাপড় পরে ছিলেন (উন্নত ধরনের কাপড়)। এ কাপড়ের একটি দিয়ে নাক পরিষ্কার করেন আর বলেন, নিজেকে এমন অবস্থায় দেখতেন যে, ক্ষুধায় বেহুশ হয়ে যেতেন। আর এ অবস্থায় নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেম্বর এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কামরার মাঝখানে পড়ে যেতেন আর লোকেরা ঘাড়ে জুতাও পেটা করতো এটা মনে করে যে, মৃগী রোগের কারণে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে। যদিও ক্ষুধার কারণে এ বেহুশ অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল" (তারগীব ও তারহীব, বুখারী ও মুসলিমের বরাতে)।

তাঁর (রাঃ) মাঝে গর্ব সৃষ্টি হয়েছিল বা ধন-দৌলতের প্রাচুর্যের কারণে বড়াই সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল সেজন্যে তিনি থু থু দিয়েছেন তা নয় বরং দুনিয়ার প্রতি অনীহার প্রকাশ ছিল। সাধক ছিলেন। সব সময় আল্লাহ্তাআলার আদেশ-নিষেধের প্রতি আমল করার এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্যে ব্যগ্র ছিলেন। এসব পার্থিব দ্রব্যের প্রতি লোভ ছিল না। একজন দুনিয়াদার ব্যক্তির জন্যে এ উত্তম কাপড় হয়ে থাকবে ; কিন্তু একজন আল্লাহ্ওয়ালা ব্যক্তির জন্যে, খোদা-প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্যে এটা কোন কিছু ছিল না।

"হযরত ওহ্হাব বর্ণনা করেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সালমান (রাঃ) হযরত আবূ দারদা (রাঃ)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন। হযরত সালমান (রাঃ) হযরত আবূ দারদা (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন। তখন দেখলেন আবূ দারদা (রাঃ)-এর স্ত্রী আলুথালু অবস্থায় কাজ-কর্মের পোষাক পড়ে রয়েছেন। তার চেহারার আশ্চর্য রকম অবস্থা ছিল। সালমান জিজ্ঞেস করলেন, তোমার এ অবস্থা যে! সেই মহিলা জবাব দিলেন, তোমার ভাই আবূ দারদা (রাঃ)-এর তো দুনিয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি তো দুনিয়া থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। এমন আলাপ আলোচনার মাঝে আবূ দারদা (রাঃ) এসে গেলেন। তিনি হযরত সালমানের জন্যে খাবার প্রস্তুত করলেন এবং তাকে বল্লেন, আপনি খান আমি তো রোযা। সালমান বল্লেন, আপনি না খাওয়া পর্যন্ত আমিও খাব না। সুতরাং তিনি রোযা ভেঙ্গে ফেল্লেন (নফল রোযা রেখে থাকবেন) আর যখন রাত হলো তখন আবূ দারদা (রাঃ) নামাযের জন্যে উঠতে

লাগলেন। হযরত সালমান তাঁকে বল্লেন, এখন শুয়ে থাকুন। সুতরাং তিনি শুয়ে থাকলেন। কিছু সময় পর তিনি দ্বিতীয়বার নামাযের জন্যে উঠতে গেলে সালমান তাকে আরও শুয়ে থাকতে বল্লেন। আর যখন রাতের শেষ অংশ এলো তখন সালমান (রাঃ) বল্লেন, এখন উঠুন। সুতরাং দু'জনই উঠে নামায পড়লেন। আবার সালমান (রাঃ) বল্লেন, হে আবূ দারদা! আপনার খোদার ও আপনার নিজের ওপর হক ও অধিকার রয়েছে এবং আপনার আত্মারও আপনার প্রতি হক ও অধিকার রয়েছে। তাই সব হকদারকে তার হক আদায় করে দিন। এরপর হযরত আবূ দারদা (রাঃ) আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। আর তাঁর (সঃ) কাছে এসব ঘটনা বর্ণনা করলেন। হুযূর (সঃ) বল্লেন, সালমান ঠিকই বলেছেন" (বুখারী, কিতাবুস্ সওম)।

আল্লাহ্‌তাআলা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে যে পার্থিব অধিকার দিয়েছেন তা মানুষ ভুলে যায় বা কাজ-কর্ম করা ছেড়ে দেয় এর নাম সাধনা নয়। পার্থিব কাজ-কর্মও সাথে থাকুক কিন্তু কেবল এ উদ্দেশ্যই না হোক বরং প্রত্যেকের হক ও অধিকার যেন আদায় করা হয়।

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি খোদার পক্ষ থেকে এসে থাকেন তিনি দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে থাকেন। এর চূড়ান্ত অর্থ এই নয়, দুনিয়াকে নিজের উদ্দেশ্যে মনে করেন না আর দুনিয়ার গোলাম ও দাস হয়ে যান না। যে-ব্যক্তি এর বিপরীতে তার দুনিয়াকে নিজের আসল ও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য মনে করে থাকে সে দুনিয়ার যে কদর ও সম্মানই লাভ করুক না কেন পরিশেষে লাঞ্ছিত হয়ে থাকে" (যিকরে হাবীব, পৃষ্ঠা ১৩৪)

তিনি (আঃ) আবার বলেন ঃ "যারাই কুকুর ও পিঁপড়া বা শকুনের মত দুনিয়ার প্রতি লালায়িত হয় আর দুনিয়ার আরাম প্রিয় হয়ে যায় তারা তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে না" (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, ১৯ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩)।

আবার তিনি বলেন, "যে-ব্যক্তি দুনিয়ার লালসায় বাধা পড়ে গেছে এবং আখেরাতের প্রতি চোখ তুলে তাকায়ও না সে আমার জামাতের অন্তর্ভুক্ত নয় (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, ১৯ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরও বলেন ঃ "বাহ্যিক নামায ও রোযা এর সাথে যদি নিষ্ঠা ও সততা না থাকে তাহলে নিজের সাথে কোন সৌন্দর্য বহন করে না। সাধু ও সন্নাসীও নিজ নিজ স্থানে বড় বড় সাধনা করে থাকেন। দুনিয়া থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়।"

তিনি (আঃ) বলেন, "অধিকাংশ সময় দেখা যায়, তাদের কেউ কেউ নিজের হাত পর্যন্ত মোহারাঙ্কিত করে এবং কঠিন পরিশ্রম করে আর নিজেরা নিজেকে দুঃখ-কষ্টে ফেলে দেয় কিন্তু এসব দুঃখ-কষ্ট তাদেরকে কোন জ্যোতি এনে দেয় না এবং তারা কোন স্বস্তি ও শান্তিও লাভ করে না বরং তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা খারাপ হতে থাকে। তারা দৈহিক সাধনা করে থাকে অভ্যন্তরের সাথে তাদের সম্পর্ক কমই থাকে। তাদের আধ্যাত্মিকতার ওপর কোনই প্রভাব পড়ে না" (মলফূযাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৯৬, রাবওয়াতে মুদ্রিত)।

আল্লাহ্‌তাআলা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে যে পার্থিব অধিকার দিয়েছেন তা মানুষ ভুলে যায় বা কাজ-কর্ম করা ছেড়ে দেয় এর নাম সাধনা নয়। পার্থিব কাজ-কর্মও সাথে থাকুক কিন্তু কেবল এ উদ্দেশ্যই না হোক বরং প্রত্যেকের হক ও অধিকার যেন আদায় করা হয়।

অতএব পার্থিব কল্যাণরাজি থাকা অবস্থায় এথেকেও উপকৃত হওয়া উচিত। এতদ্‌সত্ত্বেও আল্লাহ্‌তাআলার ভয়, তাঁর ভীতি এবং তাঁর সমীপে ঝুঁকার কথা সব সময় দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক। আবার তিনি (আঃ) বলেছেন, মুসলমান দুর্বল হয়ে যাক আমার এ উদ্দেশ্য কখনও নয়। ইসলাম কাউকে দুর্বল বানায় না। নিজ ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং চাকুরীতে নিয়োজিত থাকে কিন্তু খোদার জন্যে তাদের কোন সময়ই অবশিষ্ট থাকে না, আমি এটা পসন্দ করি না। অবশ্য ব্যবসায়ের সময় ব্যবসায় করে আর আল্লাহ্‌তাআলার ভয়-ভীতিকে এ সময় দৃষ্টিপটে রাখে যেন ব্যবসায়ও ইবাদতের রং ধারণ করে। নামাযের ওয়াক্তের সময় যেন নামায পরিত্যাগ না করে। প্রত্যেক বিষয়ে, যা-ই হোক ধর্মকে প্রাধান্য দেয়। পৃথিবীই যেন উদ্দেশ্য না হয়। আসল উদ্দেশ্য যেন ধর্ম হয়। তাহলে পরে দুনিয়ার কাজও ধর্মে পরিণত হবে। সাহাবা কেরামকে দেখুন, তাঁরা কঠিন থেকে কঠিনতর সময়ও খোদাকে পরিত্যাগ করেন নি। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় অবস্থা এমন ভয়ানক হতো যে, কেবল তাদের দৃষ্টিভঙ্গী দেখেই মানুষ ঘাবড়িয়ে যেত। যখন উদ্দীপনা ও ক্রোধের সময় হতো তখনও তারা খোদার প্রতি অমনোযোগী হতেন না, নামায ছাড়তেন না, দোয়ার মাধ্যমে কাজ নিতেন। এখন দুর্ভাগ্য , এমনিতেই সব দিকে জোর দেয়া হচ্ছে, বড় বড় বক্তৃতা দেয়া হচ্ছে, জলসা করছে (এই বলে) যে, মুসলমান উন্নতি করুক কিন্তু খোদা থেকে এমনই অমনোযোগী হয়েছে, ভুল করেও তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে না। এমতাবস্থায় কিভাবে আশা সৃষ্টি হতে পারে যে, তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ফলদায়ক হয় বা তারা একে একে সবাই দুনিয়ার জন্যে হয় না? স্মরণ রাখ, যতক্ষণ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অন্তর ও কলিজাকে সিঞ্চিত না করে এবং সত্তার অণু পরমাণুতে ইসলামের আলো ও প্রাধান্য সৃষ্টি না হয় কখনও উন্নতি হবে না (মলফূযাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪১০ রাবওয়ায় মুদ্রিত)।

হুযূর (আঃ) আবার বলেন, "দুনিয়ার কাজ কখনও কেউ পুরো করে নি আর করবেও না। আমরা কোন দুনিয়াতে এসেছি এবং কেন যাব তা দুনিয়াদার লোক বুঝে না। খোদাতাআলাই যখন বুঝান নি তখন কে বুঝাবে? দুনিয়ার কাজ করা পাপ নয়। মু'মিন সে-ই যে প্রকৃতই ধর্মকে অগ্রগণ্য মনে করে। আর যেভাবে এই তুচ্ছ ও নোংরা দুনিয়ার সফলতার জন্যে দিন-রাত চিন্তা করে এমন কি পালঙ্কে শুয়ে শুয়েও চিন্তা করে এবং এর বিফলতায় খুবই দুঃখ পায় এমনিভাবেই ধর্মের ব্যাপারেও ধৈর্য ধারণে লিপ্ত থাকে। দুনিয়ার প্রতি মন দেয়া খুবই ধোঁকা। মৃত্যুর ওপর সামান্যও ভরসা নেই" (মকতুবাতে আহমদীয়া, পঞ্চম খন্ড, নম্বর ৪, পত্র নং ৯, পৃষ্ঠা ৭২-৭৩)।

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে নিজ সন্তুষ্টির পথে চালাতে গিয়ে নিজ কল্যাণে মন্ডিত করুন আর মাটির কীটে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করুন।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল-এর ২-২৭ মে, ২০০৪ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে)

অনুবাদ–আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

আমাদের মসজিদগুলো ইবাদতের স্থান ও শান্তির প্রচার কেন্দ্র

আজ মসজিদের উদ্বোধনের দিন থেকেই আপনারা প্রতিজ্ঞা করেন, আপনারা নিজেরা প্রেম এবং ভালবাসার সাথে বসবাস করবেন; আর এই মসজিদ থেকে সর্বদা সবার জন্য শান্তির বাণী পৌঁছাতে থাকবেন।

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) কর্তৃক ১লা অক্টোবর ২০০৪ইং তারিখে বার্মিংহাম U.K. মসজিদের বরকতপূর্ণ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর (আইঃ) সূরা হজ্জের ৪২ নং আয়াত তেলাওয়াত করে খুতবা প্রদান করেছেন।

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿۴۲﴾

অর্থ ঃ এরা এমন লোক যে, যদি আমরা তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করি তাহলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকর্মের আদেশ করবে এবং মন্দ কর্ম হতে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র এখতিয়ারে।

আলহামদুলিল্লাহ্, আজকে জামাতে আহমদীয়া ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম জামাতে অনেক বড় কুরবানীর মাধ্যমে মসজিদ এর কাজ শেষ হওয়ায় উদ্বোধন করা হচ্ছে। এই মসজিদের এবং বার্মিংহাম জামাতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কিছুটা বলছি।

আল্লাহ্-তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে উৎসাহ সহকারে এই মসজিদের নির্মাণ কাজে আপনারা অংশ নিয়েছেন সেই উৎসাহ যেন ঠান্ডা না হয় এবং শেষ হয়ে না যায়।

১৯৬০ সালে এখানে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার সদস্য সংখ্যা ছিল পাঁচজন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) এর সময় ১৯৮০ সালে এখানে প্রথম মিশন হাউজ ক্রয় করা হয়েছিল এবং এর নাম হুযূর (রাহেঃ) বায়তুল বারাকাত রাখেন। তারপর আল্লাহ্তাআলার ফযলে জামাত বাড়তে থাকে এজন্য ১৯৯৩ সালে মসজিদের জন্য নতুন জায়গার অনুসন্ধান শুরু করা হয়। ১৯৯৪ সালে বার্মিংহাম কাউন্সিল এই জায়গা বিক্রির জন্য বাজারে তোলে। জামাত তাদের সাথে যোগাযোগ করে অক্টোবরে নাম মাত্র দামে এ জায়গা পেয়ে যায়। (হুযূর আনোয়ার বৃটেনের আমীর সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞেস করেন, এই জায়গা নাম মাত্র দামেই কেনা হয়েছিল?) এটা একটা খারাপ অবস্থায় পড়ে থাকা স্কুল ছিল। নিজেরা খারাপ করে ফেললেও যখন কেউ এটা কিনে নেয় তখন তাদেরকে বলে যে, ঠিকমত করে রাখতে হবে। যাহোক তাদের শর্ত ছিল যে, এটাকে যেন সুন্দর করা হয়। আমি যে বললাম, নাম মাত্র দাম সেটা ২০০/- পাউন্ড ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) ১৯৯৬ সালে এখানে এসে এ জায়গা ভালভাবে দেখেন এবং এ জায়গা পছন্দ করেন। এই জায়গা পোনে দুই একরের কাছাকাছি (অর্থাৎ ৩১ হাজার স্কয়ার ফিট)। অনেক খরচ স্বেচ্ছা সেবকরা ওয়াকারে আমলের মাধ্যমে বাঁচিয়েছেন। আমার অনুমান এটাই, যে খরচ হয়েছে আরও দেড়গুণ খরচ হতো। কিন্তু প্রায় ১৬ লক্ষ পাউন্ড খরচ হয়েছে। যেমন পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, বার্মিংহাম জামাত এই মসজিদ তৈরী করার জন্য অনেক বড় মালি কুরবানী করার তৌফীক লাভ করেছেন। আল্লাহ্তাআলা তাদেরকে পুরস্কার দান করুন। সার্বিকভাবে ইউ,কে জামাতও অনেক সাহায্য করেছেন। আল্লাহ্তাআলা তাদের পুরস্কার দান করুন। এর নিগরানির দায়িত্বে থেকে ডাক্তার ফারুক সাহেব এবং নাসের খাঁন সাহেব নায়েব আমীর অনেক পরিশ্রম করেছেন। এভাবে যে টিম মসজিদ বায়তুল ফুতূহ্তে কাজ করেছেন তারাই এখানে এসে কাজ করেছেন। আল্লাহ্তাআলা তাদের সবাইকে পুরস্কার দান করুন। এবং যারা মালি কুরবানী করেছেন, সময় দিয়েছেন, তাঁরা জামাতের রীতিকে কায়েম করেছেন, জীবন্ত করেছেন, খোদা করুন ভবিষ্যতেও যেন তারা সেই সব দৃষ্টান্তকে জীবন্ত রাখেন।

কিন্তু মনে রাখবেন, যারা কুরবানী করেছেন, যে উদ্দ্যম নিয়ে আপনারা এ মসজিদ তৈরী করেছেন এবং আল্লাহ্তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে উৎসাহ সহকারে এই মসজিদের নির্মাণ কাজে আপনারা অংশ নিয়েছেন সেই উৎসাহ যেন ঠান্ডা না হয় এবং শেষ হয়ে না যায়। সবাই একত্রিত হয়ে ইবাদত করার জন্য এক জায়গা বানানোর প্রয়োজন ছিল, যাকে আল্লাহ্তাআলার ঘর বলা হবে। আল্লাহ্তাআলার এই হুকুমের আনুগত্য স্বরূপ হবে যে, লোকেরা এমন একটি জায়গায় একত্রিত হয়ে বা-জামাত নামায আদায় করবে, ইবাদতগুযার হবে, এক ইমামের কথায় দাঁড়াবে এবং বসবে, রুকু করবে, সিজদা করবে। আল্লাহতাআলার একত্ববাদের ঘোষণা দিবেন আর তা আমলের মাধ্যমে

প্রকাশ পাবে, যে হে আল্লাহ্ আমরা সকলেই এক। মসজিদ বানিয়ে নামায পড়ার সময়ও আমরা এক। এবং আমরা মসজিদ থেকে বের হয়ে এসেও এক। এজন্য যে, তোমার হুকুম ছিল, মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাকবে। হে আল্লাহ! হে আল্লাহ্ তোমার তৌহিদকে কায়েম করার জন্য যে ইমামের আসার কথা ছিল আমরা তাঁকে চিনতে পেরেছি। হে আল্লাহ! এরপর আমরা আহমদীরা সৌভাগ্যবান যে, তুমি নিজের ওয়াদা অনুযায়ী যুগ ইমামের পরে খেলাফতের মাধ্যমে মজবুতি দান করেছো। আমাদের এক করে রেখেছো এবং আমাদের সুদৃঢ়তা দান করেছো এবং আমাদের মজবুতি দান করেছো। আমরা এটাই দোয়া করি এবং তোমার কাছে তোমার ফযল চাই। তোমার কাছে এই বিষয়ে আমাদের দাবী, যে পুরস্কার তুমি আমাদের দান করেছো তাকে সর্বদা কায়েম রাখো। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সর্বদা তোমার এবাদতগুজার এবং শুকরগুজার বান্দা হয়ে থাকার তৌফীক দান কর। এবং তোমার একত্ববাদকে কায়েম রাখার জন্য এবং তোমার ইবাদত করার জন্য যে মসজিদ আমরা বানিয়েছি সেটাকে যেন সর্বদা আবাদ রাখতে পারি, আমাদেরকে সর্বদা আবাদ রাখার তৌফীক দান কর।

যখন এভাবে দোয়া এবং আমল করা হবে তখন দেখবেন আল্লাহ্‌তাআলা কিভাবে আপনাদের ভয়-ভীতিকে নিরাপত্তার বদল করে দিয়েছেন। অতঃপর এই কথাকে সর্বদা মনে রাখবেন যে আমাদের যা কিছু হাসিল হবে এবং হয়েছে আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে লাভ হয়েছে। তাঁর ফযলকে হাসিল করার জন্য তাঁর ইবাদতের দিকে মনোযোগ দেয়া দরকার; তাঁর বান্দার হক আদায় করার দিকে মনোযোগ দেয়া দরকার। এবং দুনিয়াতে নেকীর বিস্তৃতি দানের প্রয়োজন রয়েছে।

যে আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি তার মধ্যেও আল্লাহ্‌তাআলা এই বিষয়ে বর্ণনা করেছেন যে,

(আমি তর্জমা করছি না, উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছি)

বরং তোমাদের নামাযের দিকে বেশি মনোযোগ দিতে হবে যেন আল্লাহ্‌র ইবাদতগুযার বান্দা হতে পার। এবং তাঁর ফযলকে বেশি বেশি হাসিল করতে পার। এবং তোমাদের বংশধররাও যেন সেই সব ফযলকে হাসিল করতে পারে, যেন তোমাদের এই মজবুতি এই দৃঢ়তা কায়েম থাকে। এক খোদার সামনে আনুগত্য করা এবং তাঁর একত্ববাদকে সর্বদা কায়েম করার চেষ্টা করবে। সূরা নূরের যে আয়াতকে আমরা আয়াতে এসতেখলাফ বলে থাকি তার মধ্যেও একই বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে যে খেলাফত দান করা হলো, যেন তোমাদের মধ্যে মজবুতী কায়েম থাকে। ভবিষ্যতেও এই পুরস্কার পেতেই থাকবে ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু তারা পাবে, যারা তোমার ইবাদত করবে।

অর্থাৎ এই পুরস্কার সেই সমস্ত ইবাদতকারীর জন্য যারা ইবাদতের হক এভাবে আদায় করবে যে, কোনভাবে শিরককারী হবে না, গোপন শিরকও তাদের মাঝে পাওয়া যাবে না। এ রকম ইবাদতকারীর জন্য পুরস্কার সর্বদা দেয়া হবে। যখন নামাযের সময় হবে তখন সব রকম ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে আল্লাহ্‌তাআলার সামনে ঝুঁকে পড়। তোমার ব্যবসা, তোমার ইচ্ছাসমূহ, তোমার এ রকম দৃশ্য আমরা রোজ দেখে থাকি। অতঃপর বলা হয়েছে ভাল কথার নির্দেশ দানকারী হও এবং সেটাকে বিস্তৃতিদানকরী হও এবং খারাপ কথা থেকে মানুষকে বিরত রাখ। তো যার মধ্যে গুণাগুণ থাকবে আল্লাহ্‌তাআলার ইবাদত করবে, তাঁর হক আদায় করা হবে এবং বান্দার হক আদায় করার চেষ্টা করা হবে এবং নেকী কায়েম করার এবং অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হবে, যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, তাহলে পুরস্কারের বৃষ্টি বর্ষিত হবে। অতঃপর বলা হয়েছে মনে রেখো প্রত্যেক বিষয়ের পুরস্কার আল্লাহ্‌তাআলার হাতে রয়েছে এজন্য আল্লাহ্‌কে ধোকা দিতে পারবে না। এজন্য আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন করীমে অগণিত বার মু'মেনকে নামায কায়েম করার এবং বাজামাত আদায় করার হুকুম দিয়েছেন। এর উপরে ধারাবাহিকভাবে আমল করা সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে নেকীও করতে হবে। তাহলে ঐ সব পুরস্কারের অংশ লাভ করতে পারবে যা আল্লাহ্‌তাআলা বান্দার সঙ্গে (ওয়াদা) করেছেন।

পুরস্কার সেই সমস্ত ইবাদতকারীর জন্য যারা ইবাদতের হক এভাবে আদায় করবে যে, কোনভাবে শিরককারী হবে না, গোপন শিরকও তাদের মাঝে পাওয়া যাবে না। এ রকম ইবাদতকারীর জন্য পুরস্কার সর্বদা দেয়া হবে। যখন নামাযের সময় হবে তখন সব রকম ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে আল্লাহ্‌তাআলার সামনে ঝুঁকে পড়।

প্রত্যেক আহমদী সব সময় যেন তার মনকে জিজ্ঞেস করতে থাকে যে তার মনের মধ্যে কোন শিরক নেই তো? তার মালি কুরবানী খোদাতাআলার সন্তুষ্টির জন্য ছিল, নাকি কোন নাম কামানোর জন্য ছিল? তার ইবাদত শুধু মাত্র আল্লাহ্‌র জন্য ছিল এবং আছে, আর যখন আল্লাহ্‌তাআলার খাতিরে ছিল এবং তাঁর ভয়-ভীতির কারণে ছিল, তাহলে এই প্রশ্নই উঠে না যে, নামাযে মসজিদে উপস্থিতি কম হবে। যদি যোহরে আসরে উপস্থিতি কম হয় এবং কাজের জন্য দূরে দূরে অবস্থানের জন্য সমজিদে একত্রিত হতে পারে নি তাহলে মাগরেব, এশা ও ফজরের নামাযে সীমাতিরিক্ত উপস্থিতি হওয়া দরকার। আমীর সাহেব বলেছিলেন যে, আগামী দশ পনের বছর পর্যন্ত এই মসজিদ আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমি তাদের বললাম প্রথমতঃ যদি সব নামাযী আসা শুরু করে তাহলে এ মসজিদ যথেষ্ট হবে না। দ্বিতীয়তঃ দশ-পনের বছর পর্যন্ত কি আপনি দাওয়াত ইলাল্লাহ্ করবেন না? এই সংখ্যাকে বৃদ্ধি করবেন না?

অতঃপর এই কথাও বলে দিতে চাই যেভাবে আমি বলেছি যে, এই আয়াতে এসেছে যে, উত্তম কথার নির্দেশ দিবে। এজন্য এই মসজিদের উদ্বোধনীর দিন থেকে ওয়াদা করেন যে, নিজেরা প্রেম-প্রীতির সাথে বসবাস করবেন। সব ধরনের বিদ্বেষ দূরীভূত করবেন। এবং মসজিদ থেকে সব সময় শান্তির বাণী দুনিয়াকে পৌঁছাতে থাকবেন। এবং যদি এই নিয়্যতে মসজিদে এসে দোয়া করেন তাহলে আল্লাহ্‌তাআলা ব্যক্তিগত দোয়াও কবুল করবেন এবং জামাতি দৃঢ়তাও দান করবেন ইনশাআল্লাহ্। শুধু এতটুকুই নয় যে, নিজেরা মসজিদে আসবেন বরং নিজের সন্তানদেরকেও মসজিদে আনতে হবে, মসজিদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কায়েম করতে হবে। তাদেরকেও এক খোদার ইবাদতের দিকে মনোযোগ তৈরী

করতে হবে। তাদের এমনভাবে তরবিয়ত করতে হবে যে, তাদের মধ্যে এমন অনুভূতির সৃষ্টি হয় যে, সমস্ত প্রশান্তি নামাযের মধ্যে আছে। আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টির মধ্যেই সব কিছু নিহিত। এই সমাজে যেখানে সে বসবাস করে আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশ অনুসারে তাদের তরবিয়ত করতে হবে; তাদের ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করা শিখাতে হবে।

যদি নিজের ঘর থেকেই নেকীর প্রসারের জন্য এবং নামায কায়েম করার জন্য চেষ্টা করা হয়, তাহলে সফল হবে। আর যদি না করেন তাহলে বাইরেও তার কোন প্রভাব পড়বে না। কোন দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌ কার্যকর হবে না। যদি প্রত্যেক কর্মকর্তা হয় সে জামাতি কর্মকর্তা হোক বা অঙ্গ সংগঠনের; আনসার, খোদ্দাম, অথবা লাজনার কর্মকর্তা হোক সে যদি সব নেকী নিজের ঘর থেকে অভ্যাস শুরু না করে তাহলে বাইরেও কেউ তার কথা শুনবে না। বিপ্লবী শক্তি প্রথমে নিজের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসে। সেই জাতি উন্নতি করে যাদের নেতার নমুনা উঁচু হবে। যাদের কর্মকর্তা নিজেই দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হবেন। অতঃপর এটা বড় একটি দায়িত্ব, জামাতের প্রত্যক ব্যক্তির উপর, প্রত্যেক শিশুর উপর, প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কের উপর, প্রত্যেক কর্মকর্তার উপর আল্লাহ্‌তাআলার এই পুরস্কারের মূল্যায়ণ করে পবিত্র নমুনা পেশ করা।

নামাযের গুরুত্বের উপর হযরত রসূলে করীম (সঃ) অনেকভাবে তাকিদ করেছেন। ভয়-ভীতির মাধ্যমে এবং পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েও এই দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এ বিষয়ে কিছু বর্ণনা শুনাচ্ছি।

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন যে রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন যে, কুফর এবং ঈমানের মধ্যে পার্থক্যকারী জিনিস হচ্ছে নামায ছেড়ে দেয়া। (তিরমিযি কিতাবুল ঈমান বাব মা যাআ ফি তারকেস্‌সালাত)

দেখুন কত বড় শক্ত কথা যে, মু'মেন সে, যে ঈমান নিয়ে আসে এবং নামাযে নিয়মিত, এছাড়া তার মধ্যে এবং কাফেরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ্‌তাআলা বান্দার সঙ্গে নরম ব্যবহার করার জন্য অনেক রকম সুবিধা দিয়ে রেখেছেন। এরপরেও যদি কেউ মনোযোগ না দেয় তাহলে এটা তার জন্য দুর্ভাগ্য, এবং মারাত্মক কুফল (বয়ে আনবে) যা এই হাদীসে বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলা এই বিষয়ে তার বান্দাদের যদি কোন ভুল হয়ে যায় তো মাফ করার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকে।

এক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেন আমাদের সর্বশক্তিমান খোদা ফিরিশ্‌তাদের বলবেন। অথচ তিনি সবচেয়ে বেশি জানেন যে, তাঁর বান্দা নামাযকে পূর্ণ করেছিল অথবা অসম্পন্ন ছেড়ে দিয়েছিল। যদি তার নামায পরিপূর্ণ হয় তাহলে তার আমল

প্রত্যেক
কর্মকর্তা হয় সে জামাতি
কর্মকর্তা হোক বা অঙ্গ সংগঠনের; আনসার,
খোদ্দাম, অথবা লাজনার কর্মকর্তা হোক সে যদি
সব নেকী নিজের ঘর থেকে অভ্যাস শুরু না করে
তাহলে বাইরেও কেউ তার কথা শুনবে না। বিপ্লবী
শক্তি প্রথমে নিজের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে
আসে। সেই জাতি উন্নতি করে যাদের
নেতার নমুনা উঁচু হবে।

নামায় লেখা হবে। আর যদি নামাযে কোন কম থাকে তাহলে বলা হবে যে, আমার বান্দা কি কোন নফল এবাদত করেছে। যদি সে কোন নফল ইবাদত করে থাকে, তাহলে বলা হবে যদি আমার বান্দার ফরয নামাযে কমতি থাকে তাহলে নফলের মাধ্যমে তা পূর্ণ কর। অতঃপর সমস্ত আমলের একইভাবে হিসাব নেয়া হবে। (আবু দাউদ কিতাবুস সালাত)।

আল্লাহ্‌তাআলার দৃষ্টিতে নামাযীদের কত মর্যাদা আছে। পরিষ্কার কথা যারা নিয়মিত নামাযী হবে তাদেরই নফলের দিকে মনোযোগ থাকবে, তারাই নফল আদায়কারী হবে। বলা হয়েছে যে, এমন লোকদের যদি ফরয নামাযে কমতি থাকে তাহলে নফল দিয়ে পূর্ণ কর। কেননা যার নফলের অভ্যেস আসে সে জেনে শুনে ফরয ছাড়তে পারে না। যদি কোন অজুহাত থাকে তাহলে সে নফলে আসবে না।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেন একটু চিন্তা করুন যে, যদি কোন ব্যক্তির দরজার কাছে নদী প্রবাহিত হয় আর সে প্রত্যেহ পাঁচবার সেটাতে গোসল করে তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে? সাহাবা (রাঃ) উত্তর দিলেন কোন ময়লা থাকতে পারে না। তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বললেন এই দৃষ্টান্তই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের। আল্লাহ্‌তাআলা এগুলোর মাধ্যমে অপরাধকে ক্ষমা করে দেন। (বুখারী কিতাব মাওকেতুস্‌সালাত বাব আস্‌সালাতুল সামসু কাফ্‌ফারাহা)

এই হাদীস সম্ভবতঃ অনেক লোক শুনে থাকবে। মাথার মধ্যে থাকে এবং যখন কোথাও উদ্ধৃতি দরকার তখন পেশ করা হয় কিন্তু এর উপর আমল খুব কমই হয়ে থাকে। এজন্য ঐসব ছোট ছোট কথার খেয়াল রাখা দরকার। এবং বারবার পড়া দরকার। দুনিয়াতে কে আছে যার মধ্যে খোদার ভয় সামান্যও নেই যে বলে যে, আমার কোন অপরাধ নেই এবং আমার মধ্যে কোন রকমের দুর্বলতা নেই। মু'মেনের জন্য সুসংবাদ যে তার সমস্ত অপরাধ, দুর্বলতা, ভুল-ভ্রান্তি মাফ হতে পারে, দূর করা হবে। শর্ত হচ্ছে নামায নিয়মিত আদায়কারী হবে।

হযরত আকদাস মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) বলেনঃ নামায আসলে হচ্ছে দোয়া। নামাযের প্রত্যেকটি শব্দ যা পাঠ করা হয় দোয়া নিহিত আছে। যদি নামাযে মন না বসে তাহলে আযাবের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। কেননা যে ব্যক্তি দোয়া করে না সে নিজে ধ্বংসের কাছাকাছি যায় এবং (ধ্বংস) করে। এক বিচারক যে বারবার একথা বলে যে, আমি দুঃখীদের দুঃখ দূর করি (অর্থাৎ আওয়াজ দিচ্ছে) সমস্যাগ্রস্থদের সমস্যা দূর করি। আমি অনেক দয়া করে থাকি। গরীবদের সাহায্য করে থাকি। কিন্তু যে ব্যক্তি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সে তার কাছ দিয়ে যায় এবং তার কথার ধার ধারে না এবং তার বিপদের বর্ণনা করে তার কাছ থেকে সাহায্যও প্রার্থনা করেনা তো সে ব্যাক্তির ধ্বংস হওয়া ছাড়া আর কি হতে পারে। এই অবস্থা আল্লাহ্‌তাআলার যে, সব সময় মানুষের আরামের জন্য প্রস্তুত থাকেন কিন্তু শর্ত হচ্ছে কেউ তার কাছে দরখাস্ত করে। কবুলিয়তে দোয়ার জন্য এটা জরুরী যে, নাফরমানী থেকে দূরে থাকে এবং দোয়া শক্তভাবে করতে হবে। কেননা এক পাথরের উপর যখন আরেকটি পাথর অত্যন্ত জোড়ে পড়ে তখন আগুনের সৃষ্টি হয়। (মলফুযাত, চতুর্থ খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা, নতুন সংস্করণ)

এক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত আবু হুরায়রা

(রাঃ) বর্ণনা করেন যে নবী করীম (সঃ) বলেছেন বা-জামাত নামায পড়া একা নামায পড়ার থেকে ২৫ গুণ ছওয়াব বেশি। এবং আরও বলেন রাতের ফেরেশ্‌তা এবং দিনের ফেরেশ্‌তা নামাযে ফজরে জমা হয়। আরেক বর্ণনায় এসেছে যে, ২৭গুণ বেশি উত্তম। (মুসলিম কিতাবুল মসজিদ ওও মাওয়াজেইসসালাত বাব ফযলে সালাতুল জামায়াত)

আল্লাহ্‌তাআলা বা-জামাত নামাযের গুরুত্ব অনুযায়ী তার বিশেষত্ব বর্ণনা করেছেন এবং এটাকে উত্তম বলা হয়েছে। এরপরে ফযরের নামাযের গুরুত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে যখন তুমি ঘুম থেকে জেগে উঠে নামাযের জন্য আসবে সেখানে তোমাকে স্বাগত জানাতে দোয়া করার জন্য ফেশ্‌তার সংখ্যা অন্যান্য নামাযের তুলনায় বেশি হবে। বিদায়ী ফেরেশ্‌তা এই বলবে যে, সে নামাযে আসছে এজন্য তাকে নেকীর মধ্যে শামিল করে নাও এবং আগত ফেরেশ্‌তা বলবে তাকে নেকীতে শামিল করে নাও এজন্য যে সে নামাযের মধ্যে আছে। ফযরের নামাযে অনেকগুণ বেশি ছওয়াব রয়েছে।

আরেক বর্ণনায় আছে হযরত জারির (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রসূলে করীম (সঃ)এর বয়াত এই শর্তে করেছি যে, নামায কায়েম করবো, যাকাত আদায় করবো, প্রত্যেক মুসলমানের হিতাকাঙ্খী হব এবং মুশরেকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবো না। (সুনানে নিসাই কিতাবুল বাইয়াহ্ বাবুল বাইয়াহ্ আলা ফেরাকেল মুশরেক)

এখানে মুশরেকদের সাথে সম্পর্ক না রাখার শর্ত এজন্য যে, এমন লোকদের সাথে বেশি বন্ধুত্ব যারা এক খোদার উপর বিশ্বাস রাখে না, অল্প জ্ঞানের কারণে এটা খোদা থেকে দূরত্ব সৃষ্টির কারণ হতে পারে। এমন কথা ইবাদত থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারে। বিশেষ করে নওজোয়ানদের ক্ষেত্রে তাদের পরিবেশের খোঁজ-খবর রাখা দরকার, তাদের বন্ধু-বান্ধবদের খোঁজ-খবর নেয়া দরকার। চুপিচুপি, অচেতন অবস্থায় কেউ আপনাকেতো তার প্রভাবে প্রভাবান্বিত করছে না? খোদার ইবাদতের যে উদ্দেশ্য সেটা হতে দূরে তো নিচ্ছে না? এবং আপনার হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জামাতে শামিল হওয়ার যে উদ্দেশ্য সেটা থেকে দূরে তো নিচ্ছে না? সেই উদ্দেশ্য এটাই যে আল্লাহ্‌তাআলার সান্নিধ্যে নিয়ে আসা।

এক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত মু'আজ বিন যাবল (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর হাত ধরেন এবং বলেন হে মু'আয আল্লাহ্‌র কসম আমি তোমাকে ভালবাসি এরপর তিনি বলেন হে মু'আয আমি তোমাকে ওসীয়্যত করছি যে, তুমি নামাযের পরে এই দোয়া করতে ভুলে যেও না।

আল্লাহুম্মা আইন্নী আলা যিকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা

অর্থাৎ হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে তোমার যিকর করার তোমার শোকর করার এবং ভালভাবে তোমার ইবাদত করার তৌফীক দান কর। (সুনানে আবু দাউদ কিতাবুস্‌সালাত বাব মা জায়া ফিল ইসতেগফার)

আল্লাহ্‌তাআলার ইবাদতের দিকে মনোযোগ আকর্ষণের কত সুন্দর পন্থা। যখন মানুষ খোদার কাছে এভাবে দোয়া করে তখন আল্লাহ্‌তাআলা তাকে ইবাদত করার তৌফীক বৃদ্ধি করে দেন।

প্রত্যেক আহমদীকে নিজের বিবি-বাচ্চাকে নামাযের জন্য তাকিদ করা দরকার। এ জন্য জাগানো দরকার এবং নামাযে নিয়ে আসা প্রয়োজন।

অতঃপর যায়েদ বিন আসলাম নিজের পিতা হতে বর্ণনা করেছেন হযরত উমর অনেক রাত পর্যন্ত ইবাদত করতেন, এমনকি যখন রাতের শেষ সময় আসতো তখন তাঁর পরিবারকে আস্‌সালাত, আস্‌সালাত বলে (অর্থাৎ নামাযের সময় হয়ে গেছে) জাগাতেন এবং কুরআন মজীদের এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন।

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿١٣٣﴾

(সূরা ত্বাহা-১৩৩)

অর্থাৎ তুমি তোমার পরিবারকে নামাযের জন্য তাকিদ কর। এবং তুমি নিজেও তার উপরে কায়েম থাক। আমরা তোমার কাছে রিযক চাচ্ছি না। কেননা আমরা তোমাকে রিয্‌ক দিচ্ছি। এবং তাকওয়ার পরিণতিই উত্তম। (মোআত্তা ইমাম মালেক বাব মা যায়া ফি কিয়ামে রমযান)

এভাবে প্রত্যেক আহমদীকে নিজের বিবি-বাচ্চাকে নামাযের জন্য তাকিদ করা দরকার। এ জন্য জাগানো দরকার এবং নামাযে নিয়ে আসা প্রয়োজন। যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি যে আল্লাহ্‌তাআলার পুরস্কার ঐ সময় পর্যন্ত নাযেল হতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজে এবং নিজের বংশধরদের ইবাদতের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করবেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নামাযের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন ঃ– "মনে রাখা দরকার নামায ঐ জিনিস যার মাধ্যমে সব রকমের সমস্যা সহজ হয়ে যায় এবং সব বিপদ দূর হয়ে যায়। কিন্তু নামায অর্থ ঐ নামায নয় যা সাধারণ মানুষ রোসম অনুযায়ী পড়ে থাকে। বরং ঐ নামায যার মাধ্যমে মানুষের মন.........এবং একত্ববাদের আস্তানায় পড়ে এমনভাবে বিলীন হয়ে যায় যেন গলে যাওয়ার অবস্থা। (মলফূযাত, ৫ম খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা, নতুন এডিশন)

মনে রেখো নামায এমন জিনিস যার মাধ্যমে ধর্ম এবং দুনিয়া উভয়ই সুন্দর হতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগ লোক যে নামায পড়ে ঐ নামায তাদের জন্য লানতের কারণ হয়ে যায়। যেভাবে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ﴿٥﴾

الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿٦﴾

অর্থাৎ সেই সব নামাযীর উপরে লানত যারা নামাযের হাকিকত সম্পর্কে খবর রাখে না। (সূরা মাউন ৫-৬) নামায এমন এক জিনিস যে, সঠিকভাবে পড়লে সমস্ত রকমের অসৎ ব্যবহার এবং হায়ায়ি থেকে বাঁচতে পারে। কিন্তু আমি পূর্বে যেভাবে বলেছি যে ঐভাবে নামায পড়া মানুষের এখতিয়ারে নেই আর এই পন্থা আল্লাহ্‌র সাহায্য সহযোগীতা ছাড়া হাসিল করা সম্ভব নয়। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ দোয়ার মধ্যে লেগে না থাকে ঐ রকমের ভয়-ভীতির সৃষ্টি হয় না। এজন্য এমন হওয়া উচিত যে তোমরা দিন এবং তোমার রাত এবং কোন মুহূর্ত যেন দোয়া থেকে খালি না থাকে।

(মলফূযাত, পঞ্চম খন্ড, ৪০২ পৃঃ, নতুন সংস্করণ)

দোয়া করি, কোন আহমদীর নামায যেন অচেতন অবস্থায় না হয়। আল্লাহ্‌তাআলার অসন্তুষ্টি লাভ করার নামায যেন না হয়। বরং তার পুরস্কার অর্জন করার নামায হয়। প্রত্যেক আহমদীর নামায তার ব্যক্তিগত এবং তার বংশধরদের জন্যও যেন পুরস্কারের কারণ হয়। এবং জামাতীভাবে এসব দোয়া একত্রিত হয়ে জামাতের ভিত দৃঢ়তার কারণ হোক।

অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, নামাযের মধ্যে বা-জামাতের বেশি সওয়াব রাখা হয়েছে তার কারণ হচ্ছে, একত্ববাদ সৃষ্টি এবং ঐ একত্ববাদকে আমলের মাধ্যমে নিয়ে আসার জন্য এই হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, পা বরাবর হবে, লাইন সোজা হবে, একে অপরের সাথে মিলে থাকবে। এর অর্থ হচ্ছে এক ব্যক্তির নির্দেশ মেনে এবং একজনের নূর আরেকজনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। এমন আচরণ যার মাধ্যমে ব্যক্তি এবং ব্যক্তি স্বার্থ জন্ম নেয় এরকম যেন না থাকে। ভাল করে মনে রেখো যে, মানুষের মধ্যে সেই শক্তি আছে যে অন্যের নূরকে সে আকর্ষণ করতে পারে--- -------------- যে দৈনন্দিন নামায মহল্লার মসজিদে এবং সপ্তাহের পরে শহরের মসজিদে এবং বছরের শেষে ঈদগাহে একত্রিত হবে এবং সারা দুনিয়ার মুসলমান বৎসরে একবার বায়তুল্লায় একত্রিত হবে। এ সমস্ত হুকুমের উদ্দেশ্যে সেই একত্ববাদ।" (লেকচার লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, ২০ খন্ড, পৃঃ ২৮১-২৮২, নতুন সংস্করণ)

এই বিষয়ে আমি এটাও বলছি যে, পুরুষ এবং শিশুদের তো অভ্যেস হয়ে যায় কিন্তু মহিলাদের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ আসতে থাকে যে, না তাদের লাইন সোজা থাকে না এক লাইনে দাঁড়ায়। যে যেখানে জায়গা পায় সেখানে দাঁড়িয়ে যায়। মধ্যখানে অনেক লাইন খালি থেকে যায়। এজন্য লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র যে সংগঠন তাদের যে সব কর্মকর্তা, তাদের সেক্রেটারী তরবীয়ত, সদর আছে তারা লাজনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে যে যখন মসজিদে আসে তখন প্রথম সারিকে পূর্ণ করে এরপর দ্বিতীয়, এবং যে সব মহিলাদের ছোট শিশু আছে তারা যেন বাচ্চাদের আলাদা নিয়ে বসে। প্রথমতঃ বাচ্চাদের সাথে নিয়ে আসার প্রয়োজন নেই। তাদের ওপর তো এটা ফরয হয় নি। কিন্তু ঈদে এবং জুমুআয় যেখানে আলাদা ব্যবস্থা থাকে সেখানে বসা দরকার এবং লাইন একটার পর একটা এবং সোজা হওয়া দরকার।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, নামায থেকে বড় অন্য কোন অজিফা (দোয়া) নেই। কেননা তার মধ্যে হামদে ইলাহি এবং ইস্তেগফার আছে, দুরুদ শরীফ আছে। সকল প্রকার ওজিফার (দোয়ার) সমষ্টির নাম হচ্ছে নামায। (মলফূযাত, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩১০-৩১১, নতুন সংস্করণ)

আমি পূর্বেও বলেছি যে, কিছু লোক পত্র লিখেন যে কেন বিশেষ দোয়া, বিশেষ অজিফা বলেন। সাক্ষাতের সময়েও কিছু মহিলা এবং পুরুষ ঐ কথা প্রকাশ করে। কিন্তু যখন প্রশ্ন করা হয় তখন জানা যায় যে তারা নামায পূর্ণভাবে পড়ে না আর অজিফা সন্ধান করতে থাকে। অথচ আগে বুনিয়াদী বিষয়ের উপর আমল করুন, যখন আমল করবেন, যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন সমস্ত রকম কথা, অজিফা, যিকির তার মধ্যে এসে যাবে। নামাযকে যদি সুন্দরভাবে পড়া যায় তো তার মধ্যেই প্রশান্তি হয়ে যায়।

এক ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর কাছে দরখাস্ত করলো যে হুযূর নামাযের বিষয়ে আমাদের জন্য কি নির্দেশ? বললেন "নামায প্রত্যক ব্যক্তির উপর ফরয। হাদীস শরীফে এসেছে যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর এক জাতি ঈমান আনল এবং দরখাস্ত করলো-হে রাসূলুল্লাহ্ আমাদের নামায মাফ করে দেন, কেননা আমরা ব্যবসায়ী লোক। গৃহপালিত পশুর কারণে কাপড় পাক থাকে না এবং না আমাদের সময় আছে। তিনি তার উত্তরে বলেন যে, দেখ যখন নামায নেই তখন আছে কি? সেই ধর্ম ধর্ম নয় যার মধ্যে নামায নেই।

নামায কি?......................

এবং তার কাছ থেকে প্রয়োজন মেটানোর জন্য চাইতে হবে। কখনো তার সম্মান এবং তার নির্দেশসমূহের পালনের জন্য-------

তার কাছ থেকেই প্রয়োজনীয় সব কিছু চাইতে হবে। এটাই হচ্ছে নামায।

সুতরাং যে ধর্মের মধ্যে এটা নেই, সে ধর্মই বা কি? মানুষ সব সময় অভাবগ্রস্থ। তার কাছ থেকেই তার সন্তুষ্টির পথ চাওয়া দরকার। এবং তার কাছ থেকে ফযলের আশা করা দরকার। কেননা তার দেয়া তৌফীকের মাধ্যমেই কিছু করা যেতে পারে। হে খোদা! তুমি আমাদের তৌফীক দান কর যেন আমরা তোমার হয়ে যেতে পারি। এবং তোমার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারি-------

খোদাতাআলার মহব্বত, তাঁর ভয় এবং তাঁর স্মরণে মন লেগে থাকার নাম নামায। এবং এটাই হচ্ছে ধর্ম। (মলফূযাত, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৮-১৮৯)

সেই সব লোক যারা বলে যে, যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি কিছু নিরুপায় হয়ে এবং কিছু লোক কাম-কাজের জন্য নামায সময় মত পড়তে পারে না। তাদের সামনে এই ইরশাদ এবং হাদীস রাখা দরকার। কাপড় নোংড়া হওয়ার অজুহাত হোক অথবা অন্য কোন অজুহাত হোক। কিন্তু কথা এটাই যে কোন অজুহাতে নামায থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। এটাই বুনিয়াদী কথা যে প্রত্যেক আহমদীকে এদিকে অনেক বেশি মনোযোগ দিতে হবে এবং নামায থেকে রেহাই পাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

অতঃপর তিনি বলেন, যতদূর সম্ভব পাক-পবিত্র হয়ে নির্ভীক চিত্তে নামায আদায় করুন। এবং চেষ্টা করতে হবে যে নামায এরকম নিম্ন মানের যেন না হয় এবং তার যে সমস্ত আরকান, হামদ ও সানা, ইজ্জত তওবা, ইস্তেগফার এবং দুরুদ রয়েছে তা যেন মনের জোশের সঙ্গে পালন হয়। কিন্তু এটা তো মানুষের এখতিয়ারে নেই যে--------------------

অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য এটা সহজ নয় যে, ঐ রকমের অবস্থা তৈরী হবে, ইহা মানুষের এখতিয়ারে নেই। বলেছেন যে, এমন অবস্থা সেও খোদাকে দেখছে। আর প্রকাশ থাকে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযে এই অবস্থার সৃষ্টি না হয় ততক্ষণ সে ক্ষতি থেকে নিরাপদ নয়। এই কারণে বলা হয়েছে যে মুত্তাকি সে নামাযকে দাঁড় করায়। এবং দাঁড়ানো সেই জিনিসকে বুঝায় যে, পড়ে যাওয়ার জন্য তৈরী থাকে। অতঃপর আয়াতের ইউকিমুনাস্‌সালাত এই অর্থ যে, যতদূর তাদের পক্ষে সম্ভব তারা নামাযকে কায়েম করার জন্য চেষ্টা করে থাকে। এবং কষ্ট ও সর্বোচ্চ চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু

আল্লাহ্‌তাআলার ফযল ছাড়া মানুষের চেষ্টা অনর্থক। (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২ খন্ড, পৃঃ ১৩৮-১৩৯)

বলেছেন যে, এসব কিছু এভাবে তৈরী করা সম্ভব নয় এর জন্য চেষ্টা করতে হবে। এবং আল্লাহ্‌তাআলার কাছ থেকে তার ফযল চাইতে হবে। এছাড়া তাঁকে ছাড়া এসব কিছুই অনর্থক। অতঃপর যখন এরা নামাযী হয়ে যাবে তখন তাদের জন্য নফলের মাধ্যমে নিজের ইবাদতকে সাজানোর হুকুম রয়েছে। আর ইহা তখন সম্ভব হবে যেভাবে আমি বলেছি যে যখন ফরজের দিকে এবং নামায কায়েম করার দিকে মনোযোগী হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন ঃ "যখন রাতের শেষ সময় আসে তখন আল্লাহ্‌তাআলা আকাশের নিচে নেমে আসেন এবং বলেন যে কেউ কি আছে যে, আমার কাছে দোয়া করে এবং আমি তার দোয়াকে কবুল করব।" অর্থাৎ শেষ রাত্রে আল্লাহতাআলা নিচে নেমে আসেন এবং বলেন যে কেউ কি আছে যে দোয়া করে এবং আমি তার দোয়াকে কবুল করব। কেউ কি আছে যে মাফ চায় এবং আমি তাকে মাফ করি। কেউ কি আছে যে আমার কাছে রিযক চায় এবং আমি তাকে রিযক দান করি। কেউ কি আছে যে, আমার কাছে তার কষ্ট দূর করার জন্য দোয়া করে আমি তার কষ্ট দূর করে দেই। আল্লাহ্‌তাআলা এভাবেই বলতে থাকেন এমনিভাবে সুবেহ সাদেক হয়ে যায়। (মুসনাদ, আহমদ হাম্বল, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫২১, বৈরুত থেকে প্রকাশিত)

অতঃপর প্রত্যেক আহমদীর এটা করা দরকার যে, আল্লাহ্‌তাআলার নেয়ামতসমূহকে স্থায়ী করা, সব সময়ের জন্য কায়েম করা। নামাযকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মসজিদকে আবাদ রাখুন এবং নফল ইবাদতের দিকে মনোযোগ দিন।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন-যে ব্যক্তি খোদাতাআলার সামনে নেহায়েত বিনয়ের সাথে কান্নাকাটি করে এবং তার সাধনা এবং নির্দেশসমূহকে সম্মানের সাথে দেখে এবং তার জালালি শক্তি দেখে ভীতসন্তস্ত্র হয়ে নিজের সংশোধন করে, সে খোদার ফযলের অংশ অবশ্যই লাভ করবে। এজন্য আমাদের জামাতের জন্য তাহাজ্জুদের নামাযকে আবশ্যক করা প্রয়োজন। বেশি না হলে কমপক্ষে দুই রাকাত পড়ে নাও, কেননা তার দোয়া করার সুযোগ হবে। ঐ সময়ে দোয়ার মধ্যে এক বিশেষ প্রভাব থাকে। কেননা তা সত্যিকারের ব্যাথা এবং জোশ থেকে বের হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এক বিশেষ অনুভূতি এবং বেদনা মনে না আসে ঐ সময় পর্যন্ত এক ব্যক্তি স্বপ্নের আরাম থেকে কিভাবে জাগরিত হতে পারে। অতঃপর ঐ সময় উঠা বস্তুতপক্ষে মনের মধ্যে এক ব্যথার সঞ্চার করে যার মাধ্যমে দোয়ার মধ্যে এক ধরনের শক্তির সৃষ্টি হয়-------------------

কিন্তু যদি উঠার মধ্যে অলসতা এবং অবহেলা থাকে তাহলে মনের মধ্যে সেই বেদনা এবং অনুভূতি থাকেনা। কেননা ঘুম তো দুঃখকে দূর করে দেয়। কিন্তু যখন ঘুম থেকে উঠে তখন জানা যায় যে, কোন ব্যথা এবং কষ্ট ঘুম থেকেও বড় কিছু আছে যা তাকে উঠিয়ে দিচ্ছে। অতঃপর আরেকটি জরুরী কথা যা আমাদের জামাতকে গ্রহণ করা প্রয়োজন। আর সেটা হচ্ছে জিহ্বাকে অনাব্যশক কথা থেকে পবিত্র রাখা---------------

অতঃপর মনে রেখ আল্লাহ্‌র হক এবং বান্দার হক সম্পর্কে যেন জেনে শুনে অবহেলা না করা হয়। যে ঐ সব বিষয়কে সামনে রেখে দোয়ার মাধ্যমে কাজ করবে অথবা এভাবে বলা যায় যাকে দোয়ার তৌফীক দেয়া হবে, আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি আল্লাহ্‌তাআলা তার উপর ফযল করবেন। (মলফুযাত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮২, নতুন সংস্করণ)

অতঃপর তিনি বলেন- **হে সেই সকল লোক! যারা নিজেদের আমার এই জামাতে শামিল করেছো। আকাশে সেই সময় তুমি আমার জামাতে শামিল হবে, যখন সত্য সত্যই তাকওয়ার উপর পা রাখবে। সুতরাং নিজের পাঁচ ওয়াক্তের নামায এমন ভয়-ভীতির সহিত আদায় কর যে, তুমি খোদাতাআলাকে দেখছো। এবং নিজের রোযাকে খোদার জন্য নিষ্ঠার সাথে পূর্ণ কর। প্রত্যেকে যে যাকাত দেয়ার যোগ্য সে যেন যাকাত দেয়। এবং যার উপর হজ্জ ফরজ করা হয়েছে এবং কোন বাধা নেই সে যেন হজ্জ করে। নেকীকে সুন্দরভাবে আদায় কর এবং মন্দকে অপছন্দের সাথে পরিত্যাগ কর। অবশ্য অবশ্যই মনে রাখবে খোদাতাআলার কাছে কোন আমল পৌঁছতে পারে না যা তাকওয়া থেকে খালি। প্রত্যেক নেকীর শিকড় তাকওয়া। যে আমলে শিকড় নষ্ট হয় না।** সে আমলও নষ্ট হয় না। (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খন্ড ১৯, পৃঃ ১৫)

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর জামাতে সত্যিকারভাবে শামিল হওয়ার তৌফীক দান করুন। আমাদের নামায, আমাদের ইবাদত, আমাদের কুরবানী, আমাদের নেকীর উপর কায়েম থাকা এবং নিজের বংশধরদের মধ্যে জারি করা এবং সেগুলোর বিস্তৃতিদানের জন্য সমস্ত রকম চেষ্টা-প্রচেষ্টা যেন খোদাতাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়। যেন আমরা তার পুরস্কারের অংশীদার হতে পারি। আল্লাহ্‌তাআলার ওয়াদা অনুসারে দৃঢ়তা অর্জন করুন। দৃঢ়তা অর্জনকারীদের মধ্যে যেন শামিল হন। আল্লাহ্‌তাআলা তো তার ধর্মকে বিস্তৃতি দান করবেন। মোমেনের জামাতকে দৃঢ়তা এবং মজবুতি দান করবেন। প্রত্যেককে এই দোয়া করা দরকার যেন আমিও তাদের মধ্যে শামিল হয়ে অংশ পেতে পারি। লাঞ্ছিত যেন না হই। আর ইহা আল্লাহ্‌তাআলার হুকুম অনুসারে সেই সময় হবে যখন তাঁর ভয়-ভীতির কারণে মসজিদকে আবাদ করবে। মসজিদে আসবে বা-জামাত নামাযের দিকে মনোযোগী হবে। ইবাদুর রহমান হবে।

অতঃপর আমাদের এই মসজিদ এবং আমাদের সব মসজিদ যেন এই আবেগের নামাযী দিয়ে ভরা থাকে। তাহলে কোন শক্তি আপনার দৃঢ়তায় বাধা দিতে পারবে না। কখনো দুর্বল করতে পারবে না। আপনার ----বিজয় কেউ, ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সবাইকে এই মর্যাদা কায়েম রখার তৌফীক দান করুন।

অনুবাদ-মাওলানা আব্দুল মতিন
মুরব্বী সিলসিলাহ্

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চিঠি-পত্র

(মকতুবাতে আহ্মদীয়া, ৫ম খন্ড)

সংকলক- হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী (রাঃ)

(ত্রয়োদশ কিস্তি)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) এর নামে

পত্র নং ৬৩
বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম
শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

মুফ্‌তি মুহাম্মদ সাদেক সাহেবের মারফতে আপনার পত্রখানা পেলাম। কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিবেদিত আ'লী জনাবের আন্তরিক নিষ্ঠা দেখে দোয়া করি খোদাতাআলা যেন আমাকেও এসব সৎকাজ করার তৌফীক দান করেন। নিঃসন্দেহে আপনার উচ্চ সাহসিকতা ও দৃঢ়সংকল্প এবং আপনার আত্মত্যাগ ও পরোপকারে অবিচল অঙ্গীকার পালন এক ঈর্ষা উদ্দীপক মহৎগুণ। খোদাতাআলা আপনাকে চির আত্মতৃপ্তি ও আনন্দ এবং সুখ দান করুন। আর বহু জনকে আপনার আদর্শে ও নমুনায় উজ্জীবিত করুন।

মৌলবী গোলাম আলী সাহেবের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে আমি অবহিত নই। কিন্তু অবলীলায় অন্তর তাঁর অসুস্থতার কারণে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। খোদাতাআলা তার এই কঠিন রোগের অবসান ঘটিয়ে তাকে আরোগ্য দান করুন। 'ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।' মুহাম্মদ বেগের স্বাস্থ্যগত অবস্থা সম্ভবত যথারীতি আগের মতই রয়েছে। সে লিখেছে, 'মৌলবী সাহেব তো আমার প্রতি যত্ন নিতে কোন প্রকার ত্রুটি করেন না, কিন্তু লঙ্গরখানায় কোন কোন সময় আমি খাবার পাই না।' সম্ভবত অথিতি সংখ্যা বেশি হওয়ার দরুন সে দেরীতে খাবার পায়। যেহেতু ছেলে মানুষ, এমন বয়সে বেশির ভাগ মানুষের খানা পিনার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে। কাজেই আপনাকে তার (সেখানে) কয়েক দিনের অবস্থানকালে বিশেষভাবে তার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য কষ্ট দিতে বাধ্য হচ্ছি। আর যদি জম্মুতে তার অবস্থান করা মোটেও জরুরী না হয়ে থাকে, তাহলে তাকে শান্তনাদান ও আদর-আপ্যায়নের সাথে ওষুধ-পত্র দিয়ে এদিকে পাঠিয়ে দিন। তার স্বাস্থ্যগত অবস্থা সে কাজের উপযোগী হলে তো তার চাকুরী হতে পারে। এরপর আপনি যেভাবে সমীচীন মনে করেন সেভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আমি শুনেছি, আমার প্রণীত পুস্তক পড়ে মৌলবী আব্দুল জব্বার (গযনবী) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়েছেন। খোদাতাআলা তাকে প্রকৃত সত্যের দিকে পথপ্রদর্শন করুন। আপনার সার্বিক কুশল কামনা করি। ওয়াস্‌সালাম।

নিঃসন্দেহে আপনার উচ্চ সাহসিকতা ও দৃঢ়সংকল্প এবং আপনার আত্মত্যাগ ও পরোপকারে অবিচল অঙ্গীকার পালন এক ঈর্ষা উদ্দীপক মহৎগুণ। খোদাতাআলা আপনাকে চির আত্মতৃপ্তি ও আনন্দ এবং সুখ দান করুন। আর বহু জনকে আপনার আদর্শে ও নমুনায় উজ্জীবিত করুন।

বিনীত
গেলাম আহমদ (উফিয়া আনহু)
৩১জানুয়ারী ১৮৯১ইং

পত্র নং ৬৪
বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম
শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

গতকাল আপনার পত্র পেয়ে খুশী হয়েছি। খোদাতাআলা আপনাকে খুশী রাখুন এবং নিজ ধর্মের বাহিনীর অগ্রনায়ক করুন।

এ অধমের স্বাস্থ্যগত অবস্থা যথারীতি তেমনই আছে। কখনও মাথাঘোরা এত বেড়ে যায় যে, এ রোগ জনিত তীব্র কাঁপুনির আশঙ্কা দেখা দেয়। আবার কখনও এই মাথাঘোরা কমে যায়। কিন্তু মাথাঘোরামুক্ত কোন মুহূর্তই যায় না। এক দীর্ঘকাল থেকে নামায কষ্টের সাথে বসে পড়তে হচ্ছে। কোন সময় আবার তা কমে যায়। প্রায়শ বসে বসে কাঁপুনী হয়ে যায়। আর (হাটতে গিয়ে) পা মাটিতে ভালভাবে জমে না। প্রায় ছয়/সাত মাস, কি এর চেয়েও বেশি কাল গত হলো, নামায দাঁড়িয়ে পড়া হয় না। আবার বসেও প্রচলিত সুন্নতানুগ পদ্ধতিতে পড়া সম্ভব হয়ে ওঠে না এবং 'কারআতে'র (কুরআন তেলাওয়াত) ক্ষেত্রে 'কুল হুয়াল্লাহ্' (সূরাটি) অতি কষ্টে পড়তে হয়। কেননা এর সঙ্গে সঙ্গেই

মনোযোগ নিবদ্ধ করলে (উর্দ্ধমুখী) বাষ্পোদ্রেক হয়। বন্ধুদের 'গায়েবানা' দোয়া কবুলিয়ত যোগ্য হয়ে থাকে। আ'লী জনাব এ অধমের স্বপক্ষে দোয়া করবেন। শেখ সাহাবুদ্দিন অতি দরিদ্র মানুষ। তার চাকুরী সম্বন্ধে অবশ্যই একটা কিছু চিন্তা-ভাবনা করবেন। পিতা বুড়ো। সে নিজে দুর্বল। ঘরে খাবার নেই। আপনি ইঙ্গিত দিলে তাকে আমি আপনার খিদমতে পাঠিয়ে দিতে পারি। ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত

গেলাম আহমদ (উফিয়া আনহু)

১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯১ইং

পত্র নং ৬৫

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

এ অধম লুধিয়ানার উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্যে প্রতীক্ষায় ছিল। গতকাল মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন সাহেবের চিঠি এসেছে। এতে আপনার সম্পর্কে লেখা ছিল, আপনি এ অধমের কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আজ আমি তাঁকে লিখেছি, 'আপনি প্রথমে সাক্ষাৎ করুন এবং আমার রচিত পুস্তক পড়ুন।' আমি দু'টো পুস্তকই আমার পক্ষ থেকে তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। সম্ভবত তিনি সাক্ষাৎ করবেন। নওয়াব মুহাম্মদ আলী খাঁ সাহেব এ যাবৎ কাদিয়ানে রয়েছেন। তিনি আপনার কথা প্রশংসার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, 'মৌলবী সাহেব প্রণীত 'তাসদীকে বারাহীন' পড়ে আমার অনেক উপকার হয়েছে। কতগুলো জটিল বিষয় এতে সমাধান হয়ে গেছে যেগুলোতে আমার সব সময় খটকা থাকতো।' আপনার সাক্ষাতের জন্য তিনি একান্ত অভিলাষী। আমি তাকে বলেছি, 'এখন তো সময় সংকীর্ণ। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, লুধিয়ানায় এর সুযোগ অবশ্যই বেরিয়ে আসবে।' ইনি একজন সৎ-সাধু নিষ্ঠাবান যুবক। সার্বিকভাবে অবস্থা অতি উত্তম বলে মনে হয়। নামাযে প্রতিষ্ঠিত এবং শিষ্টাচারপরায়ণ, তদুপরি যুক্তিবাদী। ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত

গেলাম আহমদ (উফিয়া আনহু)

১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯১ইং

পত্র নং ৬৬

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজ হাফেয মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের এক পত্র পেলাম, যা আপনার খিদমতে পাঠানো হলো। এ অধমের বিবেচনায় লাহোরে (অনুষ্ঠিতব্য) সভায় যাওয়াতে কোন ক্ষতি নেই। বরং এটির নিরীহ ও নির্দোষ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত দেখা যায়। কিন্তু এ অধম সোমবার ৯ মার্চ সপরিবারে লুধিয়ানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। আর যেহেতু তীব্র শীত, এবং দুই এক দিন পর পর বৃষ্টিও হচ্ছে। আর এ অধমের স্নায়ুবিক রোগের দরুন শীতল বায়ূ ও বৃষ্টি অনেক ক্ষতি ও কষ্টের কারণ হয়, সেহেতু এ অধম কোনভাবেই এরকম অবস্থায় লুধিয়ানা পৌছে শীঘ্রই আবার লাহোর যাওয়ার মত কষ্ট স্বীকার করতে অপারগ। আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ। নিরুপায়। কাজেই সমীচীন হবে, যেন এপ্রিল মাসে কোন তারিখ নির্ধারণ করা হয় এবং বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে কিছু সংখ্যক সূধী ও সকল উলামা ও মাশায়েখকে এতে সমবেত করা হয়। এ অধমও আপনার সমভিব্যহারে উপস্থিত হতে পারে। আশা করি, এপ্রিল মাসে ভাল মৌসুম এসে যাবে। শীতের কষ্ট থেকে আরাম হবে এবং খোদাতাআলা চাইলে এ অধমের শারীরিক অবস্থাও বর্তমানের তুলনায় ভাল হবে। জনাবের নামে যদি চিঠি এসে থাকে তাহলে এ উত্তরই লিখে দিন। ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ (উফিয়া আনহু)

পুণঃ আমার এটাও ইচ্ছা, বিজ্ঞাপনে ও চিঠিতে যেন মিয়াঁ আব্দুল হক (গযনবী) সাহেব ও (লক্ষ্ণৌকে ওয়ালা) মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেবের সাথেও নিষ্পত্তি হয়ে যায় এবং মুবাহালাও হয়ে যায় যাতে (আমাকে) পুনরায় যেতে না হয়।

পত্র নং ৬৭

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আব্দুল হক গযনবীর উত্তর ঃ

মৌলবী আব্দুল জব্বারের জামাতের অন্তর্ভুক্ত মিয়াঁ আব্দুল হক গযনবী সাহেবের পক্ষ থেকে আজ একটি ইস্তেহার (প্রচারপত্র) পেলাম। এতে তিনি তার এসব ইলহাম প্রকাশ করেছেনঃ "এ ব্যক্তি (অর্থাৎ এ অধম) জাহান্নামী', 'সাইয়াস্‌লা নারান যাতা লাহবিন।' 'মাসীলে-মসীহ্' (মসীহ্ সদৃশ) হওয়ার দাবী সে কেন করলো? এ গোনাহ্র দরুন তাকে

দোযখে ছুঁড়ে দেয়া হবে।" এ প্রচার-পত্রটি (তারা) বহুল সংখ্যায় অমৃতসরে বিতরণ করেছে। আশা করি, এর কোন কপি আপনার খিদমতে পৌঁছে থাকবে। এ প্রচারপত্রটি প্রকৃতপক্ষে মৌলবী আব্দুল জব্বার সাহেবের পক্ষ থেকেই লিখিত বলে প্রতীয়মান হয় যা শিষ্যের নামে বের করা হয়েছে। এতে তিনি মুবাহালার জন্যও আবেদন জানিয়েছেন। এটিতে যদিও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যপূর্ণ ও বিদ্রুপাত্মক অনেক শব্দ ভরে দেয়া হয়েছে, তবে আমি সেগুলোকে উপেক্ষা করে আসল প্রশ্নের উত্তর লিখে দিয়েছি।

মুহাম্মদ হুসেন বাটালবীর বিরোধিতা জ্ঞাপক ইচ্ছা প্রকাশ ঃ

মৌলবী মুহাম্মদ হুসেনেরও চিঠি (এ ভাষায়) এসেছিল ঃ "আমি কিছু লিখতে চাই। আমাকে লিখুন আপনি মসীহ্ মাওউদ বলে দাবী করেছেন, কিনা।" প্রকৃতপক্ষে এটাই আমার দাবী। সেজন্য হ্যাঁ-বাচক উত্তর দিয়েছি। আমি আপনার প্রবন্ধের অপেক্ষায় রয়েছি। এবং 'ইযালা আওহাম' পুস্তকের সমাপ্তির জন্যেও প্রতীক্ষায় আছি। আপনি এ যাবতীয় দিকে লক্ষ্য রেখে উত্তর লিখুন। আমি অধিকাংশ সময় অসুস্থ থাকি। প্রায়ই মাথাঘোরা (রোগটি) থাকে। কখনো কখনো মাথাধরার পালা এসে যায়। সেজন্য যথেষ্ট পরিশ্রমের কাজ করা সম্ভব নয়। খোদাতাআলাই ভাল জানেন, এ পুস্তকগুলোর প্রণয়নের কাজ কী করে হয়ে গেল! নচেৎ আমার শরীরিক অবস্থা এর উপযোগী নয়। শাহাবুদ্দিন প্রতীক্ষায় বসে আছে। আপনার ইঙ্গিত হলে তাকে পাঠিয়ে দেই। আপনার পুরো অনুগ্রহ-প্রার্থী ফতেহ্ মুহাম্মদ দীর্ঘ সময় থেকে আশায় প্রতীক্ষারত আছে। তার দিকে নজর দিন। মুহাম্মদ বেগের রোগের অবস্থা কেমন? মৌলবী গোলাম আলী সাহেবের শারীরিক অবস্থা কিরূপ? একদিন কিছু সংখ্যক দুষ্ট লোক এ কথা বলে আমাকে গভীরভাবে মর্মাহত করে দিয়েছিল যে, মৌলবী গোলাম আলী সাহেব কিনা মারা গেছেন। তারপর ফতেহ্ মুহাম্মদের চিঠি আসলে আশ্বস্ত হয়েছি। ওয়াস্সালাম।

বিনীত

গেলাম আহমদ (উফিয়া আনহু)

৯ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯১ইং

পত্র নং ৬৮

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা!

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

জনাবের দু'পাতা লেখার প্রতীক্ষা রয়েছে যাতে 'ইযালা আওহাম' পুস্তকের পরিশিষ্টে ছেপে প্রকাশিত হয়। শোনা যাচ্ছে, অমৃতসরের গযনবী মৌলবী সাহেবরা অনেক শোরগোল করেছে। এ খবরও শুনেছি, প্রিয় ভ্রাতা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের চিঠির উত্তরে মৌলবী মুহাম্মদ সাহেবের পুত্র লক্ষ্ণৌ নিবাসী মৌলবী আবদুর রহমানের নিজের কিছু ইলহাম লিখে পাঠিয়েছেন। হামেদ আলী সে সব ইলহাম শুনে এসেছে। তবে সেগুলো তার স্মরণ নেই। সেগুলোতে এ রকম শব্দাবলী রয়েছে ঃ 'যাল্লু ওয়া আযাল্লু'। আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব যদি জনাবকে সেগুলো জানিয়ে থাকেন তাহলে আমাকে তা অবহিত করুন।

নওয়াব মুহাম্মদ আলী খান সাহেবের আগমন ঃ

কয়েক দিন হলো কোটলার রঈস নওয়াব মুহাম্মদ আলী খান সাহেব কাদিয়ান এসেছেন। তিনি একজন সুষ্ঠু চিন্তা-ভাবনা সম্পন্ন সচ্চেতা যুবক। দৃঢ় ও স্থির চিত্ত ব্যক্তি। প্রবেশিকা (বর্তমান এস, এস, সি–অনুবাদক) পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষিতও বটে। আমার পুস্তকাবলী পড়ে একটুও সন্দেহ-সংশয় পোষণ করেন নি। বরং ঈমানের শক্তিতে উন্নতি লাভ করেছেন। অথচ তিনি প্রকৃতপক্ষে শিয়া মাযহাবের অনুসারী, কিন্তু শিয়াদের আজে বাজে ও অসঙ্গত বক্তব্য ও বিশ্বাস সবই পরিত্যাগ করেছেন। সাহাবার সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে সুধারণা পোষণ করেন। সম্ভবত আরও দু'দিন এখানে অবস্থান করবেন। মির্যা খোদা বখ্শ সাহেব তাঁর সঙ্গেই আছেন। আলহামদুলিল্লাহ্, এ ব্যক্তিকে অতি স্থিরচিত্ত বলে দেখতে পেয়েছি। স্বভাবত একজন সাহসী ব্যক্তি তিনি।

সাহাবুদ্দীনের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত? এ অধম দশ দিন নাগাদ লুধিয়ানা যাবে। আমার সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু সংখ্যক ব্যক্তি আমার (প্রণীত) পুস্তকগুলো পাঠ করে বড়ই ইস্তেকামত ও দৃঢ়তার পরিচয় দিচ্ছেন। এখন এঁরা সবাই আমাকে শত শত বার (আমার প্রতি) অবতীর্ণ এ ইলহামটির প্রতীক সাব্যস্ত করছেন ঃ "ইয়া ঈসা ইন্নি মুতাওয়াফ্ফীকা ওয়া রাফিউকা ইলাইয়া ওয়া জায়িলুল্লাযী নাত্তাবাউকা ফওকাল্লাযীনা কাফারু ইলা ইওমিল কিয়ামাহ্" (–"হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দেব ও আমার দিকে তোমাকে সম্মান ও মর্যাদায় উন্নীত করবো এবং তোমার অনুসারীদেরকে তোমার অস্বীকারকারীদের ওপর কিয়ামত দিবস অবধি প্রাধান্য দান করবো'–অনুবাদক)। এখন থেকেই যুক্তিগত দিক দিয়ে প্রাধান্য লাভ এভাবে সুস্পষ্ট যে তারা যখন বিরুদ্ধবাদীদের সামনা-সামনি হয়ে বক্তৃতা করেন তখন তাদেরকে (অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীদেরকে) নিরুত্তর হতে হয়। ওয়াস্সালাম।

বিনীত

গেলাম আহমদ (উফিয়া আনহু)

১২ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯১ইং

[চলবে]

অনুবাদক ঃ

মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

মুরব্বী সিলসিলা

প্রেক্ষাপট পঞ্চম খেলাফত

খেলাফত নির্বাচনের পূর্বে দেখা সুসংবাদবাহী স্বপ্নগুলি

(৩য় কিস্তি)

আল্লাহ্তাআলা আয়াতে ইস্তেখ্লাফে মু'মিনদেরকে এ সুসংবাদ দিয়েছেন, যত দিন তারা সৎকর্মের উচ্চ মানদন্ডকে প্রতিষ্ঠিত রাখবে, ততদিন তিনি তাদেরকে খেলাফতের পুরস্কার দান করবেন। এ আয়াতে এই বিষয়ের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে, খলীফা স্বয়ং আল্লাহতাআলা নির্বাচন করবেন। যদিও মু'মিনদেরকে সম্মানসূচক এ সুযোগ দেয়া হয়, যেন নির্বাচনের সময় তারা তাদের নিজস্ব রায় প্রকাশ করে। কিন্তু এ বিষয়ে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নেই, ঐ সময় মু'মিনদের হৃদয় আল্লাহ্তাআলার ঐশী হস্তক্ষেপের ফলশ্রুতিতে ঐ ব্যক্তিকেই নির্বাচন করে, যাকে মুলতঃ খোদাতাআলা পূর্ব থেকেই নির্বাচন করে রেখেছেন।

মু'মিনদের জামাতের প্রতি এটাও আল্লাহ্তাআলার অনুগ্রহ, তিনি তাদের হৃদয়ের প্রশান্তি ও ঈমানকে বৃদ্ধির জন্য সময়ের পূর্বেই কোন কোন মু'মিন পুরুষ, মহিলা এমন কি বাচ্চাদেরকেও এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে স্পষ্টভাবে বা ইঙ্গিতে জানিয়ে দেন। যাতে এই খোদায়ী তাকদ্বীর প্রকাশের পর তারা এ বিষয়ে সাক্ষী হয় ও এটা অন্য মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়। আর ঐ সৌভাগ্যশালী লোকদের রীতিও সর্বদা এটা হয়, তারা খোদাতাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এই বিষয়কে কখনও সময়ের পূর্বে সর্বসাধারণের কাছে বলে বেড়ান না। বরং এটাকে একটা পবিত্র আমানত মনে করে নিজের বুকের মাঝে বা নিজের একান্ত আপনজন কয়েক ব্যক্তির মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখেন। আর এটাই সঠিক রীতি।

পঞ্চম খেলাফতের বরকত মন্ডিত যুগের সূচনার পূর্বেও আল্লাহ্তাআলা নিজ ফযল ও অনুগ্রহে শত শত পুরুষ, মহিলা ও বাচ্চাকে পঞ্চম খলীফার ব্যাপারে সুস্পষ্ট স্বপ্ন দেখিয়েছেন। এর মধ্য থেকে নমুনা স্বরূপ নির্বাচিত ৪০টি ঈমান বর্ধক স্বপ্নের ঘটনা জামাতের সদস্যদের খেদমতে তুলে ধরছি।

(একুশ)

মুখে তিল, আঙ্গুলে কাল দাগ দেখলাম

মোকাররমা আরশাদ বেগম সাহেবা, মারীদ, জেলা শেখুপুরা। এক চিঠিতে বর্ণনা করেন–

"হুযূর (রাহেঃ) এর মৃত্যুর তৃতীয় রাত্রে স্বপ্নে দেখি দু'টি গাড়ি যাচ্ছে। পিছনের গাড়িতে আমি বসা ছিলাম। হঠাৎ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) গাড়িতে আমার সামনে আসলেন। তাঁর একটি ঝলক আমার দৃষ্টিতে আসলো। গাড়িতে আরও লোক বসা ছিল। হুযূর (রাহেঃ) একজনের উপর হাত রাখলেন। আর বল্লেন, আমার পরে তাকে খলীফা নির্বাচিত করা হবে। যখন ঐ লোকের দিকে দৃষ্টি দিলাম তখন তাঁর মুখে একটি তিল দেখতে পেলাম। এটা ছাড়াও বাহাতের ছোট আঙ্গুলে একটি কাল চিহ্ন দেখলাম। যখন আপনি খেলাফতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হলেন আর দোয়া করছিলেন, তখন আমি চিনে গেলাম ঐ ব্যক্তি তিনি, যাঁকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। যে চিহ্ন আল্লাহ্তাআলা আমাকে দেখিয়েছিলেন সে চিহ্ন সেই জায়গাতেই অর্থাৎ হাত ও চেহারাতে দেখতে পেলাম। এ দৃশ্য দেখে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি আর আল্লাহ্তাআলার কৃতজ্ঞতা আদায় করেছি।"

(বাইশ)

মির্যা মাসরূর আহমদ জিন্দাবাদ

আমেরিকা থেকে মোকাররম শের আলী খান বাশারত সাহেব (ইবনে সুবেদার আব্দুল গফুর খান সাহেব টুপি) হুযূর (আইঃ) এর নিকট ২৪ জুন ২০০৫ ইং প্রদত্ত পত্রে লিখেন–

"হুযূরের খেলাফতের সুসংবাদ স্বয়ং খোদাতাআলা আমাকে দিয়েছিলেন।

খেলাফত নির্বাচনের কিছুক্ষণ পূর্বে আমার তিন (৩) বার তন্দ্রা এসেছে। প্রথমবার যখন চোখ খুললো তখন আমার মুখে এ শব্দ ছিল, মাসরূর আহমদ। দ্বিতীয়বার মির্যা মাসরূর আহমদ। তৃতীয়বার শব্দ ছিল মির্যা মাসরূর আহমদ জিন্দাবাদ। এটা যদি খোদাতাআলার তাকদীর না হয় তাহলে এমন হলো কেন? আমারতো খেলাফতের পূর্বে কখন হুযূরের সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। আর এমন কোন সম্পর্কও ছিল না যাতে এ নাম স্মরণ থাকতে পারে। এটা শুধুমাত্র খোদাতাআলার এই খেলাফত নির্বাচনের উপর পূর্ব থেকে একটা মোবারকবাদ ছিল। আর সব ধরনের সংশয় ও সন্দেহ দূরীকরণের ব্যবস্থাপত্র ছিল।"

(তেইশ)

আপনার চেহারা আলোয় আলোকিত হয়ে গেল

মোকাররম নঈম আহমদ সাহেব ওয়ারাইচ, মিশনারী ইনচার্জ হল্যান্ড। ২ জুন ২০০৫ এর চিঠিতে হুযূর (আইঃ) কে লিখেন–

"পঞ্চম খলীফার নির্বাচনের একদিন পূর্বে খাকসার ফজর নামাযের পর শুয়েছি। তখন এমন একটি দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো যা জীবনে কখনও হয়তো ভুলতে পারবো না। হুযূর (আইঃ) ও মোহতরম সাইয়্যিদ খালিদ আহমদ সাহেব শাহ আপনারা দু'জন দাড়িয়ে আছেন। আসমান থেকে এক অতি উজ্জ্বল সাদা আলোক রশ্মি হুযূর (আইঃ)-এর চেহারা মোবারকে পতিত হচ্ছে। আর আপনার চেহারা আলোয় আলোকিত হয়ে গেল। এরপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল জামাতে আহমদীয়ার পঞ্চম খলীফা হযরত মাসরূর আহমদ সাহেব।"

আজ হুযূর (আইঃ)-এর চেহারা মোবারক যেমন, আসমান থেকে আলো পতিত হবার পর ঠিক এমনই দৃশ্য ছিল।

(চব্বিশ)

আলোক রশ্মি ঘোরতে ঘোরতে আপনার চেহারায় মিলিয়ে গেল

মোকাররম মাসউদ আহমদ সাহেব মোবারক ড্রাইভার নাযারত উমুরে আমা রাবওয়াহ্। হুযূর (আইঃ)-এর নিকট প্রেরিত এক চিঠিতে লিখেন–

"হুযূর! খাকসার এপ্রিল ২০০৩ এ একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম, যেটা আমার মা ও কয়েকজন বন্ধুর নিকট বর্ণনা করেছি। এ স্বপ্ন আমি আপনি খলীফা হবার দশ পনের দিন পূর্বে দেখেছি।

স্বপ্নে দেখেছি, আমি আপনার সাথে সদর আঞ্জুমানের দপ্তরে, যেটা নতুন দপ্তর বানানো হয়েছে সেটার পূর্বদিকে দাড়িয়ে আছি। আপনার চেহারা মোবারক পূর্বদিকে আর আমার চেহারা পশ্চিম দিকে ছিল। আপনি প্যান্ট, শার্ট ও জিন্না টুপি পড়া ছিলেন। আপনি আমার সাথে কোন কথা বলছিলেন। আমি আপনার সাথে মুখ উপরে তুলে কথা বলছিলাম। কেননা আপনার কাঁদ অনেক লম্বা ছিল। আমি স্বপ্নেই ভাবছিলাম আপনার কাঁদ তো লম্বা নয়! আমি এটা ভাবছিলাম, তখন আসমানে একটা সাদা রশ্মি চমকাচ্ছিল, ধীরে ধীরে এটা নিচের দিকে আসছিল। ফুটবলের ন্যায় গোল হয়ে এটা ঘোরতে ঘোরতে আপনার চেহারায় মিলিয়ে গেল। দ্বিতীয়বার আকাশে সাদা রশ্মি চমকাচ্ছিল আর পূর্বের ন্যায় একইভাবে আপনার চেহারায় মিলিয়ে গেল। এর সাথেই আমার চোখ খুলে গেল। এটা ছিল ফজরের আযানের সময়।"

(পঁচিশ)

এখন মাসরূরকে বল

মোকাররম মোহাম্মদ সফীর রানা সাহেব, জার্মানী। বর্তমানে লন্ডন। তিনি তার স্ত্রী মোকাররমা তাহেরা রানা সাহেবার একটি স্বপ্ন বর্ণনা করেন।

"একটি বড় মাঠ। এতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (রাহেঃ) লোকদের একটি অনেক বড় সমাবেশে উপস্থিত আছেন। কিন্তু সব লোক চিন্তিত। কারণ বুঝতে পারলাম না। দৃশ্য পরিবর্তন হচ্ছে। লোকেরা নামাযের জন্য লাইন ঠিক করছে। মনে হলো হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) নামায পড়ানো শুরু করেছেন। কিন্তু যখন নামায শুরু হলো তখন আওয়াজ থেকে বুঝতে পারলাম ইমাম অন্য একজন। কিন্তু তিনি কে? বুঝতে পারলাম না। নামাযের পর হুযূর এক চৌকিতে আসন গ্রহণ করলেন। যার নিচে এক পরিষ্কার পানির ঝর্ণা বইছিল। হুযূরের খেদমতে সালাম নিবেদন করলাম; আর হুযূর অনেক মহব্বতের সাথে উত্তর দিলেন। আবেদন করলাম, আমার বাচ্চার জন্য দোয়া করবেন যেন খোদাতাআলা তাঁর ফযলের উত্তরাধিকারী বানান। এতে হুযূর (রাহেঃ) তাঁর ডান হাত বাচ্চার দিকে দিয়ে বললেন–"এখন মাসরূরকে বল।" তারপর চোখ খুলে গেল। হুযূর খোদা সাক্ষ্য এর পূর্বে কখনও আপনাকে আমার দেখার সুযোগ হয়নি।"

(ছাব্বিশ)

নতুল খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ নির্বাচিত হয়েছেন

মোহতরম আমাতুল লতিফ যেরভী সাহেবা (ডাঃ করীম উল্লাহ্ সাহেব যেরভীর স্ত্রী) নিউ জার্সি, আমেরিকা। ১৪ নভেম্বর ২০০৫ এর চিঠিতে লিখেন–

"হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (রাহেঃ) ১৯ এপ্রিল ২০০৩ এ মৃত্যু বরণ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। পরের দিন ২০ এপ্রিল ভোরে ফজরের নামায পড়ে, দ্বিতীয়বার যখন শুইলাম তখন নিদ্রা এসে গেল। স্বপ্নে দেখলাম নতুন খলীফার নির্বাচন হচ্ছে। আর এলান (ঘোষণা) হলো নতুন খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ নির্বাচিত হয়েছেন। এরপর চোখ খুলে গেল। সকালে এ স্বপ্ন আমি আমার স্বামী ডাঃ করীম উল্লাহ যেরভী কে শুনালাম। পরে দিনের বেলা যখন আমার ছোট ভাই আতাহার মালেকের ফোন আসলো তখন তাকেও স্বপ্নটি শুনালাম।

(সাতাশ)

কানে শব্দ আসলো মাসরূর, মাসরূর, মাসরূর

মোকাররম জামাল উদ্দিন সাহেব, মডেল কলোনী, করাচি। ৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ সালের চিঠিতে লিখেন–

"হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)এর মৃত্যুতে হৃদয় বড়ই ভারাক্রান্ত ছিল। আমি খোদার সমীপে কেঁদে কেঁদে দোয়া করছিলাম, হে খোদা! তুমি তোমার ফযল দ্বারা খেলাফত নির্বাচন সম্পন্ন কর। পরের দিন তাহাজ্জুদ পড়ে মিনতি করছিলাম, হে খোদা! তুমি ফযল কর। তখন কানে তিনবার শব্দ আসলো মাসরূর, মাসরূর, মাসরূর। আমি শুনে আলহামদুলিল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্ খুব জোরে পড়ছিলাম। আমার স্ত্রী তখন জীবিত ছিলো। সে বললো, কি হয়েছে? আমি তাকে ঘটনা বললাম। সে শুনে বললো, খুবই বরকতমন্ডিত ঘটনা। প্রিয় হুযূর! আমি ঐ সময় আপনার নাম জানতাম না।"

(আটাশ)

মিয়া মাসরূর তোমার হাত দাও, আমি তোমাকে আংটি পড়িয়ে দিব

মোকাররম মঞ্জুর আহমদ সাহেব, পিতা মোকাররম নাসির আহমদ সাহেব, কোয়েটা, পাকিস্তান। ৭ জুন ২০০৩ এর চিঠিতে হুযূর (আইঃ) কে লিখেন–

"এই অধম হুযূর (আইঃ) এর খেলাফতের আসনে সমাসীন হবার এক রাত পূর্বে যে স্বপ্ন দেখেছি সেটা লিখতে চাচ্ছি। যা এ বিষয়ের জ্বলন্ত প্রমাণ-খলীফা খোদা বানিয়ে থাকেন।

২১ এপ্রিল সোমবার, ২০০৩ সালের রাতে আমি স্বপ্নে দেখি, হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহেঃ) নামায পড়িয়ে, জায়নামায থেকে উঠে একটা বিছানার চাদরে বসে বলছেন–

"মিয়া মাসরূর তোমার হাত দাও, আমি তোমাকে আংটি পড়িয়ে দিব।" এরপর হুযূর (রাহেঃ) আপনার ছোট আঙ্গুলে আংটি পড়িয়ে দিলেন। সকালে উঠে আমাদের ঘরে যত লোক ছিল সবাইকে ঘটনাটি শুনাই। এতে আমাদের পরিবার ও খান্দানের অনেক সদস্য আমার স্বপ্নের সাক্ষি হয়ে যায়। এতে রয়েছেন আমার সম্মানিত পিতামাতা, আমার স্ত্রী, আমার ছেলে মাহফুজ বশীর আহমদ, বড় ভাই তাহের আহমদ সাহেব, তাঁর বাচ্চা ও তাঁর স্ত্রী মোহতরমা কুদসীয়া তাহের সাহেবা।

আল্লাহ্তাআলার ফযল ও দয়ায় এ স্বপ্ন ২২ এপ্রিলে পূর্ণ হয়। যা সমস্ত জগৎ ৩টা ৪০ মিনিটে প্রত্যক্ষ করেছে ও শুনেছে। আলহামদুলিল্লাহ আলা যালিক।"

(উনত্রিশ)

লোকেরা সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবকে ভোট দিচ্ছে

মোকাররম মাহমুদ দাউদ বাট্টি সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্, জেলাঃ সাংঘড় লিখেন–

"আমাদের ফতেহ্পুর জামাত, জেলা-সাংঘড়-এর এক বন্ধু মোকাররম মাকসুদ আহমদ সাহেব খেলাফত নির্বাচনের পূর্বে দেখেছেন, লোকেরা সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবকে ভোট দিচ্ছে। কিন্তু তিনি বলছেন, আমি তো খুবই দুর্বল। ঐ সময় তার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

(ত্রিশ)

মাসরূরের নির্বাচন হয়ে গেছে

মোকাররমা বুশরা আব্বাস সালমান সাহেবা, ওন্টারিও কানাডা থেকে হুযূর (আইঃ) কে চিঠিতে লিখেন–

"আমার এক ভাবির নাম মুবাশ্বেরা। তিনি আমেরিকার রাচিস্টারে বসবাস করছেন। তিনি স্বপ্নে দেখেছেন, তার ফুফুজান, যার নাম আয়েশা। তিনি তাকে স্বপ্নে বলছেন, মুসলিমের পুত্র উমরকে বলে দাও, মাসরূরের নির্বাচন হয়ে গেছে। মুসলিম আমার বড় দুলা ভাই। আর উমর তার ছেলে। সে নরওয়ে জামাতের সদস্য। এভাবে খোদাতাআলা আরও অনেকের হৃদয়ে পূর্বেই প্রোথিত করে দিয়েছিলেন আপনিই আমাদের খলীফা হবেন। এটা থেকে আমাদের ঈমানও মজবুত হচ্ছিল। শুকরিয়া আদায় করছি আল্লাহ্তাআলার, যিনি প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদেরকে দেখাচ্ছেন, এই জামাত খোদার জামাত।"

মূল ঃ মোহতরম আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব, ইমাম মসজিদ ফযল লন্ডন

অনুবাদ-
মাওলানা শাহ মুহাম্মদ নূরুল আমীন

আহমদীয়ত

মূল ঃ কাযী মোহাম্মদ নাযির সাহেব ফাযেল
নাযের তসনীফ ও ইশাআত লিটারেচার, রাবওয়া

(দশম কিস্তি)

আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পরও মুসলমানরা ইংরেজ সরকারকে একটি কল্যাণ বলে মনে করতো এবং ঐশী ছায়া (যিল্লে ইলাহী) বলে জানতো। অতএব **মাওলানা যাফর আলী খান তার 'যমীনদার' পত্রিকায় লেখেন ঃ**

"যমীনদার ও এর কর্মকর্তারা বৃটিশ সরকারকে খোদার ছায়া মনে করে আর এর রাজকীয় অনুগ্রহ এবং রাজকীয় ন্যায়বিচারকে নিজেদের মনের আকাঙ্ক্ষা এবং অন্তরের বিশ্বাস অনুযায়ী যথেষ্ট মনে করতে থেকে নিজেদের সদাশয় সরকারের মাথার এক ফোঁটা ঘামের বদলে নিজেদের বুকের রক্ত ঢেলে দিতে প্রস্তুত আর এটাই হিন্দুস্তানের সব মুসলমানের অবস্থা (যমীনদার, ৯ নভেম্বর, ১৯১১)।

আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস এ সময়ে মাওলানা যাফর আলী খানের এ উক্তি সর্বৈব সত্য ছিল, কপটতাসুলভ ছিল না। তিনি ইংরেজদের সাথে কলহ বিবাদ অনেক পরে জন্ম নিয়েছে।

পঞ্চম জর্জের রাজত্বকালে ইংরেজ সরকারের প্রসঙ্গে তার এ ধারণাই ছিল। আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা ২৭শে মে, ১৯০৮ সনে ইন্তেকাল করেন। যেহেতু তিনি (আঃ) তাঁর যুগের আলেম ও রাজনৈতিক নেতাদের মত ইংরেজদের সাথে জেহাদ নিষিদ্ধ এ ফতওয়া প্রসঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করতেন আর এ ফতওয়ার আলোকে ইংরেজদের শুভাকাঙ্ক্ষী ও মঙ্গল কামনা করা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য ছিল তাই তিনিও ইংরেজদের সাহায্য ও সমর্থন করেছেন আর ইংরেজদেরকেও মুসলমানদের সাথে অনুগ্রহের আচরণ করার তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন।

এ যুগে শিয়াদের গবেষক সাইয়্যেদ আলী উল হায়েরীও সরকারের ন্যায়পরায়ণতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতাকে দৃষ্টান্ত বিহীন আখ্যায়িত করেন এবং প্রত্যেক শিয়াকে তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দেন যেন তাদের সাথে এ অনুগ্রহের প্রতিদানে আন্তরিকতার সাথে বৃটিশ সরকারের কৃতজ্ঞতা ও শোকরগুযারী করা হয়। কেননা, ইসলামে পয়গম্বর (সঃ) নওশেরওয়াঁ বাদশাহ্‌র ন্যায়বিচারের শাসনামলের কথা গর্বের সাথে বর্ণনা করতেন (মাওয়াযাহ্ তাহরীফ কুরআন পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮) প্রকাশক ইয়ংম্যান সোসাইটি খাযাগান নারওয়ালী, লাহোর)।

মৌলভী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালভী সাহেব তো এতটা লিখেছেন ঃ

"রোম সম্রাট একজন মুসলমান। কিন্তু সাধারণ নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দিক থেকে (বিশেষ করে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে) ও আমাদের মুসলমানদের জন্যে বৃটিশ সরকারও কম গর্বের কারণ নয়। আর বিশেষ করে আহলে হাদীসের জন্যে এ সরকার নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার দিক থেকে আরও গৌরবের অধিকারী" (ইশাআতুস্ সুন্নাহ্, নম্বর ১০, খন্ড, ৬ পৃষ্ঠা ২৯২)।

অতএব আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার ওপর ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে মৌলভী আবুল হাসান সাহেবের অভিযোগ উত্থাপন করা সঠিক নয়। কেননা, আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার জীবদ্দশায় ইসলামের আলেমগণ তাঁর (আঃ) এ পদ্ধতির ওপর যে, তিনি ইংরেজদের কল্যাণকামী ও সমর্থনকারী এবং তাদের বিরুদ্ধে তাঁর জিহাদ না করার কোন অভিযোগ ছিল না।

শিখদের নির্যাতন থেকে ইংরেজ কর্তৃক পাঞ্জাবের মুসলমানদের মুক্তিদান

আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা ইংরেজদের প্রশংসা এ জন্যেও করেছেন যে, তারা পাঞ্জাবের মুসলমানদেরকে শিখদের নির্যাতন থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আসল কথা এই, শিখেরা পাঞ্জাব থেকে মোঘল শাসনের সমাপ্তি ঘটিয়ে মুসলমানদের কেবল দাসই বানিয়ে রাখেনি বরং তাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকেও ধ্বংস করে। যেসব মুসলমান শিল্প কারখানার অধিকারী হওয়ার কারণে স্বচ্ছল ছিল তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিল। আর মুসলমান জায়গীরদারদের জায়গীর ছিনিয়ে নিয়েছিল। এতে হযরত মির্যা সাহেবের পরিবারও অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিখ রাজত্বকালে মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতাও ছিল না। কোন মুসলমানের মসজিদে আযান দেয়ার অনুমতি ছিল না। মুসলমানদের মসজিদগুলোকে আস্তাবলে পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছিল। মাদ্রাসা ও ওয়াক্‌ফকৃত স্থানগুলো বিরান হয়ে গিয়েছিল। জাতীয় সত্তা শিখদের করুণা ও কৃপার পাত্র হয়ে পড়ে ছিল। মুসলিম মহিলাদের শক্তি প্রয়োগে লজ্জাসম্ভ্রম বিনষ্ট করা শিখদের সমাজে বড়ই প্রশংসাযোগ্য কীর্তি বলে গণ্য করা হতো।

আজও শাহী মসজিদের কাছে রণজিৎ সিং-এর ছোট মন্দিরের সংযোজনী শিখদের মন-মনসিকতার এক ঐতিহাসিক প্রমাণ। মুসলমানরা সে সময় যেন একটি জলন্ত চুলায় অবস্থান করছিলো। ইংরেজরা যখন ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবে শিখদের পরাস্ত করেন তখন ইংরেজরা মুসলমানদের শাসন ছিনিয়ে নেয়নি বরং মুসলমানদের শত্রু শিখদের কাছ থেকে শাসন ছিনিয়ে নিয়েছিল এবং মুসলমানদেরকে 'মেহমাডান পারসনাল ল' দিয়ে ধর্মীয় স্বাধীনতায় ভূষিত করেছিল। দেশে নৈরাজ্য ও অরাজকতার জায়গায় একটি শক্তিশালী আইনানুগ সরকার প্রতিষ্ঠা করে দেয়। ওয়াক্‌ফকৃত স্থান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পুনরায় জীবিত হতে লাগলো। ধর্মীয় শিক্ষার ওপর থেকে বাধা নিষেধ রহিত করে দেয়া হলো। ফলে পাঞ্জাবের মুসলমানরা, যারা এক সময় পর্যন্ত শিখদের নির্যাতন ও অত্যাচারের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিলো এখন তারা ইংরেজ শাসনাধীনে হাফ ছেড়ে বাঁচলো। আর ইংরেজ সরকারকে একটি আশিস মনে করলো। এমতাবস্থায় হযরত মির্যা সাহেব যদি ইংরেজদের বিরোধিতা করতেন তাহলে এমন আচরণ শিখ স্বৈরাচারের সাহায্য ও সমর্থনের নামান্তর হতো।

অতএব ইংরেজ সরকারের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং তাদের সমর্থন ও কল্যাণ কামনার বক্তব্য বিষয়টি মৌলভী আবুল হাসান নদভী সাহেবের এ প্রেক্ষাপট ও ঐতিহাসিক সত্যতার আলোকে পাঠ করা উচিত ছিল।

আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা

এটা বলাও খুবই জরুরী, আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা জানতেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা আট শ' বছর পর্যন্ত মুসলমানদের শাসনাধীনে থাকার পর এখন জাগ্রত হচ্ছে আর মুসলমানরা অধঃপতনের যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে প্রত্যেক বিজয়ী জাতি কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিতে নিয়োজিত হয়ে যায়। পরবর্তী ঘটনাগুলো এ কথাই প্রমাণিত করে দিয়েছে। হিন্দুদের মাঝে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিলো। সে সময় ইংরেজরা হিন্দুস্থানকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত হয়ে গেলে এর ফল এই দাঁড়াত, দেশে হিন্দুদের একটি চরমপন্থী শাসন প্রতিষ্ঠিত হতো যা তাদের আটশ' বছরের শাসনের বদলা নেবার জন্যে মুসলমানদেরকে তাদের প্রতিশোধের লক্ষ্যস্থল বানাতো আর সেই শাসন আজকের ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষ সরকারের নামে যে সরকার এর চেয়েও ভয়ানক ক্ষতির সরকার বলে প্রমাণিত হতো। বিগত ২৪ বছর ধরে ভারতে মুসলমানদের সাথে যে আচরণ করা হচ্ছে তা আবুল হাসান নদভী সাহেবের দৃষ্টির অগোচরে থাকার কথা নয়। ------অতএব হযরত মির্যা সাহেবের (আঃ) যুগে ইংরেজ যদি হিন্দুস্তান ছেড়ে যেত তাহলে মুসলমানদের বেলায় কেবল শাসক পরিবর্তন হতো। ইংরেজ যেতো তো এর চেয়ে ঘোরতর শত্রু হিন্দু শাসক এসে যেতো। তাই আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার সময়কার প্রত্যেক দরদী মুসলমান ভীত ছিলেন যে, এমতাবস্থায় ইংরেজ হিন্দুস্তান ছেড়ে গেলে তা মুসলমানদের জন্যে ক্ষতির কারণ প্রমাণিত হবে। হিন্দুদের যে উগ্র মন-মানসিকতা কায়েদে আযমকে কংগ্রেস থেকে পৃথক হতে বাধ্য করেছিল সেই হিন্দু মন-মানসিকতার সুস্পষ্ট জ্ঞান আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার ছিল। আর সে সময়কার মুসলিম নেতৃবৃন্দেরও তা জানা ছিল।

পাকিস্তান সৃষ্টিতে জামাতে আহমদীয়ার ইমামের (রাঃ) ভূমিকা

পাকিস্তানের ধ্যান-ধারণা তো আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পরে জন্ম নিয়েছিল। অবশ্য যখন পাকিস্তানের সুস্পষ্ট ধারণা সামনে এসে গেল তখন আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার শিক্ষার আলোকেই জামাতে আহমদীয়া সম্ভাব্য সব রকম আইনানুগ পন্থায় মুসলমানদের এ দাবীর প্রতি সমর্থন দেয় এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় এমন চেষ্টা-সাধনা করে যে, জামাতে আহমদীয়ার বিশ্ব ইমাম যদি সেই চেষ্টাপ্রচেষ্টা না করতেন তাহলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব মাঝ পথে বিলুপ্তির পথে পড়ে গিয়েছিল আর কি। **এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এরকম ঃ** ইংরেজ ও হিন্দুরা চাচ্ছিল যেন পাকিস্তানের সৃষ্টি না হয়। আর ইংরেজরা তাদের দায়-দায়িত্ব হিন্দুদের ওপর ছেড়ে দিয়ে হিন্দুস্তান থেকে চলে যায়। কায়েদে আযম কংগ্রেস থেকে আলাদা হয়ে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ চেষ্টায় রত ছিলেন যেন হিন্দুস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় পৃথক পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দেয়া যায়। হিন্দুরা কোন ভাবেই তা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। হিন্দু মুসলিম ঐক্যের জন্যে বিলেত থেকে মন্ত্রী পর্যায়ের মিশন এলো। কিন্তু ঐক্য সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়ে তারা ভাইসরয়ের (অর্থাৎ রাণীর প্রতিনিধিত্ব) কাছে সুপারিশ করে যেন অস্থায়ী সরকার গঠন করে দেয়া হয়। এ মিশনের সুপারিশক্রমে ভাইসরয় কংগ্রেসী হিন্দুদের মাঝ থেকে অধিকাংশ আর মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের মাঝ থেকে কয়েকজনকে অস্থায়ী সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু কংগ্রেস এসেমব্লিতে যোগ দিতে তো রাজী হয় অথচ অস্থায়ী সরকারকে বয়কট করে। এমতাবস্থায় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এখন ইংরেজদের মুসলিম লীগের ওপর সরকারী দায়িত্ব ন্যস্ত করা উচিত ছিল। কিন্তু তারা চালাকী করে পন্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরুকে সরকার গঠন করার আমন্ত্রণ জানায়। এতে কায়েদে আযম প্রতিবাদস্বরূপ একে বয়কট করেন। এ সময় জামাতে আহমদীয়ার ইমাম হযরত মির্যা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ আল্লাহ্‌তাআলা কর্তৃক পথ নির্দেশনা ও হেদায়াত পেয়ে অনুভব করেন, মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে যদি বয়কট অব্যাহত থাকে তাহলে পাকিস্তান অস্তিত্ব লাভ করতে পারবে না বরং ইংরেজ হিন্দুদের হাতে সরকারী দায়িত্বভার অর্পণ করে চলে যাবে। তাই তিনি দিল্লী চলে যান আর মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও কায়েদে আযমকে অস্থায়ী সরকারে যোগ দেয়ার জন্যে প্রস্তুত করেন নচেৎ পাকিস্তানে অস্তিত্বে আসতে পারবে না। কায়েদে আযম ও মুসলিম নেতৃবৃন্দ এ বিপদ সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি করেন। কিন্তু বয়কট করার পর স্বেচ্ছায় অস্থায়ী সরকারে যোগ দেয়া তাদের মর্যাদা বিরুদ্ধ হওয়ার এ বাধা অতিক্রম করা তাদের জন্যে কঠিন ছিল। এরপর আহমদী জামাতের বিশ্ব ইমামের প্রচেষ্টায় ভাইসরয় ঘোষণা করে দেন, অস্থায়ী সরকারে যোগদান করার জন্যে মুসলিম লীগের এখনও সুযোগ রয়েছে। অতএব এ ঘোষণার পর পরই মুসলিম লীগ অস্থায়ী সরকারে যোগ দেয় আর আল্লাহ্‌তাআলার পথ নির্দেশনার আশিস ও অনুগ্রহে জামাতে আহমদীয়ার বিশ্ব ইমামের সময়োপযোগী চেষ্টায় পাকিস্তান সরকার অস্তিত্ব লাভ করে। ফাল হামদুলিল্লাহি আলা যালিক (এর জন্যে সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র)।

পাকিস্তানের সমর্থনে আহমদী জামাতের এ চেষ্টাপ্রচেষ্টা কোন বিশ্বস্ত ও পুণ্যবান ঐতিহাসিক অস্বীকার করতে পারে না। অতএব **পাকিস্তান সৃষ্টির জন্যে সে সময় মুসলমানদের যে জিহাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এতে আহমদী জামাতের বিশ্ব ইমাম একজন সত্যিকারের মুসলমানের ন্যায় খুবই প্রভাবশীল দায়িত্ব পালন করেন।**

(চলবে)

অনুবাদ

আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

আমরা তোমাকে ভুলবো না

হযরত মৌল ভী মোহাম্মদ হোসেন কোরাইশী (রাঃ) । তিনিই উকিল দৌলত খা সাহেবের ঔষধের পার্শ্বেলের সাথে আহমদীয়াতের পয়গাম পাঠান । ছবিতে স্টার চিহ্নিত ।

প্রকৃতির লীলা খেলায় পাখিরা নীল আকাশে উড়ে বেড়ায়। ঋতু পরিবর্তনে জীবন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য দেশ হতে দেশান্তরে ছুটে যায়। আমাদের দেশে শীতে সুদূর সাইবেরিয়া থেকে শীতের অতিথি পাখিরা আতিথেয়তা গ্রহণে চলে আসে। ফলে ঋতু পরিবর্তনের সাথে বিভিন্ন রূপে প্রকৃতি হয়ে উঠে অপরূপ মোহনীয়। বসন্তে কোকিলের সুমধুর কুহুতান মানব মনকে আনন্দিত ও পুলকিত করে তুলে। প্রাণে দুলা দেয়। প্রাচীনকালে রাজা বাদশারা পায়রা বা টিয়া পাখিকে দিয়ে প্রয়োজনীয় বার্তা দূর-দূরান্তে প্রেরণ করতেন। এখনও শ্বেত কপোত উড়িয়ে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা হয়। পাখিদের এ স্বাধীন চলার পথে তারা কখনও বিভিন্ন গাছ হতে ফল মূল আহরণ করে দূর-দূরান্তে গিয়ে ভক্ষণ করে ফলের বীজটি মাটিতে ফেলে দেয়। এই বীজ হতে নতুন স্থানে অচেনা ও অজানা নতুন গাছের জন্ম হয়। প্রধানতঃ তা থেকে বংশবৃদ্ধি হয়ে মহাসমারোহে সৃষ্টি হয় ফল ও ফুলের তরুকুঞ্জ। সূত্রপাত হয় গভীর অরণ্যের। আবার প্রকৃতগতভাবেও সৃষ্টি হয় বন জঙ্গল। মানুষ কখনও তা পরিচর্যা করে বাগানে রূপান্তরিত করে। ফলমূল ভক্ষণ করে তৃপ্তি পায়। গাছ মানুষকে শোভা দেয়, ছাঁয়া দেয়, বাঁচার উপকরণ যোগায় এবং সম্পদশালী করে তুলে।

আমাদের সোনার বাংলায় আহমদীয়াতের বীজটি সুদূর কাদিয়ান থেকে অনুরূপ কোন অতিথি পাখির ঠুটে করে না আসলেও আল্লাহ্‌তাআলার মহিমায় একটি ঘটনা প্রবাহে রাষ্ট্রীয় ডাক বিভাগের পার্শ্বেল করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাটিতে এসে পরে। ঘটনাটি খুবই চমকপ্রদ ও প্রাণবন্ত। আজ হতে শত বর্ষ আগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া বার লাইব্রেরীতে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা রাখা হত। আইন ব্যবসায়ীরা আইন শাস্ত্রের বিভিন্ন বই ও নথিপত্র পড়ার ফাঁকে ফাঁকে দেশ বিদেশের খবরাদি আহরণে বিভিন্ন পত্রিকা মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। তখন বার লাইব্রেরীর প্রবীন আইনজীবি ছিলেন সুনাম ধন্য উকিল মুন্সি মোহাম্মদ দৌলত খাঁ সাহেব। তিনি আইন শাস্ত্রে যেমন দক্ষ, তীক্ষ্ণধী ও যশস্বী ছিলেন তেমনি ধর্মীয় জ্ঞানেও ছিলেন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামে মসজিদের পেশ ইমাম, সরকারী কাজী, মুফতি ও স্থানীয় অন্নদা হাই স্কুলের হেড মৌলভী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বড় মাওলানা বলে খ্যাত মাওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব। ১৯০২ সালে উকিল দৌলত খাঁ সাহেব পত্রিকা পড়ার সময় একটি বিজ্ঞপ্তি তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। বিজ্ঞপ্তিটি প্রদান করেছেন লাহোরের **মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন কোরাইশী** নামে এক কবিরাজ। এতে লেখা আছে 'মোফাররেহে আম্বারী' নামক কবিরাজী ঔষধটি সেবন করলে অধিক বল বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞপ্তিতে ঔষধের মূল্য ও ভি পি যোগে আনার ঠিকানা লিপিবদ্ধ আছে। উকিল সাহেবের বয়স বেড়েছে। যৌবন কালের মত কোর্টে মক্কেলের পক্ষে আইনের ব্যাখ্যা প্রদান ও জেরা করার শক্তি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তাই তিনি ঔষধটি আনার প্রেক্ষিতে ছুটে যান সুহৃদ বন্ধুবর মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের কাছে। বড় মাওলানা সাহেব ভি পি যোগে ঔষধ প্রেরণের জন্য হেকিম সাহেবের নিকট উর্দুতে একটি পত্র লিখে দেন।

তবে হেকীম কোরাইশী সাহেব শুধু যে জাগতিক চিকিৎসকই ছিলেন তা নহে। তিনি আধ্যাত্মিক চিকিৎসা শাস্ত্রেও একজন দক্ষ চিকিৎসক ছিলেন। তিনি যুগ ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবী, বিশিষ্ট বুযুর্গ এবং একজন বিচক্ষণ তবলীগ সৈনিক। তবলীগের রণ কৌশল প্রয়োগে তার পারদর্শীতা ছিল। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন পবিত্র কুরআনের আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশ–হে রসূল! তোমার প্রভুর নিকট হতে তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা (লোকদের নিকট) পৌঁছে দাও এবং যদি তুমি এরূপ না কর তাহলে তুমি তাঁর পয়গাম আদৌ পৌঁছালে না (৫ ঃ ৬৮)। তাই তিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আবির্ভূত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী মানুষের নিকট প্রচারে বদ্ধ পরিকর ছিলেন। কারও সাথে সাক্ষাৎ হলে কিংবা ডাক যোগাযোগের সুযোগ হলে তাঁর নিকট শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতেন। ভিপি যোগে দেশ বিদেশে ঔষধ প্রেরণের সাথে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের সংবাদ পৌঁছে দেয়া তাঁর ব্রত ছিল। সে জন্যই তিনি বাংলার বুকে আহমদীয়াতের বীজ বপনের উদ্দেশ্যে উকিল দৌলত খাঁ সাহেবের নিকট পার্শ্বেল যোগে প্রেরিত এক কোটা হেকিমী হালুয়া মোফাররেহে আম্বরীর সাথে হযরত মাওলানা হেকিম নূরুদ্দিন (রাঃ) (যিনি পরবর্তীকালে খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল হন) এর লেখা 'তফসীরে সূরা জুমুআ নামক একটি ছোট পুস্তক প্রেরণ করেন। উকিল সাহেব উর্দু লেখা পুস্তকটি পাঠে এর মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। তাই তিনি এর তাৎপর্য বুঝার জন্য ছুটে যান বন্ধু মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের কাছে। আল্লাহ্‌র ওলী, বিজ্ঞ আলেম আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব তা পাঠে বিস্মিত হন। এতে কোন শারীরিক চিকিৎসার নিয়মাবলী নেই, আছে আধ্যাত্মিক চিকিৎসার ঐশীবাণীর সুসংবাদ। পাঞ্জাবের কাদিয়ানে গোলাম আহমদ নামে এক ব্যক্তি হযরত ইমাম মাহদী

(আঃ) বলে দাবী করেছেন। এক নতুন ফেরকার আবির্ভাব হয়েছে। বিশিষ্ট বুযুর্গ সত্যানুসন্ধানী মাওলানা সাহেব তাঁর সত্যতা যাচাইয়ে অনুপ্রাণিত হন। তিনি প্রথমে হেকীম কোরাইশী সাহেবের সাথে পরে সরাসরি ইমামুজ্জামানের দাবীকারকের সাথে পত্রালাপের সেতু বন্ধন গড়ে তোলেন। এবং আহরিত ফলাফল দুই বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন হত। দৌলত খাঁ সাহেব তা গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন। ঐশী নেয়ামতের প্রতি দৌলত খাঁ সাহেবের আগ্রহ ও একনিষ্ঠতা প্রত্যক্ষ করে মাওলানা সাহেব বলেন-"উকিল সাহেব আমার নিকট থেকে হযরত আকদাস (আঃ)-এর কোন কোন বই নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। আমিও তাকে কিছুটা পড়ে শোনাতাম। তিনি এতে যথেষ্ট স্বাদ পেলেন ও আগ্রহের সাথে সিলসিলাহর পুস্তকাদি পড়তে লাগলেন। এমনিভাবে তিনিও এ পবিত্র সিলসিলার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি অন্যদের কাছেও এ ব্যাপারে প্রচার করতে লাগলেন" (জযবাতুল হক পৃঃ ১১)।

খোদার আশেক উকিল সাহেবের প্রচারণায় হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের বিষয়টি মানুষের মধ্যে বিন্দু থেকে শুরু করে ব্যাপক আলোচনার ঝড় তোলে। এক শ্রেণীর মাওলানা তার বিরোধিতা সমালোচনা করতে থাকে। কিন্তু উকিল সাহেব ন্যায় নিষ্ঠ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ। সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ জীবন সাধনায় আইন পেশাকে বেঁচে নিয়েছেন। তাই তিনি বিষয়টির বিতর্কের অবসানের জন্য মাওলানা সাহেবের পরামর্শক্রমে ১৯০৮ সালে এক বহাসের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ভিন্ন মতের অধিক সংখ্যক মানুষের উপস্থিতির লক্ষ্যে বহাসের স্থান স্থানীয় ঈদগা ময়দান, সময় সকাল ৮টা এবং তারিখ উল্লেখ পূর্বক শান্তিপূর্ণ মিমাংসার শর্তাবলী সম্মিলিত একটি বিজ্ঞাপন ব্রাহ্মবাড়িয়া শহর ও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। ফলে এ প্রচারণায় সুধী মহলের হৃদয়বান ব্যক্তিদের মধ্যে সাড়া জাগে। চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের ভাষায়-"ঐ বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল যারা আহমদীয়া মতবাদের বিরোধী তারা এ সভায় উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ আকিদার সমর্থনে দলিল পেশ করুন। বিজ্ঞাপন প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই চার দিকে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। জনসাধারণ মাওলানাদেরকে বলতে লাগল এতদিন আপনারা ঘরে বসে যে বিরূপ সমালোচনা করেছেন এখন উচিত ঐ জলসায় হাজির হয়ে আপনাদের এ সম্বন্ধে দলিল পেশ করা। তা হলেই সত্য মিথ্যা যাচাই করা আমাদের জন্য সহজ হবে। আপনারা অবশ্যই এতে যোগ দিবেন" (জযবাতুল হক পৃঃ ১২)।

ফলে বিরুদ্ধবাদী প্রধান মাওলানা সাদুল্লাহ বহাসে মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের সাথে জয়ী হবার লক্ষ্যে কলকাতা হতে দু'জন প্রখ্যাত মাওলানাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আনার ব্যবস্থা করেন। উকিল সাহেব নির্ধারিত দিনের সকাল ৮টায় স্থানীয় ঈদগা ময়দানে মাওলানা ওয়াহেদ সাহেবসহ উপস্থিত হন। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা পৌঁছেন দুপুর ১টায়। সকাল থেকেই হাজার হাজার লোক ঈদগা ময়দানে উপস্থিত হয়। তারা দুরবিসন্ধি পরিকল্পনায় তাদের প্রথাগত অনুযায়ী জামাতে আহমদীয়ার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। পরবর্তীতে মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর সত্যতার উপর পবিত্র কুরআন ও হাদীস হতে অকাট্য যুক্তি উল্লেখ করে বক্তব্য প্রদান করলে বিরুদ্ধবাদীদের শুধু বিরোধিতার কারণে বহাসে কোন ঐক্যমত হয়নি। তারা সভা ত্যাগ করে চলে যান। ফলে বহাসের এই অনুষ্ঠানটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিরোধীতার মাঝেই সফলতার দ্বার খোলে। জনগণের নিকট হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের বিষয়টি আলোচনায় কিংবদন্তী হয়ে যায়। উকিল সাহেব যেন আর এক আবু তালেব হিসেবেই ভূমিকা রাখেন, যিনি পনরশ বছর পূর্বে হযরত রসূল করীম (সঃ) এর উপর ঈমান না আনলেও মুসলমানদের পক্ষে আজীবন কাজ করেছেন। দৌলত খাঁ সাহেব আহমদীয়া সিলসিলাহ দাখিল হবার পূর্বেই সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য যুগান্তকারী কাজ করেন। আহমদীয়াতের ইতিহাসে এটা একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।

এ মহান ব্যক্তি দৌলত খাঁ সাহেব আখাউড়ার অদূরে দেবগ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্ব পুরুষ আগরতলা মহারাজ কর্তৃক তালুকদারী পেয়েছিলেন। তা থেকেই তারা খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। তারা অর্থ বিত্তে প্রভাব প্রতিপত্তিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকায় প্রথিতযশা ছিলেন। তার পূর্ব পুরুষের নির্মিত জমিদার বাড়ীর ভগ্ন দালান কোঠা ঢাকার লালবাগের কিল্লার মত সুদীর্ঘ কালের স্বাক্ষী হয়ে দাড়িয়েছিল। সেকালে উচ্চবংশের লোকজন প্রধানতঃ উচ্চ শিক্ষায় আইনজ্ঞ হওয়াটা ছিল সামাজিক প্রথা। তাই দৌলত খাঁ সাহেব মাতা পিতার আদর্শগত ধর্মীয় শিক্ষায় তালিম তরবিয়ত এবং যৌবনের প্রারম্ভে স্কুলের চৌকাঠ পেরিয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতা যান। এবং কলকাতা হতে উচ্চ শিক্ষার ক্রম ধারায় বি এ, বি এল ডিগ্রী লাভ করেন। তখন তাঁর সমসাময়িক কূলমান আভিজাত্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ আইনজ্ঞ হয়ে প্রধানত কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা করতেন। কেউ বা সরকারী প্রশাসনে ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরী নিতেন। কিন্তু তিনি খোদাতাআলার অমোঘ বিধানে তাঁর পরিকল্পিত মহিমায় স্বদেশের মাটি ও মানুষের ভালবাসায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলে আসেন। তবে তিনি আইন ব্যবসায় আত্ম নিয়োগ করলেও সমাজের আলেম উলামাদের বিভিন্ন কুফরী ফতোয়ায় সৃষ্ট বিভিন্ন ফেরকা-ফুরকার প্রেক্ষিতে ইসলামের দুরাবস্থা উপলব্ধি করে ব্যথিত হতেন এবং ধর্মহারা খোদা বিমুখ ব্যক্তিদের হেদায়েতের উপায় অবলম্বন নিয়ে ভাবতেন। সে সুবাদেই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বড় মাওলানা সাহেবের সাথে তার সখ্যতা ও অন্ত রঙ্গ বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। শহরে উকিল সাহেবের বাড়ীও ছিল বড় মাওলানা সাহেবের বাড়ীর পার্শ্বেই মৌলভী পাড়ায়। (বর্তমানে উক্ত বাড়ীটি প্রাক্তন মন্ত্রী বর্তমান এমপি জনাব হারুন অর রশিদের বাড়ী)। দুই বন্ধুর ছিল হরিহর আত্মা। সুখ-দুঃখে একে অপরের আপনজন। উভয়ে ইসলামের ডুবন্ত তরীকে জাগিয়ে তোলার যুগ ইমামের আবির্ভাবের আবশ্যকতা উপলব্ধি করতেন। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) জাহির হবার লক্ষণাবলী তাদের হৃদয়ঙ্গম হত। সে জন্যই হয়তো পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তাআলার কৃপাদৃষ্টি পরে তাদের উপর। বাংলার বুকে আহমদীয়াতের বীজ ধারনের জন্য আল্লাহ্‌তাআলা দৌলত খাঁ সাহেবকে বেঁচে নেন। পবিত্র কুরআনের সুরে জুমুআর তাৎপর্য অনুসারে সুরাইয়া নক্ষত্র হতে আগত ঐশী ঈমানের বাণীর সংবাদ দৌলত খাঁ সাহেবের হাতে পৌছে।

সত্যানুসন্ধানী উকিল সাহেব বন্ধুবর মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের মতই সত্যের মাহাত্মকে উদঘাটনে বদ্ধ পরিকর ছিলেন। তাই দুই বন্ধুর মধ্যে কাদিয়ান গিয়ে এর দর্শন লাভের প্রয়োজনীয়তা আলোচিত হত। ফলে মাওলানা সাহেব উকিল সাহেবসহ তার নিকটতম সুধীজনের পরামর্শক্রমে তিনজন সফরসঙ্গী নিয়ে ১৯১২ সালে কাদিয়ান যান এবং কাদিয়ানের ঐশী নূরের পরশে নুরান্নীত

হয়ে হযরত মাওলানা হেকিম নূরুদ্দিন খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়ল (রাঃ) হাতে ১লা নভেম্বর ১৯১২ সালে বয়াত করেন। যে মহা মানবের হাতের লেখার স্পর্শে বাংলার বুকে আহমদীয়াতের বীজ রোপিত হয় তাঁর হাতে বয়াত গ্রহণের মাধ্যমে সেই বীজের অংকুরদ্গম সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর লেখা 'সূরা জুমুআর তফসীর'-এর কপিই লাহোর হতে পার্শ্বেলে করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাটিতে এসেছিল। পবিত্র কুরআনের সূরা জুমুআর আলোকে ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্র হতে পারশ্য বংশোদ্ভোত যে ইমামুজ্জামান কাদিয়ানের বুকে নামিয়ে আনেন, তার অনুবর্তী আলোই বাংলার বুকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে। যেন সুরাইয়া নক্ষত্রের সেই ঐশী নূর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাটিতে ফোটা পরে। তা থেকে নূরের পরশের গাছের জন্ম হয়। মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব কর্তৃক এর পরিচর্যার শুরুতে দৌলত খাঁ সাহেব ১৯১৩ সালে তাঁর হাতে বয়াত করেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যে তার ডাল পালা ও পাতা গজাতে থাকে।

উল্লেখ্য প্রথম বাঙ্গালী আহমদী সাহাবী হযরত সৈয়দ আহমদ কবীর নূর মোহাম্মদ (রাঃ) ১৯০৪ কিংবা ১৯০৫ সালে বর্মায় চাকুরীরত অবস্থায় বয়াত করেন। কিন্তু বাংলার মাটিতে আহমদীয়াতের বীজটি ১৯০২ সালে আসে। আর তার সুবাদেই মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব অনুসন্ধানে সত্যের প্রকৃত মাহাত্ম্য উদঘাটন করেন এবং প্রথম জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকার মানুষ যুগ ইমামকে জানার, চিনার এবং তার দীক্ষা গ্রহণে সৌভাগ্য লাভ করে। ঐশী নেয়ামতের স্বাদ পান।

দৌলত খাঁ সাহেব আহমদীয়াত গ্রহণের পর প্রচন্ড মুখালেফাতের সম্মুখীন হন। ঝড় আসলে উঁচু গাছে যেমন ঝড়ের বেগ বেশি লাগে তেমনি সমাজের উচু বংশের উচ্চ শ্রেণীর লোক হিসেবে তাঁর উপর প্রবল বেগে মুখালেফাত আসে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া বার লাইব্রেরীর দেবগ্রামের দেবতার মত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিটি কাফের হয়ে গেছে বলে চারদিকে ছড়িয়ে পরে। যারা কখনও তার সামনে দাড়িয়ে কথা বলার সাহস করেনি তারাও তাঁকে তিরস্কার করতে থাকে। কিন্তু তিনি আল্লাহ্ ও তার রসূলের শিক্ষানুযায়ী জান, মাল, ইজ্জত ও সময় কোরবানী করার অঙ্গীকার নামায় হাসিমুখে তা বরণ করে নেন। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন পবিত্র কুরআনের অবিনশ্বর বাণী, ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে অধিক উত্তম যে লোকদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে এবং বলে নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীগণের অন্তর্গত? (৪১ ঃ ৩৪)। তাই তিনি সত্য প্রচারে কখনও ক্ষান্ত হননি।

তখন ১৯১৩ সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অতি স্নেহভাজন ও আর্শিবাদপুষ্ট বিশিষ্ট সাহাবী (যিনি পরবর্তীকালে আমেরিকা বিজয় করেন) হযরত মুফতী মোহাম্মদ সাদেক (রাঃ)-এর পদাঙ্ক হয় ব্রাহ্মণাবাড়িয়ায়। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষের হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত নূরের আলোকে ঐশীবাণীতে ফুৎকার দিয়ে আরও প্রজ্জ্বলিত করে তোলতে শুভাগমন করেন। তাঁর তাহরীকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর ও গ্রাম এলাকার সকল আহমদীদেরকে নিয়ে বাংলার বুকে সর্বপ্রথম "ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়া" জামাত গঠিত হয়। এ জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব এবং সেক্রেটারী হলেন উকিল দৌলত খাঁ সাহেব। তিনি সেক্রেটারী হবার পর সাংগঠনিক কাঠামোতে জামাতের কর্মতৎপরতা শুরু হয়। চাঙ্গা হয়ে উঠে। প্রাণ চঞ্চলতা সৃষ্টি হয়। শহর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকার বিভিন্ন গ্রামে তবলীগি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আলোড়ন সৃষ্টি করা হয়। তিনি কোর্টে এজলাসের সামনে দাড়িয়ে মক্কেলের পক্ষে যেভাবে আইনী লড়াই করতেন ঠিক তদ্রুপই পবিত্র কুরআন, হাদীস ও সুলতানুল কলম হতে দলিল পেশ করে সকলকে পরাভূত করে ছাড়তেন। তাঁর সাথে মাদ্রাসার বড় বড় নামী দামী মাওলানারাও দলিল প্রমাণে পরাজিত হত। ফলে তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আহমদীয়াতের জোয়ার আসে। দলে দলে মানুষ যুগ ইমামের সত্যতা উপলব্ধি করে দীক্ষা গ্রহণে অনুপ্রাণিত হয়।

তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া বার লাইব্রেরীসহ বিভিন্ন স্থানে সুধী সমাবেশের আয়োজন করে আহমদীয়াতের সত্যতা প্রচার করেছেন। কোন বিরোধী মাওলানা বহাসের জন্য ডাক দিলে তা লুফে নিতেন। মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব এবং কখনও কাদিয়ান হতে আগত বুযুর্গাণকে নিয়ে উপস্থিত হন। কখনও মোখালেফাতে মারমুখী অবস্থার সৃষ্টি হলে তিনি তা বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে প্রতিহত করেন। কখনও বা সরকারী প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে উদ্ভুত পরিস্থিতি শান্ত করেছেন। একবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া বার লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত এক তবলীগি সেমিনারে হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক (রাঃ)-এর ঐশী বাণীর প্রাঞ্জল ভাষণ শ্রোতামন্ডলীকে আবেগাপ্লুত করে তোলে। ১৯১৪ সালে আখাউড়ার খরমপুরে কেল্লা শহীদের মাজারে অনুষ্ঠিত একটি বহাসের অনুষ্ঠান ছিল জঙ্গে বদর। প্রতি পক্ষের বাঘা বাঘা মাওলানারা গোখরু সাপের মত ফণা ধরে আসলেও হযরত মুফতী মোহাম্মদ সাদেক (রাঃ)-এর নুরানী চেহারা দর্শন ও যুক্তিতর্কে পরাজিত হয়। ১৯১৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইমারত প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রধানত দৌলত খা সাহেবের উদ্যোগে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ব্যবস্থাপনায় সর্ব প্রথম ১৯১৭ সালে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসা অনুষ্ঠানে মৌলভী আবুল হাশেম খান চৌধুরী ও হুসাম উদ্দিন হায়দার সাহেবও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এর পরবর্তী বছরগুলিতে দূর্গাপূজার বন্ধে আশ্বিন মাসে জলসা অনুষ্ঠিত হয়। জলসায় দৌলত খাঁ সাহেবের ভাষণে শ্রোতামন্ডলী মুগ্ধ হতেন। এর ব্যবস্থাপনায় তাঁর ভূমিকা অগ্রণী ছিল। তিনি ফানাফিল্লাহ্ হয়ে গিয়েছিলেন জামাতের কাজে। ফলে তাঁর আয়োজিত বিভিন্ন জলসা, তবলীগি ও বহাসের অনুষ্ঠান ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

বলাবাহুল্য, হযরত হেকিম মোহাম্মদ হোসেন কোরাইশী (রাঃ) তাঁর প্রেরিত আহমদীয়াতের বীজ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাটিতে কেমন পরিস্ফুটিত হয়ে ফুলে ফলে সৌরভিত হয়ে উঠেছে, সুজলা সুফলা স্নিগ্ধতায় কেমন প্রাঞ্জল হয়েছে তা প্রত্যক্ষ দর্শনে বঙ্গীয় আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে ১৯২৬ সালে অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এসেছিলেন। কিন্তু হায়! তখন উকিল দৌলত খাঁ সাহেব ইহজগতে নেই। তবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আহমদীরা তাঁকে কাছে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা ও আবেগে আপ্লুত হয়ে যায়। কোরাইশী সাহেবকে শুধু অভিনন্দনই জানান নি। প্রাণের উচ্ছাসে তাঁর সাথে আলিঙ্গন করেন। সকলই প্রাণ খোলে জীবনের জয় গান গায়। কেননা অনন্ত সুখের ঐশী নেয়ামত জ্বলন্ত খোদার জীবন্ত নিদর্শন যুগ ইমামের আবির্ভাবের সংবাদটি তিনিই ব্রাহ্মণবাড়িয়াই সর্ব প্রথম প্রেরণ করেন। তাই সকলই তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। কোরাইশী সাহেবও তাতে মুগ্ধ হন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর শিক্ষানুযায়ী বনমালীর অনুগমনকারীদেরকে ফুটন্ত বাগানের পরিচর্যা ও বর্ধিত করার দিক নির্দেশনা দেন।

বাঙ্গালী বীর বিশিষ্ট বুযুর্গ দৌলত খাঁ সাহেব জামাতী কাজে *(বাকী অংশ ৩৬ পাতায় দেখুন)*

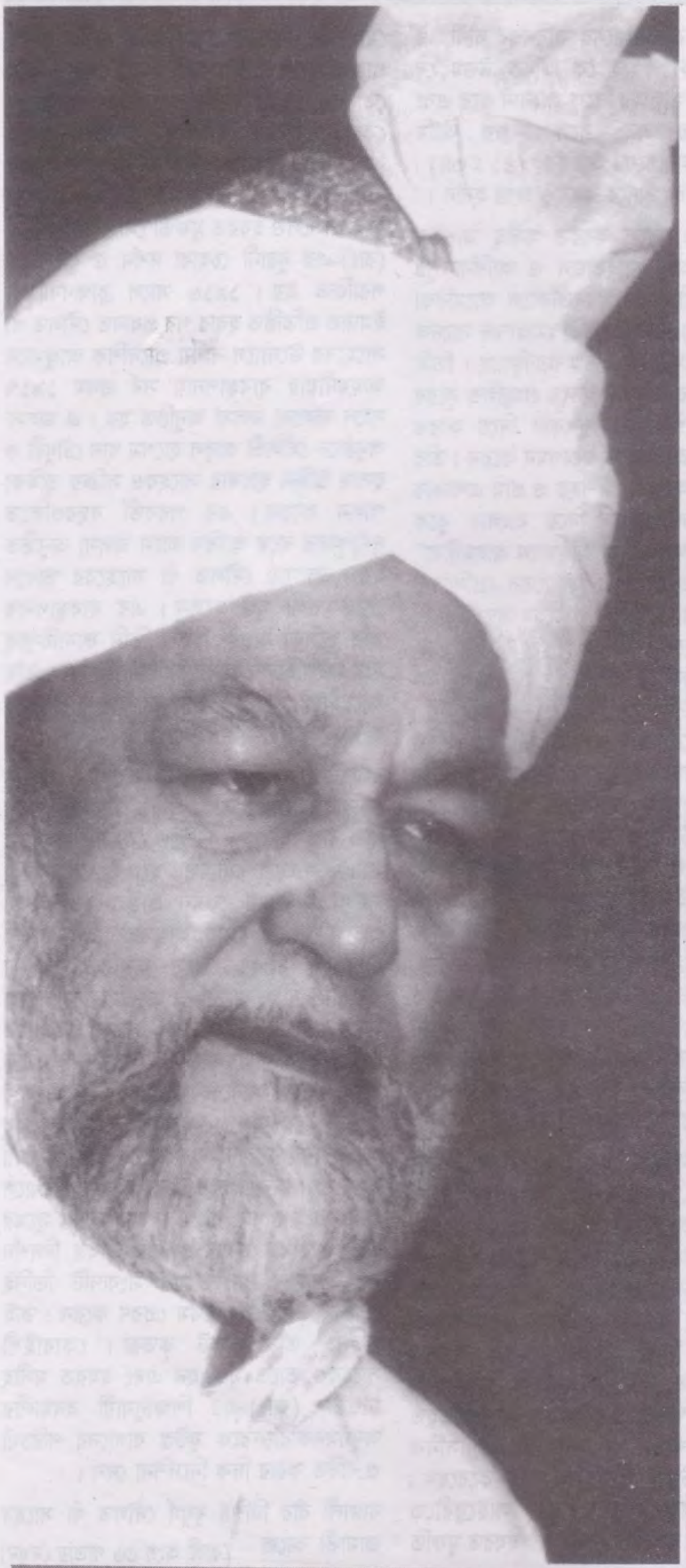

মুলাকাৎ

বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর (রাহেঃ)-এর সাক্ষাৎকার

(৩০-১০-০১ তারিখে এমটি এ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত)

প্রশ্ন ১ ঃ বৃটিশ ন্যাশনালিষ্ট পার্টির লোকেরা আমাদের মরডেন Morden মসজিদের দেয়ালে একটা পোস্টার লাগিয়েছে যাতে লেখা আছে কুরআনের মধ্যে সূরা তাওবার ১২৩ নম্বর আয়াতে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর ঃ বঙ্গানুবাদ ঃ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের নিকটে আছে। আর তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা প্রত্যক্ষ করে। জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীগণের সাথে আছেন।

ঐ পার্টির লোকেরা বলে, একদিকে মুসলমানরা বলে আমাদের ধর্মের শিক্ষা হচ্ছে প্রতিবেশীদের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখা আবার অন্যদিকে তাদেরই ধর্মগ্রন্থে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। এই বৈপরীত্বের কারণ কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ সূরা তাওবার ১২৩ নম্বর আয়াতে যা বলা হয়েছে তা সেই সকল কাফিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যারা আগে থেকেই প্রকাশ্যভাবে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। এ নির্দেশ দেয়ার প্রয়োজন ছিল। এতে মুসলমানদের লজ্জার কোন কারণ নেই। এখানে আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে বাড়াবাড়ি করতেও নিষেধ করেছেন। অন্যদিকে খৃষ্টানদের ব্যবহার তাদের প্রতিবেশীদের সাথে অত্যন্ত খারাপ যেমন কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে। সেতাঙ্গ উগ্র জাতীয়তাবাদীরা শুধু এ ধরনের পোস্টার লাগাতেই জানে, নিজেদের দোষ দেখে না। তারা এভাবে নিজেদেরই ক্ষতি করছে। তাদেরকে আমাদের জামাতের প্রতিনিধিদের বুঝানো উচিত।

প্রশ্ন ২ ঃ উম্মী এবং আজ্‌মী এর মধ্যে তফাৎটা কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ উম্মী এমন লোককে বলে যে নিরক্ষর। আজ্‌মী বলে যে লোক আরব নয়। আরবরা মনে করে অনারবরা ভালভাবে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না।

(এ পর্যায়ে জনাব যোবায়ের আহমদ একটি বাংলা নযম পড়েন)

প্রশ্ন ৩ ঃ আমাদের জামাতে যখন বিয়ে পড়ানো হয় তখন বিয়ের খুতবায় তাক্‌ওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সাধারণতঃ পাত্র থাকে কিন্তু কনে থাকে না তার অভিভাবক থাকে যদি কনেও ঐ সময় উপস্থিত থাকতো তো বেশি ভাল হ'ত। হুযূর কি বলেন?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ কনের থাকা উচিত তবে সে থাকবে মেয়েদের জায়গায় পর্দার আড়ালে। তাক্‌ওয়ার সম্পর্কে খুতবা পাত্র ও পাত্রী দু'জনেই শুনবেন এবং আমল করবেন। আমরা আহমদীরা চাই পর্দার ভিতরে যেন কনেও বিয়ের মজলিসে উপস্থিত থাকেন।

প্রশ্ন ৪ ঃ কুরআন মজীদে বলা আছে "আল্লাহ্‌তাআলা নিজের সুন্নতকে পরিবর্তন করেন না।" হযরত ইব্রাহীমকে যখন আগুনে

নিক্ষেপ করা হয় তখন আগুন তাঁকে পোড়ালো না। এখানে কি আল্লাহ্‌র সুন্নতের একটা পরিবর্তন ঘটলো না?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ না, আগুন তো পোড়াবেই কিন্তু যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন কোন কারণে আগুন এক পর্যায়ে এসে থেমে যায় তাঁর শরীর স্পর্শ করে নি। এভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অক্ষত থাকেন। আমাদের এক মুবাল্লেগ মৌলভী রহমত আলী সাহেব ইন্দোনেশিয়াতে ছিলেন। একবার তাঁর বাসার নিকট আগুন লাগে। বহু লোক ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁকে সে বাসা থেকে দ্রুত পালিয়ে যেতে বলেন, কিন্তু মৌলানা সাহেব ঘাবড়ালেন না। তিনি সবাইকে বললেন, "আমি মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর দাস এবং আমার প্রভু ইলহাম পেয়েছিলেন, আগুন আমাদের দাস বরং আমাদের দাসগণেরও দাস।"আশ্চর্য ঘটনা হলোঃ হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেল এবং মৌলানা সাহেবের কোনই ক্ষতি হ'ল না। তাই বোঝা যায় হযরত ইব্রাহীম-এর বেলায়ও এমন কিছু ঘটেছিল। হয়তো সেখানেও হঠাৎ বৃষ্টি এসে আগুন নিভিয়ে দিয়েছিল। মোট কথা হচ্ছে, সত্যি আল্লাহ্‌র সুন্নতের কোন পরিবর্তন হয় না।

প্রশ্ন ৫ ঃ মৌলানা ফিরোজ আলম সাহেবের ছোট ছেলে ফাতেহ্‌ হুযূরকে প্রশ্ন করে, বিড়ালকে নিজের বিছানায় নিয়ে, রাতে ঘুমানো ঠিক হবে কিনা?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এতে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। কোন কোন লোকের বিড়াল সম্পর্কে Allergy থাকে। তাদের হাঁপানী রোগ হয়ে যেতে পারে। যদি তোমার Allergy না থাকে তো তুমি বিড়ালকে বিছানায় নিয়ে ঘুমোতে পারো।

প্রশ্ন ৬ ঃ হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এক জায়গায় মহানবী (সঃ)-এর সাহাবাগণের সম্পর্কে লিখেছেন, তাদেরকে আগুন এবং পানির আযাব দ্বারা কষ্ট দেয়া হয়েছিল। দয়া করে ব্যাখ্যা করুন, সাহাবদেরকে পানির আযাব কখন এবং কীভাবে দেয়া হয়েছিল?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এ কথার অর্থ হ'ল, সাহাবাদের কখনও কখনও পানি থেকে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বঞ্চিত রাখা হ'ত যেটা অত্যন্ত কষ্টদায়ক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতো কিন্তু তবুও সাহাবা কেরাম কখনও দমে যেতেন না। এমন দারুন কষ্টের মধ্যেও তারা অবিচলিতভাবে নিজেদের কর্তব্য পালন করে যেতেন, রোযা রাখতেন এবং শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছিলেন।

প্রশ্ন ৭ ঃ মহানবী (সঃ) দোয়া করেছেন এবং আমাদেরও শিখিয়েছেন, হে আল্লাহ্‌ তুমি আমাদেরকে আরযালিল উমুর (বয়সের নিকৃষ্টতম অবস্থা) থেকে রক্ষা কর। হুযূর এ কি যে কোন বয়সেই এসে যেতে পারে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ আরযালিল উমুর এমন একটি অবস্থাকে বলে যখন মনুষ এতই বৃদ্ধ হয়ে যায় যে, আবার শিশুর ন্যায় অবস্থায় চলে যায়। সাধারণতঃ ৯০ বছরের পরে এ অবস্থা দেখা যায়। তবে কারো ক্ষেত্রে আরযালিল উমুর-এর ৯০ বছরের পূর্বেও দেখা দিতে পারে।

প্রশ্ন ৮ ঃ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে হযরত আদম (আঃ)-কে গাছের কাছে যেতে বারণ করা হয়েছিল। এ গাছটি কি ধরনের গাছ ছিল?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ গাছ দু'প্রকার 'ভাল গাছ' এবং 'মন্দ গাছ'। ভাল গাছের ফল খাওয়ার অর্থ হবে শরীয়তের ভিতরে থাক। মন্দ গাছের ফল খাওয়া মানে শরীয়তের বাইরে চলে যাওয়া। আল্লাহ্‌তাআলা হযরত আদম ও হাওয়াকে বলেছিলেন, যেন মন্দ গাছের কাছেও না যান অর্থাৎ শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ না করেন। কিন্তু শয়তান তাদের প্রলোভন দেখিয়েছিল এবং তাঁরা একটা ভূলও করে ছিলেন; কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা দেখলেন, এতে তাদের ইচ্ছা ছিল না তাই আল্লাহ্‌ আদম (আঃ)-কে ক্ষমা প্রর্থনা করার ভাষা শিখিয়ে দিলেন।

প্রশ্ন ৯ ঃ সকল বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভয়। যদি স্বামী স্ত্রী দু'জনই মুত্তাকী হন তবেই সংসার সুখের হয়। কিন্তু যদি মাত্র একজন মুত্তাকী হয় তবে সমস্যা দেখা দেয়। এ সমস্যার সমাধান কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এ রকম ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর ব্যবধান যদি খুব বেশি হয় তো অনেক সময় বিয়ে ভেঙ্গে যায়, ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। যদি বিয়ের দীর্ঘকাল পরে ছাড়াছাড়ি হয় তো এর পরিণাম বেশি কষ্টদায়ক হয়, সন্তান-সন্ততির জন্যও কঠিন সমস্যা সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ১০ ঃ মহানবী (সঃ)-এর বহু বিবাহের তাৎপর্য কী ছিল?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ ঐসব বিয়ের দ্বারা আরবদের বিভিন্ন গোত্রকে কাছে আনা সম্ভব হয়েছিল। সে যুগে বিয়ে দ্বারা জাতি গঠন এবং পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় করার অত্যন্ত ফলপ্রসূ ব্যবস্থা হয়েছিল।

প্রশ্ন ১১ ঃ যুদ্ধ ও জিহাদের পার্থক্যটা দয়া করে বুঝিয়ে বলুন।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ যুদ্ধ হচ্ছে সাধারণ লড়াই আর জেহাদ হচ্ছে কেবল সে লড়াই যেটা ধর্মীয় কারণে করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ যদি মুসলমানদেরকে তাদের নিজের ধর্মের অনুশাসন পালন করতে না দেয়া হয় কেবল সে অবস্থায়ই তারা জেহাদ শুরু করার কথা ভাবতে পারেন।

প্রশ্ন ১২ ঃ দয়া করে শবেবরাত সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা দিন।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ শবেবরাত একটি কাল্পনিক বিষয়। পবিত্র কুরআনে এর কোন উল্লেখ নেই। এটা মোল্লাদের বানানো একটি অর্থহীন ধারনা মাত্র।

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ আপনি বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। আপনার দৃষ্টিতে কোন্‌ দেশের লোক তাক্‌ওয়ার দিক থেকে অন্যদের তুলনায় বেশি ভাল?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ ভাল এবং মন্দ লোক সব দেশেই আছে। এভাবে তুলনা করা খুবই কঠিন যে, বাংলাদেশের লোক বেশি ভাল না আফ্রিকার লোক বেশি ভাল। আমি দুঃখিত, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না।

প্রশ্ন ১৪ ঃ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিতে Anthrax রোগের কোন চিকিৎসা আছে কি?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ আছে।

প্রশ্ন ১৫ ঃ বাংলাদেশের বা গোটা বিশ্বের বর্তমান অবস্থায় আমাদের নৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা ও দায়িত্ব কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ আহমদী জামাতের সদস্যগণের দায়িত্ব হচ্ছে সব সময় সৎ ও ন্যায়পরায়ণ থাকা।

প্রশ্ন ১৬ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা ছয় দিনের মধ্যে পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। ছয় দিন হওয়ার তাৎপর্য কী দয়া করে বুঝিয়ে বলুন।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ আল্লাহ্‌তাআলার ব্যাপারে দিন আমাদের ২৪ ঘন্টার দিন বুঝায় না। আল্লাহ্‌ পৃথিবী সৃষ্টির ছয়টি Period অর্থাৎ কালে বা পর্যায়ে করেছিলেন এবং সপ্তম দিনে (সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন করার পর) আল্লাহ্‌তাআলা নিজের আরশে অধিষ্ঠিত হলেন ও দেখলেন যে, গোটা সৃষ্ট বিশ্ব-জগৎ কেমন দেখাচ্ছে।

প্রশ্ন ১৭ ঃ পবিত্র কুরআনে আছে, জান্নাত এবং জাহান্নাম এর সংখ্যা একাধিক। এর তাৎপর্য কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এটা একাধিক স্তরের দিকে ইশারা করে বুঝানো হয়েছে। পদ মর্যাদার বিভিন্ন স্তর আছে। ভাল লোকেরও বিভিন্ন স্তর থাকে। মন্দ লোকদেরও বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে।

সংকলন ও অনুবাদ ঃ **মরহুম নুরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী**

ওয়াক্‌ফে আরযি

একটি অতীব বরকতপূর্ণ ঐশী তাহ্‌রীক (আন্দোলন)

হযরত মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্‌ সালেস (রাহেঃ) খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হবার কয়েক মাস পরেই ১৮ই মার্চ শুক্রবার ১৯৬৬ইং জুমুআর খুতবায় ওয়াক্‌ফে আরযী স্কীমের ঘোষণা দিয়েছিলেন। ঐ খুতবার বিশেষ কয়েকটি অংশ এখানে উল্লেখ করছি। হযরত (রাহেঃ) বলেছিলেন ঃ

"গত রাতে সাড়ে বারটার পর জামাতের বন্ধুদের পত্র পড়ে পড়ে দোয়া করছিলাম। তারপর আমি আমার দুর্বলতার জন্য আল্লাহ্‌র দেয়া সুযোগমত দোয়া করছিলাম.......... জামাতের বন্ধুদের জন্যও দোয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। সকালে যখন আমার ঘুম ভাংল তখন আমার মুখ থেকে এই বাক্যটি উচ্চারিত হচ্ছিলঃ

"এন্না দেওয়াংগা কে তু রাজ্‌ জাঁয়েগা"– আমি তোমাকে এত দেব যে তুমি পুরোপুরি পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে।" অর্থাৎ আল্লাহ্‌ বললেন যে, তোমাকে প্রচুর পরিমাণে দিব। তারপর হুযূর (রাহেঃ) উপরোক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঃ

"আমি এ সময় বন্ধুদের বলতে চাচ্ছি যে, যুগ খলীফার ধন-ভান্ডার বলতে কেবল ঐ সম্পদকেই বোঝায় না যা ব্যাংকে জমা করা হয় বা জামাতের বায়তুল মালে জমা হয়ে থাকে। বরং জামাতের বন্ধুদের অন্তরে আল্লাহ্‌তাআলা যুগ খলীফার জন্য যে গভীর ভালবাসার ভান্ডার রেখেছেন, যে সীমাহীন আন্তরিকতা ও সহযোগীতার রূহ (স্পিরিট), উদ্দীপনাও উৎসাহ রেখেছেন-সেটাই খলীফার জন্য আসল সম্পদ। আল্লাহ্‌তাআলা এই সম্পদ এত পরিমাণ দিয়েছেন যে, আমি ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারব না। তবে জামাতে যেমন মালী কুরবানী (অর্থ কুরবানী) দিন দিন বেড়েয়ে চলেছে তেমন সময়ের কুরবানীর দিকেও এখন দৃষ্টি দিতে হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অনেকে অনেক সময় দিচ্ছেন জামাতের কাজে। এটা বড় প্রশংসার দাবী রাখে। আমি নিজে দেখেছি যে বাইরের জামাতের কাজে ব্যয় করে থাকেন।.........."

"আমি জামাতের সামনে তাহ্‌রীক (জোরালো আন্দোলন বা আহ্বান) করছি যে, যাদেরকে আল্লাহ্‌তাআলা শক্তি দেন, তারা বছরে একবার দুই সপ্তাহ থেকে ছয় সপ্তাহের জন্য নিজেদেরকে ওয়াক্‌ফ (উৎসর্গ) করুন জামাতের খেদমতের উদ্দেশ্যে। ঐ সময় তাদেরকে জামাতের কাজের জন্য যেখানে পাঠানো হবে তারা নিজ খরচে সেখানে যাবেন। যতটা সময় তারা ওয়াকফ করবেন ততটা সময় তারা সেখানে নিজ খরচে অবস্থান করবেন। এবং যে কাজ তাদেরকে করতে বলা হবে তারা সে কাজ করবেন। আমি জানি, অনেকে আর্থিক দিক থেকে বেশি সামর্থ্য রাখেন না, তারা দূর দূরান্তে নিজ খরচে যেতে পারবেন না। সুতরাং তারা আমার এই তাহ্‌রীকে (ওয়াক্‌ফে আরযী) অংশ নিবেন তারা নিজেরাই বলে দিবেন যে, আপনি (দুই থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে) কত সময়ের জন্য কতদূর যেতে পারবেন। যেমন একশ মাইল বা দুই শা মাইল বা চার/ পাঁচশ' মাইল যেতে পারবেন নিজ খরচে।"

যারা ওয়াক্‌ফে আরযী-তে যাবেন তারা সেখানে গিয়ে কী কাজ করবেন?

এ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সালেস (রাহেঃ) বলেন ঃ

"ইতিপূর্বেই জামাতের মাঝে নাযেরা কুরআন শিক্ষা, কুরআনের অনুবাদ শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। যারা ওয়াক্‌ফে আরযীতে যাবেন তারা এ কার্যক্রমের প্রতি দৃষ্টি দিবেন। রীতিমত কুরআন শিক্ষা কার্যক্রমকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন যেন এ কাজ চালু থাকে।

আবার অনেক আহমদী খুবই দুর্বল, অনেক শিথীল। তাদেরকে সচল ও সচল করতে চেষ্টা করবেন।" অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিষ্ঠার সাথে আদায় করছে কি না–, বাজামাত নামাযের জন্য সবাইকে বলতে হবে। ইত্যাদি।

"আবার অনেকে হয়ত পরস্পর বিরোধ বা মনোমালিন্য বা ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছে। তাদেরকে বোঝাতে হবে যে, ঝগড়া-ঝাটি যেন দীর্ঘায়িত না হয়। এতে করে জামাতের মাঝে দুর্বলতা এসে যেতে পারে। মিমাংশার চেষ্টা করতে হবে।"

> *"আমি জামাতের সামনে তাহ্‌রীক (জোরালো আন্দোলন বা আহ্বান) করছি যে, যাদেরকে আল্লাহ্‌তাআলা শক্তি দেন, তারা বছরে একবার দুই সপ্তাহ থেকে ছয় সপ্তাহের জন্য নিজেদেরকে ওয়াক্‌ফ (উৎসর্গ) করুন জামাতের খেদমতের উদ্দেশ্যে। ঐ সময় তাদেরকে জামাতের কাজের জন্য যেখানে পাঠানো হবে তারা নিজ খরচে সেখানে যাবেন। যতটা সময় তারা ওয়াকফ করবেন ততটা সময় তারা সেখানে নিজ খরচে অবস্থান করবেন। এবং যে কাজ তাদেরকে করতে বলা হবে তারা সে কাজ করবেন।*

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সালেস (রাহেঃ) আরো বলেছেন যে, ওয়াক্‌ফে আরযীতে যারা যাবেন তারা সেখানকার ভাইদের বিভিন্নভাবে উন্নতির চিন্তা করবেন। পরমর্শ দিবেন। তাদের অবস্থা বিবেচনা করে পরামর্শ দিবেন যে, কিভাবে তারা উন্নতি লাভ করতে পারবেন।"

হুযূর (রাহেঃ) বলেছেন যে, অন্য অঞ্চল থেকে কেউ গিয়ে যখন থাকবেন তখন সেখানে এবং তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহ দিবেন তখন স্থানীয়দের চেতনা জাগ্রত হবে। তারা জাগ্রত হবে। অলসতা দূর হবে।

হুযূর (রাহেঃ) বলেন ঃ "আজকের আমার তাহ্‌রীক এই যে, আপনারা সময়ের কুরবানী দিবেন।" "যারা সরকারী চাকুরী করেন তারা বছরে কিছু দিন ছুটি নিতে পারেন। তারা তাদের ছুটির কিছু দিন নিজের জন্য ব্যয় না করে আল্লাহ্‌র জন্য ব্যয় করবেন। কলেজের প্রফেসরগণ, প্রভাষকগণ, কলেজের ছাত্ররা ছুটির দিনে এ কাজ করবেন।"....

এ কাজটি আমাদের জন্য ফরয। আমাদের চেষ্টা করতে হবে। দুর্বল আহমদীদের দুর্বলতা দূর করার। আর যারা এখনও সত্যের সন্ধান পায় নি তাদেরকে সত্যের সন্ধান দিতে চেষ্টা করা। (তবলীগ)" [আল ফযল ২৩ মার্চ ১৯৬৬ইং আল ফযল, ৬ই মার্চ, ২০০৬]

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সালেস (আহেঃ) একবার বলেছিলেন ঃ

"কোন কোন পেশা এমন হয় যে, এ সময় তাদের ছুটি হয়ে থাকে। যেমন কোর্ট কাচারী বন্ধ থাকে। সেখানে যেসব আহমদী উকিল ওকালতী করেন তারও এমন সময় কিছু দিনের জন্য কুরআনের শিক্ষা প্রচলনের কাজেন নিজেদেরকে ওয়াক্‌ফ করতে পারেন।" {আল ফযল, ৯ জুন ১৯৬৮ ইং। ১৩ই মার্চ ২০০৬ইং]

ওয়াক্‌ফে আরযীর তাহ্‌রীক আরম্ভ হবার কিছু কাল পরেই হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সালেস (রাহেঃ) আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে শুভ সংবাদ পেয়েছিলেন; "বুশরা লাকুম" হুযূর (রাহেঃ) কাশ্‌ফ-এ (দিব্য-দর্শন) দেখেন যে, কুরআন শরীফের নূরে আকাশ উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। তারপর দেখেন নূর দিয়ে লিখা হয়েছে "বুশরা লাকুম।" তোমাদের জন্য শুভ সংবাদ।

অর্থাৎ ওয়াক্‌ফে আরযীর তাহ্‌রীকের ফলে ছোট বড় আহমদীরা গ্রামে শহরে সর্বত্র ওয়াক্‌ফে আরযীতে যাওয়া শুরু করেছেন। যারা কোথাও কোন জামাতে যাচ্ছেন তারা সেখানে গিয়ে কুরআন শিক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করছেন। উপরোক্ত শুভ সংবাদের মর্মকথা এটাই যে, ওয়াকফে আরযীর ফলে অনেক জামাতে কুরআনের শিক্ষা চালু হচ্ছে। যদি বেশি বেশি ভাই ও বোনেরা ওয়াক্‌ফে আরযীতে অংশ নেন তাহলে এক সময় দেখা যাবে যে কোন জামাত কুরআন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকবে না। আহমদীয়াত তথা হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর আগমনের উদ্দেশ্য এটাই যে সারা পৃথিবীর সকল মানুষ কুরআনের আলো লাভ করুক। তাহ্‌রীকে জাদীদের অধীনে মুরব্বীগণ দেশ বিদেশে জামাতের খেদমত করেছেন। কিন্তু মুরব্বীগণের সংখ্যা খুবই কম।

তারপর ওয়াক্‌ফে জাদীদের অধিনে মোয়াল্লেমীন গ্রামাঞ্চলের জামাতগুলোতে কুরআন শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছেন। এদের সংখ্যাও খুবই কম। কারণ এটা বড় কঠিন যে সারা জীবনের জন্য ওয়াঁকফ হয়ে দরবেশের জীবন যাপন করা খুব কম লোকেই পারছেন।

অথচ সকল জামাতেই মোয়াল্লেম প্রয়োজন। এই বৃহত্তর উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফে আরযী স্কীম। যেন সকল জামাতে কুরআন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা যায়। ওয়াক্‌ফে আরযী যেহেতু মাত্র দুই থেকে ছয় সপ্তাহের ব্যাপার তাই অনেক বেশি খোদ্দাম, আনসার, ও লাজনা এ কাজে অংশ নিতে পারেন।

এমন মানুষ অনেক আছেন যারা জামাতের খেদমত করতে চান কিন্তু মুরব্বী বা মোয়াল্লেম হয়ে সারা জীবন দিতে পারেন না। অথবা তিন বছর বা ছয় বছরের জন্য ওয়াক্‌ফ করে শিক্ষক বা ডাক্তার হিসাবে আফ্রিকা গিয়ে খেদমতের যোগ্যতাও রাখেন না তাদের জন্য এটি এমন সহজ একটি সুযোগ যে, হাজার হাজার আহমদী এতে অংশ নিতে পারেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) বার বার বলতেন যে তোমরা ওয়াক্‌ফে আরযী কর। যেমন একবার বললেন ঃ

প্রত্যেক আহমদীর উচিত নিজেকে এবং নিজ ভাইদেরকে বার বার ওয়াক্‌ফে আরযীর জন্য উৎসাহিত করা।" [আল ফযল ২৭ আগষ্ট ১৯৬৯ ইং পুনরায় ২৯ জুন ২০০৬ইং]

আল ফযল পত্রিকায় বার বার এ ধরনের ঘোষণা আসতে থাকে সকল যুগে। খাকছার নিজে বহু বছর ওয়াক্‌ফে আরযী করেছি বিভিন্ন জামাতে। আমার মত আরো হাজার হাজার মানুষ পাকিস্তানে ওয়াক্‌ফে আরযী করেছে যুগে যুগে, এখনও করেছেন। বড় বড় ডাক্তারগণও করেছেন ; উকিল বা প্রফেসর বা শিক্ষকগণও করেছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) ও বিভিন্ন সময় ওয়াকফে আরযী করতে বলেছেন। একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) ঘোষণা দিয়েছিলেন অন্যান্য দেশে গিয়ে ৩/৪/৬ মাসের ওয়াকফে আরযী করতে। যাদের সামর্থ্য আছে তারা করেছেন। কেউ স্পেনে গিয়েছেন। কেউ অন্য দেশে। হুযূর (রাহেঃ) রাশিয়ায় যাবার জন্যও বলেছিলেন। আমাদের এক উৎসাহী বয়স্ক দাঈ ইলাল্লাহ্ আকাঙ্খা প্রকাশ করেছিলেন রাশিয়ায় যাবার জন্য। কিন্তু স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবার কারণে তিনি যেতে পারেন নি। যারা ওয়াকফে আরযী করেন তারাই কেবল জানেন যে, কত আনন্দদায়ক এ ভ্রমণ বা এ অভিযান। আপনারা যারা পারেন তারা সাহস করেই দেখুন না।

আমার মনে আছে, আমি তখন খুলনায় ছিলাম। রঘুনাথপুর বাগ (ঝিকরগাছা) নতুন জামাত হয়েছে। আমাদের প্রিয় ভাই ডাঃ সেলিম খান, যিনি পরবর্তীতে বাংলাদেশ খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর হয়েছিলেন; বর্তমানে তিনি আফ্রিকার কংগোতে মেডিকেল মিশনারী হিসাবে (ওয়ক্‌ফে জিন্দেগী) বড় প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। এই সেলিম খান সাহেব রঘুনাথপুর বাগে ওয়াক্‌ফে আরযী করেছিলেন। তিনি সে সময় খুবই অসম্ভব পরিস্থিতে মসজিদের গোড়া পত্তন করেছিলেন সেখানে। জামাতের লোকদের সাথে মিলে বাঁশ কেটে কোন মতে একটি ঘর মসজিদ আকারে দাঁড় করিয়েছিলেন। পরবর্তীতে মসজিদ হয়েছে সেখানে। এখানেই জনাব শাহ আলম সাহেব কয়েকবছর পূর্বে শহীদ হয়েছেন। আল্লাহ্ আকবার! যে সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) এ তাহরীক ঘোষণা করেছিলেন তখন বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর কয়েকজন বুযুর্গান ওয়াক্‌ফে আরযীতে অংশ নিয়েছিলেন।

বর্তমান যুগ হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ওয়াক্‌ফে আরযীর উপর বার বার জোর দিয়ে আহ্বান করেছেন। বিশেষ করে ইউরোপ আমেরিকার বড় বড় যোগ্য স্পেশালিষ্ট ডাক্তারগণ ওয়াক্‌ফে আরযীতে অংশ নিচ্ছেন যুগ খলীফার আহ্বানে সাড়া দিয়ে। হুযূর (আইঃ) একবার বললেন ঃ

পৃথিবীর প্রত্যেক আহমদী নিজের জন্য ফরয করুন যে, বছরে কমপক্ষে এক বা দু'বার এক বা দু' সপ্তাহের জন্য জামাতের কাজে নিজেকে ওয়াক্‌ফ করবেন। আমি এক বা দু' দফা কমপক্ষে বলেছি। কারণ একবার যখন রাবেতা (যোগসূত্র) স্থাপন হয়ে যায় তারপর ঐ রাবেতা কে সংরক্ষণ করতে হয়। তারপন নতুন নতুন ময়দানের সন্ধান পাওয়া যায়। খুব মনোযোগ সহকারে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। নিজের যোগ্যতাকে কাজে লাগানো উচিত। তা সে হল্যান্ডের আহমদী হোক বা বেলজিয়ামের হোক অথবা ফ্রান্সের হোক অথবা ইউরোপের যে কোন দেশের আহমদী হোক। অথবা পৃথিবীর অন্য কোন দেশের হোক ; ঘানার হোক অথবা আফ্রিকার অন্য কোন দেশের হোক ; বুরকিনাফাসু বা কানাডা বা আমেরিকা বা এশিয়ার কোন দেশের আহমদী হোক-তাকে এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে।

যদি দুনিয়ার মানুষকে বিরাট ধ্বংস থেকে বাঁচাতে হয় তাহলে প্রত্যেকে বড় আগ্রহের সাথে এ বার্তা বা সংবাদ পৌঁছাতে হবে। নিজের দেশের মানুষকেও এ বার্তা পৌঁছাতে হবে।" (আল ফযল, ৩১ আগষ্ট ২০০৪ইং পুনরায় ১৮ই এপ্রিল ২০০৫ইং)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) যা বলেছেন এর পর আর কারো কিছু বলার প্রয়োজন থাকে না। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের খোদ্দাম, আনসার ও লাজনার বোনদের হৃদয় ওয়াক্‌ফে আরযীর জন্য উন্মুক্ত করে দিন। নিজের রূহানী উন্নতির সার্থে, জামাতের তা'লীম তরবীয়তের উন্নতির সার্থে আমাদের ওয়াক্‌ফে আরযীতে অংশগ্রহণ করা উচিত।

যারা কোথাও ওয়াক্‌ফে আরযী করতে যাবেন তার কী করবেন?

- তারা সেখানে দোয়ারত হবেন নিজের জন্য ঐ (যেখানে অবস্থান করছেন) জামাতের জন্য
- তারা সেখানে গিয়ে মসজিদ পরিষ্কার করবেন।
- নামাযের সময় স্থানীয় মানুষকে নামাযের জন্য ডাকবেন।
- সকালে কুরআন পড়াবেন। নিজেরা পড়বেন।
- কিছু সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বই পড়তে পারেন।
- এম,টি, এ দেখতে মানুষকে ডাকবেন।
- ঐ অঞ্চলের মানুষের সাথে পরিচিত হবেন। কুশল বিনিময় করবেন।
- দাওয়াত ইলাল্লাহ্ করবেন। মানুষকে নেক কাজের কথা বলবেন।
- কারো কোন বিশেষ সমস্যা আছে কিনা-তাকে কি সাহায্য করা যায় সে সম্পর্কে জামাতের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলবেন।
- যে কোন কাজ স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্টের সাথে আলাপ করে পরিকল্পনা করে প্রেসিডেন্ট সাহেবের দিক নির্দেশনা অনুসারে করবেন। সেখানে মুরব্বী বা মোয়াল্লেম সাহেব থাকলে তার সাহায্য নিবেন।

আল্লাহ্‌র খাতিরে আল্লাহ্‌কে সুন্তুষ্ট করার জন্য যে কোন কাজ করবেন। যত বেশি দোয়া করবেন, ততবেশি কামিয়াবী হবেন। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে সাহায্য করুন। এ সময় দোয়া কবুল হবে। যারা বেকার, কাজ বা চাকুরী পাচ্ছেন না তারা এতে অংশগ্রহণ করে দোয়া করে দেখুন। আশা করি উপকার হবে। ইনশাআল্লাহ্।

মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলা

ওয়াক্‌ফে আরযি একটি অতীব বরকতপূর্ণ ঐশী তাহ্‌রীক। এর অধিনে যারা খেদমত করতে আগ্রহী তাদেরকে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় দপ্তরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। ইনশাআল্লাহ্ আপনাদেরকে এ ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে।

আহমদ (আঃ)-এর সাহাবীগণ ও আল্লাহ্‌র সৃষ্টির অধিকার

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবীদের মোকাম ও মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেন, " জামাতের বন্ধুদের বলতে চাই, সেসব লোক যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রাথমিক সময়ে খেদমত করেছেন তারা দুনিয়ার জন্য আশ্রয়দাতা ও নিরাপত্তাদানকারী অস্তিত্ব ছিলেন।" তিনি আরও বলেন, "এক এক জন সাহাবী যারা মরে যাচ্ছেন, তারা আমাদের রেকর্ডের এক এক রেজিষ্টার। যাদের আমরা মাটিতে দাফন করছি। আমরা যদি এই সব রেজিষ্টারের নকল না করি তবে আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের আলামত। প্রকৃতপক্ষে এ সব লোকদের মূল্যায়ন কর এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চল।

তিনি বলেন, "এ হল ঐ সব লোক যাদের জন্য দোযখ সৃষ্টি করা যায় না। কারণ খোদাতাআলা তাঁদের এরূপভাবে তৈরী করেছেন যে তাদের বরকতের কারণে প্রত্যেক দোযখ তাদের জন্য বরকতপূর্ণ হয়ে যায়। আর শান্তির কারণ হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবীদের এক এক মুহূর্ত খুবই মূল্যবান, সুন্দর এবং মনোরম দৃশ্যাবলীতে পূর্ণ "চোখ যদি আয়না হত তাহলে ভালই দেখা যেত।"

এদের জীবনী পাঠ করলে এরূপ চিত্রাবলী প্রকাশ পায় যার প্রতিটি ছবি আকর্ষণীয়। সৌন্দর্যের বিবরণ আর বেপরওয়া গল্প জনরব হয়ে আছে। সেই প্রেমিকের কথা কি বলবো, যার "হৃদয় দেয়ার কৌশল জানা আছে।" আর অনুগ্রহের ঝরনা সজোরে প্রবাহিত হয়। আহমদ (আঃ)-এর সাহাবীদের অনুগ্রহ ও দয়া-মমতা যা তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির জন্য দেখিয়েছে তা আজকের প্রবন্ধের বিষয় বস্তু।

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) খোদার বান্দাদের সাথে যেরূপ ভাল ব্যবহার করেছেন এবং তাদের অধিকার দেয়ার ক্ষেত্রে যে উদাহরণ রেখেছেন তা প্রশংসনীয়, দর্শনীয় এবং অনুকরণীয়। কিছু দৃশ্য এখনে দেয়া হলঃ

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)

তাঁর সম্পর্কে মোহতরম মির্যা রফিক আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন, "হযরত আকদস (খলীফাতুল মসীহ্ সানী)-এর মৃত্যুর পর যখন জমি জমার বিষয়ে আমাদের ভাইদের মিটিং হয়, সে সময় ঐ সব তালিকা সামনে আসে যা দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই। কারণ বিশ বিশটা নয় বরং শত শত গরীব আত্মীয়-স্বজন এবং অন্য জামাতের গরীব ভাইদের তিনি নিরবে নিয়মিত মাসিক খরচ দিতেন। তাঁর জমি জমা থেকে হাজার নয় বরং লাখো টাকা আসতো। কিন্তু এর বেশি অংশ চাঁদা এবং গরীবদের সাহায্যে খরচ হয়ে যেত। ["মিল্লাত কা ফেদায়ী, রচিয়তা মির্যা রফিক আহমদ সাহেব]

হযরত নওয়াব মোহাম্মদ আলী খান সাহেব ঃ

নওয়াব সাহেব স্বভাবত শক্ত ধরনের মানুষ ছিলেন না। তিনি সব সময় তাঁর কর্মচারীদের সাথে ভাল ব্যবহার করতেন। পুরাতন খাদেম ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাত হলে তিনি খুব খুশী হতেন। বন্ধুর মত তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। তাদের পরামর্শ ও উপদেশ দিতেন। এ সময় মনে হত যেন ঐ সব লোকদের গোত্রের কোন লোক তাদের সাথে কথা বলছে। তাঁর অস্তিত্বের মধ্যে খোদা প্রদত্ত প্রভাব ছিল। তার সব ধারণার মধ্যে গাম্ভীর্য ছিল। তিনি খুব সরল মেজাজের মানুষ ছিলেন। তার হৃদয় সাদাসিধা ছিল। দরিদ্রদের জন্য ভালবাসা ও অনুরাগ রাখতেন। পাখাটানাওয়ালা মুচীর বাচ্চাদের হাতে খাওয়ার বস্তু নিয়ে দিতেন। তাদের ভালবাসতেন। তিনি গরমের দুপুরে তাদের সাথে প্রত্যহ কথা বার্তায় মগ্ন থাকতেন। [আহমদ ২য় খন্ড ৩৯৭ পৃঃ]

মোহতরমা হযরত বেগম সাহেবা মাওলানা শের আলী সাহেব ঃ

তিনি তাঁর স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সারা জীবন গরীব, দরিদ্র, মিসকিন ও এতিমদের খুব সেবা যত্ন করে গেছেন। তার কাছে সব সময় কোন না কোন এতিম থাকতো। তাকে তিনি নিজের বাচ্চার মত ঘরে রাখতেন। তাকে শিক্ষাদানের জন্য সঠিকভাবে পড়াতেন।

তাঁর নিয়ম ছিল রমযান মাসে নামাযের আগে দুধ বিতরণ করা। আর সেহেরীর সময় দরিদ্রদের জন্য লাচ্ছির ব্যবস্থা করা। এ কাজ করার জন্য বাচ্চাদের সকাল সকাল ঘুম থেকে জাগাতেন। তিনি তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গরীব ও প্রতিবেশীর জন্য এ খেদমতের ব্যবস্থা জারী রাখেন। লোকেরা বলাবলি করতো "সম্ভবত তার এ নেকী তাঁকে আখেরাতে ক্ষমার যোগ্য করবে"। ঘরের কাজ কর্মের জন্য তিনি সব সময় খাদেম রাখতেন। তিনি তাদের কাজে সব সময় অংশ নিতেন। প্রতি পদক্ষেপে তিনি অংশ গ্রহণ করতেন। এর কারণে খাদেম ও চাকরদের মধ্যে কেউ কখনও তাকে মন্দ বলে নাই, প্রয়াশঃ তার ভালবাসা ও স্নেহের কারণে নগদ টাকা পারিশ্রমিক হিসেবে নিতে তারা অস্বীকার করতো। আর বলতো আপনি আমাদের প্রয়োজন এত ভালভাবে খেয়াল রাখেন যে আমাদের টাকা নিতে লজ্জা লাগে। [সিরাতে হযরত মাওলানা শের আলী সাহেব]

হযরত মাওলানা শের আলী সাহেব ঃ

মোকাররম ইসহাক আলী খলীল সাহেব বর্ণনা করেন, "খাকসারের অনেক ছোট বয়স থেকে হযরত মৌলভী সাহেবের সাথে মেলামেশার সৌভাগ্য হয়। আমার আব্বা তবলীগের কাজে ইটালী রওনা হলে আমি দৈনিক মৌলভী সাহেবের নিকট গিয়ে আমার আব্বার ভালভাবে পৌঁছানোর জন্য দোয়ার দরখাস্ত করতাম। আমার মনে আছে মৌলভী সাহেব আমার মন ভোলানোর জন্য বলতেন আজ তার রওনার পর কত দিন হয়েছে। আর এতদিনে তো তিনি লন্ডন পৌঁছে যাবেন। মৌলভী সাহেবের এ কথাতে আমার মনমরা ভাব দূর হত এবং আমি মনে শান্তি পেতাম। আমি মৌলভী সাহেবের এ কথা শুনে অনেক খুশী হতাম। [সিরাত হযরত মাওলানা শের আলী সাহেব –রচয়িতা নজীর নিয়াজ]

মূল ঃ– রেজওয়ান খালেদ সাহেব

অনুবাদ ঃ– কাওসার আলী মোল্লা

সৌজন্যে ঃ

মাসিক আনসারুল্লাহ্, রাবওয়া, মে ২০০৫।

তিন ওয়াক্‌ফে জিন্দেগীর

কারাগারের দিনগুলি

[চতুর্থ ও শেষ কিস্তি]

এ কক্ষে একজন পুলিশ অফিসার আমাদের নাম ঠিকানা পুংখানুপুংখ ভাবে যাচাইয়ের পর সর্বশেষ যাচাইয়ের জন্য মাননীয় জেলার সাহেবের নিকট প্রেরণ করার সময় সতর্কতামূলক উপদেশ দিলেন যে, আমরা যেন উনার নিকট মেলায় যাবার সকল ঘটনা প্রকাশ না করি। কারণ বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ ও আহমদীয়া জামাতের কর্মী ইত্যাদি বিষয় শুনলে হয়তো আমাদের সমস্যা হতে পারে। এ উপদেশ শুনে আমরা চিন্তায় পড়ে গেলাম পাছে আবার কি বিপদ অপেক্ষা করছে! তিন বন্ধু মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম জেলার সাহেবের সাথে শুধু একজনে কথা বলবে, আমরা দোয়ায় রত থাকবো। কারাগরের প্রধান ফটক অতিক্রম করে বাইরে প্রথম পা ফেলেই দেখি বশির আহমদ মোয়াল্লেম ভাই দূরে অপেক্ষা করছে। পুলিশের হিফাযতে মাননীয় জেলার জনাব বেলাল হুসেন এর অফিস কক্ষের পার্শ্বে Weating room এর মোজাইক করা Floor এ বসে আল্লাহ্‌তাআলাকে স্মরণ করছি। আমাদের পূর্বে ৪ জন বন্দী সাক্ষাতকার ২/৪ মিনিটেই শেষ হয়ে যাবার পর আমাদের পালা আসলো। কোন আহমদী ব্যক্তির জীবন চলার পথে সমস্যা হতেই পারে, আর সেই সমস্যার ইচ্ছা যদি "আহমদীয়াতকে" নিয়ে হয় তবে সেই আহমদী অবশ্যই সম্মানের সাথে জিতে যাবে। এ যুক্তিটা ভুক্তভোগী বুযুর্গ আহমদীগণের নিকট হতে জানা। এখানে আমরা তো প্রকাশ্যভাবে আহমদীয়াতের ইস্যুতে জড়িত। আমাদের এত চিন্তা কিসের? আমাদের সাথে তো সত্য মাহদীর খোদার সাহায্য রয়েছে! এসব ভেবে বুকে সাহস সঞ্চার করে তিন জন এক সাথে সালাম দিয়ে জেলার সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করে দাঁড়ালাম। আল্লাহ্‌তাআলার কি শান!আহমদীদের দোয়ায় কী না হয়। জীবন্ত খোদার জলন্ত নিদর্শন দেখলাম! এত ক্ষমতাবান মাননীয় জেলার সাহেব আমাদের সামনে বিনীত ভাব প্রকাশের মাধ্যমে পরিচয় জানতে চাইলেন। এক জনের পরিচয় জানার পরই বললেন, "আপনাদের আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে এ দেশে অনেক অপ প্রচার চালানো হচ্ছে, অমুসলিম ঘোষণার দাবী হচ্ছে, খাতামান্নাবীঈন (সঃ)কে শেষ নবী মানেন না বলে প্রচার করে কুফরী ফতুয়া দিচ্ছে দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর মত মৌলবীরা। "আমরা নিজেদের মত প্রকাশ করার অনুমতি চাইলে বললেন, অবশ্যই বলুন, আমি শুনার জন্যই এগুলি প্রকাশ করেছি। আমি আহমদীয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে জানি না। আর ভালভাবে না জেনে কোন প্রকার মন্তব্য করতে চাই না। পানিতে হাত দিলে ঠান্ডা অনুভব হবে, আগুনে হাত দিলে গরম অনুভব হবে। এর বিরুদ্ধে যারা কথা বলে তাদের সাথে আমি একমত নই। মাথা নাড়িয়ে সায় দেয়ার মানুষ আমি নই। আমি ভারতীয় ইসলামের ইতিহাস জানি। মুসলমানদের দুরদশার অন্তরায় খোঁজে বের করতে হবে।"

আমরা সুন্দরভাবে নির্ভয়ে আরোপিত আপত্তির খন্ডন করে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আদর্শ, শেষ যুগের ইমাম মাহদী (আঃ)কে মান্য করার গুরুত্ব ও আমাদের ইসলাম সেবার নমুনা পেশ করলে তিনি হস্যোজ্জল মুখে বললেন আমি ঢাকা জেলায় এক সময় জেলার হিসেবে দাযিত্বরত থাকা কালে হুসনি দালানের পাশে আপনাদের কেন্দ্রীয় মসজিদ কমপ্লেক্সে গোয়েন্দা পাঠিয়ে খোঁজ খবর নিয়েছি। তারা আমার টেবিলে বসে যা আলোচনা করেছে তাতে কোন দোষ পাইনি। তখনই যা শুনেছি,তবে আমার স্বয়ং যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠেনি।" এ সুযোগে মনির হোসেন নিবেদন করলো আপনি অনুমতি দিলে আমি আহমদীয়া জামাতের পরিচিতি ও গবেষণামূলক কিছু বই পুস্তক গিফ্‌ট দিতে পারি। আমি আপনার পাশে দিনাজপুরেই থাকি। আমাদের জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব এস, এম, নসরুল্লাহ্‌ খান জেনারেল ম্যানেজার জনতা ব্যাংক দিনাজপুর। জেলার সাহেব খুবই খুশী মনে তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে বললেন অবশ্যই বই দিবেন। আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় সম্পর্কে জানতে চাই, বুঝতে চাই। আমারও তো ৫০ up age হয়েছে, কবরে যাবার চিন্তা আছে। এই দেখুন না এন্তেখাবে হাদীস পুস্তক আমি পড়ি, শুধু পড়ি না, গুরুত্ব পর্ণ স্থানে আন্ডার লাইন করে রেখেছি। আমি ইংরেজি পড়তে শিখেছি কিন্তু আফসোস আরবী পড়তে জানি না। তখন আমি বিনীতভাবে বললাম- আপনি "এ ওয়াইজ ম্যান" আমাদের জামাতে একটি কায়দা আছে যার অবলম্বনে সহজে আরবী শিক্ষা করা যায়। আপনাকে আমরা ৭/১০ দিনের মধ্যে কুরআন শরীফ দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ্‌। মানীয় জেলার জনাব বেলাল হোসেন সাহেব খুশী হলেন। আমাদেরকে বললেন আপনারা যে কোন সময় আমার নিকট আসতে পারেন। কোন কার্ড লাগবে না, আমি চেহারা চিনে রেখেছি। এর পর বাকি দু'জনের পরিচয় সংরক্ষিত রেজিষ্টার্ড বুকে টিক চিহ্ন দেয়ার পর বিদায় দিলেন। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট তবলীগ হলো। এদিকে ডিউটি পুলিশের বুপ পায়েচারী করতে করতে ক্ষয় হতে চললো। দুশ্চিন্তায় না জানি তাদের আটক করে ফেলেছে। অন্যদিকে বাইরে অপেক্ষমান আহমদী ভাইয়েরা এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

বের হবার পর পুলিশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করছে আমাদের কি হয়েছে! এতক্ষণ দেরী হল কেন? বললাম কোন সমস্যা নেই; উনি আমাদের সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। তখন পুলিশ আমাদের লোকদের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য এবং এত বিলম্ব হবার কারণ দর্শানোর জন্য আমাদের সাথে সাথে

আসলেন। কয়েক একর জমির মধ্যে নির্মিত কারাগারের উপর দিয়ে কোন একটি সুন্দর পাখীকেও উড়ে যেতে দেখিনি এই দশ দিনে। সেই কারাগার হতে আমরা আজ মুক্তি পেলাম। তিন বন্ধু মুক্ত মনে খোলা আকাশের নীচে বিজয়ীর বেশে দ্রুত পদে সামনে এগিয়ে যাচ্ছি, দেখলাম আমাদের সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষমান প্রিয় ব্যক্তিদের মাঝে মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেবকে, যিনি ৪ রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাঁর মেধা ও দোয়াকে কাজে লাগিয়ে সফলতার ফসলকে আলিঙ্গন করার জন্য স্নেহময়ী মায়ের মত দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদেরকে ফুলের মালা ও লাল গোলাপ দিয়ে বরণ করার পর তাঁর সাথে বুকে বুক মিলিয়ে আলিঙ্গন করে জেল হাজতের সকল কষ্ট দূর হয়ে গেল। আরো যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সর্বজনাব এ, কে রেজাউল করীম সাহেব, এস,এম নসরুল্লাহ্ খান, মোয়াল্লেম বশীর আহমদ এবং নাম অজানা অনেক অ-আহমদী ও আহমদী ভাই, সবার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাই। দীর্ঘ দশ দিন কারা ভোগের পর মুক্তিপ্রাপ্ত তিনজনের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ফটো তোলা হল। ।

এ সময় মৌলানা সাহেবকে ঢাকায় খুবই প্রয়োজন। তবুও আমাদের ছেড়ে চলে যেতে পারেন নি। দু'টি মাইক্রোবাসের একটিতে আমাদের বসিয়ে নাস্তা করালেন। নাস্তা ডোহান্ডা জামাতের লাজনা বোনদেরই তৈরী করা। অতঃপর আমাদেরকে নিয়ে আসা হল ভাতগাঁও মসজিদের সামনে। এখানে দেখছি অবাক কান্ড প্রচুর আহমদী নর-নারী ভির করে আছে, আমাদেরকে দেখছে। মোলাকাত করছে। মৌলানা সাহেব শুকরিয়া দোয়া পরিচালনা শেষে মৌঃ রবিউল ইসলাম সাহেবকে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের হাতে বুঝিয়ে দিলেন। আর মৌঃ মনির হোসেনকে দিনাজপুর জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের অনুমতি নিয়ে ভাতগায়ে তার শ্বশুরালয়ে হস্তান্তর করে আমাকে নিয়ে মাইক্রোবাসে ডোহান্ডা জামাতে এনে অধীর হয়ে অপেক্ষায় থাকা স্ত্রী-পুত্রদের সাথে সক্ষাতের পর প্রেসিডেন্ট সাহেবের হাতে বুঝিয়ে দিয়ে ইজতেমায়ী দোয়া করলেন। অন্যদিকে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব তাঁর ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী রূহানী সন্তানদের সাথে স্বয়ং কথা বলার জন্য উদগ্রীব। মৌলানা সাহেব তাঁর মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আমাদের তিনজনকে কথা বলার সুযোগ করে দিলেন। আমরা গ্রেফতার হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মোহতরম আমীর সাহেবের সাথে যোগাযোগ ছিল এর পর একটানা ১০ দিন বাইরের জগতের সাথে ফোনে যোগাযোগের কোন সুযোগ হয়নি। মোহতরম সদর আনসারুল্লাহ্ আহমদ তবশীর চৌধুরী সাহেবের সাথে জেল থেকে বের হয়ে প্রথম ফোনে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। সকল সাহায্যকারী ও দোয়াকারী আহমদী ভাই বোনদের নিকট আমরা এ লেখার মাধ্যমে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। উলেখ্য যে, পাঁচ দিন পর মৌঃ মনির হোসেন তাঁর প্রেসিডেন্টকে নিয়ে দিনাজপুর জেলা কারাগারের সম্মানীত জেলার সাহেবের নিকট আহমদীয়া জামাতের পরিচিতিমূলক বই-পুস্তক নিয়ে যান। মৌঃ রবিউল ইসলামের ব্যবহৃত চশমাটি যা কৌশলে রাইটার মেট রেখে দিয়েছিল তা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। অপর দিকে দশ দিন পর খাকসার, রবিউল ইসলাম, মোঃ মিজানুর রহমান মিলে আমাদের কাহারুল থানায় অন্যতম সাহায্যকারী জনাব আফতাব উদ্দীন চৌধুরীকে সাথে নিয়ে মাননীয় ইউপি চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন শাহ এর সাথে তাঁর অফিসে সাক্ষাত করে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। থানায় জব্দ করা দু'টি মোবাইল সেট ও হোমিও ঔষধ পত্র ফেরৎ পাবার সহযোগিতা চাই। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আমাদের আশ্বাস দেন। এক পর্যায়ে আমরা সকলে থানায় গিয়ে এস, আই সাহেবের সাক্ষাত করে ঐগুলো ফেরৎ গ্রহণ করি। এ সময় এস,আইসহ পাঁচজন পুলিশকে জোড়ালো তবলীগ করি।

–শাহ আলম খান
মোয়াল্লেম

আমরা তোমায় ভুলবো না

(২৯ পৃষ্ঠার পর)

অক্লান্ত পরিশ্রমের মাঝেই ১৯২৩ কিংবা ১৯২৪ সালে আপন মাওলার ডাকে চলে গেছেন। তাঁর উত্তরাধিকারী দুই ছেলে দুই মেয়ে। বড় মেয়ে মাসুদা খাতুন সাহেবা আহমদীয়া সিলসিলাহর বিশিষ্ট বুযুর্গ সদর মোবাল্লেগ মাওলানা মোজাফ্‌ফর উদ্দিন চৌধুরীর জননী। অপর মেয়ে জুহেরা খাতুন সাহেবার স্বামী ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভার সুদীর্ঘ বিশ বছরের নির্বাচিত চেয়ারম্যান, পাকিস্তান আমলের জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব আজিজুর রহমান মোল্লা। তাঁর সুযোগ্য সন্তান জনাব হাফিজুর রহমান মোল্লা বর্তমানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভার নির্বাচিত চেয়ারম্যান। দৌলত খাঁ সাহেবের এক ছেলে পিতার জীবদ্দশায় মারা যান। অপর ছেলে এরাদতউল্লাহ খাঁ দীর্ঘ জীবন লাভে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১০জুন ১৯৮২ তারিখ ইন্তেকাল করেন। তিনি দীর্ঘদিন জামাতের কাজ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর লাশ দাফনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রচন্ড মুখালেফাত সৃষ্টি হয়েছিল। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কোন কবরস্থানে কবর দেয়া সম্ভব হয়নি। পরে দেবগ্রামে পিতার কবরের পাশে দাফন করা হয়।

দৌলত খাঁ সাহেব ব্রাহ্মণবাড়িয়াবাসীর জন্য কোন সাত রাজার ধন বা আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ কিংবা সাগর সেচা কোন মানিক পেয়ে দিয়ে যাননি। তিনি আমাদের জন্য দিয়ে গেছেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতিশ্রুত অফুরন্ত রহমতের ভান্ডারের অনন্ত জীবনে চির সুখী হবার রত্ন। ইহজীবনকে স্বার্থক ও সফল করার পাথেয়। তারই ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌তাআলা যাদেরকে হেদায়েত করেছেন তারাই জাহেলিয়াতের মৃত্যুর হাত হতে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন। প্রকৃত মুসলমান হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। তাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষ তাঁর নিকট চির ঋণী। বাংলার মানুষ চির কৃতজ্ঞ। এই ঋণ কোন দিন শোধ হবে না। সদকা জারিয়া আছে আমাদের মাঝে। হাজার বছর ধরে অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত থাকবে তাঁর কৃতিত্ব। বাংলার আহমদীয়াতের ইতিহাসে তা অবিস্মরণীয়। তাই আসুন আমরা এই বুযুর্গ ব্যক্তির আত্মার মাগফেরাত কামনা করে আমাদের ঋণ কিছুটা হলেও শোধ করি।

-মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

আনসারুল্লাহ্ ঢাকার মিলন মেলা/২০০৬

উদ্দেশ্য ঃ

হযরত রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র শিক্ষা হলো (ক) "জ্ঞান অন্বেষণে প্রয়োজনে তোমরা চীন দেশে যাও (খ) জ্ঞান মানুষের হারানো সম্পদ সুতরাং তা যেখানেই পাও কুড়িয়ে নাও।" পবিত্র এ দুটি নির্দেশনা অনুসরণের খাতিরে ভ্রমণ কিংবা প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ বিচরণ করা আমাদের জন্য কর্তব্যই বটে। তাই জীবন কর্মের ধরা বাঁধা ছক হতে বেরিয়ে এসে অন্যরকম একটু স্বাদ পাওয়ার মানষে মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে প্রথমবারের মত এবার Picnic তথা মিলন মেলা/২০০৬ এর আয়োজন করা হলো। স্থান-মিরপুরস্থ ভুটানিকেল গার্ডেন আর অংশগ্রহণকারীগণ হলেন আনসারুল্লাহ্ ঢাকার প্রায় ৭০ জন। এর মধ্যে একজন ছিলেন নন-আহমদী মেহমান এবং চারজনই ছিলেন দূর্গারামপুর নিবাসী আনসারুল্লাহ্। আয়োজনের শুরু থেকে সমাপ্ত পর্যন্ত সর্বময় কাজের দায়িত্ব দিয়ে জনাব খালেদ বিন কাশেমকে কো-আহ্বায়ক করে এর জন্য একটি কমিটি গঠন করা হলো। ঠিক করা হলো বাংলাদেশের ৩৫তম স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ সকাল ০৯.০০ ঘটিকার সময় নির্ধারিত স্থানে গমনের জন্য ৪নং বকশী বাজারস্থ দারুত তবলীগ প্রাঙ্গন হতে বাসযোগে যাত্রা শুরু করা হবে।

ভ্রমণের বিবরণ ঃ

আহমদী সদস্যগণের সবাই সময়ের প্রতি বেশি সচেতন সেই সুবাদে নির্দিষ্ট দিনে সকাল ০৯.০০টার মধ্যেই অংশগ্রহণকারীগণের সবাই নির্ধারিত স্থানে এসে উপস্থিত। অভীষ্ট কর্ম সমাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপকরনাদি ও নাস্তা বাসে উঠানোর পর সকাল ০৯.৩০ টার সময় আমরা গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। ক্ষণিক পূর্বে মোহতরম মৌলানা আলহাজ্জ আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব দিনের প্রারম্ভিক কাজের শুভ কামনায় মহান আল্লাহ্‌র দরবারে সবাইকে নিয়ে দোয়া চাইলেন এবং পরে দলীয় ছবি/ভিডিও এর কাজ সাঙ্গ করে আমরা সবাই গিয়ে বাসে আরোহণ করলাম। উল্লেখ্য যে, এই মিলন মেলায় প্রত্যেকের জন্য ধার্যকৃত চাঁদার পরিমাণ ছিল মাত্র ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা। আর বাদ বাকী সব টাকা মজলিসের পক্ষ হতে সংস্থান করা হয়।

বাস চলার পথে নাস্তা বিতরণ কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী ছোট ভাই তফাজ্জল হোসেন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে টোকেন রিটার্ন নেয়ার মাধ্যমে সবার হাতে সকালের জন্য নির্ধারিত নাস্তার প্যাকেট তুলে দেন। সেই প্যাকেটে ছিল ছোট আকারের দু'খানা পাউরুটি, মুরগীর (ফার্মের) ডিম ও দেশীয় দুটি সুস্বাদু সবরি কলা। বাড়ী থেকে সবাই ত্বরা করে খালি পেটে আসা পেটখানা ঐ প্যাকেটের সৌজন্যে ভরে নিলেন। তবে সেখানে পানি পানের সমস্যাটি ছিল প্রকট। সে যা-ই হউক, হুযূর আকদাস (আইঃ) কর্তৃক নিত্যদিন পাঠ করার জন্য তাহরীককৃত দোয়াগুলি পাঠ করতে করতে আমরা সবাই সকাল ১০.০০টার মধ্যে আমাদের লক্ষ্যস্থলে এসে পৌঁছে গেলাম। উদ্যানের ভিতর দিয়ে প্রায় এক কিঃ মিঃ দীর্ঘ রাস্তা পায়ে হেটে সবাই আমরা আমাদের জন্য বুক করা নির্ধারিত আসনে এসে উপস্থিত হলাম। বন্ধুবর ছন্দরাজ জনাব ডাঃ শেখ হেলাল উদ্দিন সাহেবসহ আমরা কয়েকজন গার্ডেনের কতিপয় স্থান পরিদর্শন ও দুটাকার বিনিময়ে প্রাকৃতিক একটি কাজ শেষ করে মূল জামায়েতে ফিরে এলাম।

পরিদর্শন মন্তব্য ঃ

বিশাল এলাকা জুড়ে এই গার্ডেন। যার মধ্যে রয়েছে বিচিত্র প্রজাতীর অসংখ্য গাছ-গাছালী, প্রজাতী ভেদে এদের প্রত্যেকেরই রয়েছে রূপ গন্ধ ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। গাছের মধ্যে জন্মেছে গাছ আর এদের পত্র পল্লবে রয়েছে অপরূপ সৌন্দর্যের ছোয়া। ক্ষণিক দাঁড়িয়ে সুস্থ মস্তিষ্কে যদি চিন্তা করা যায় তবে সততই প্রশ্ন জাগে যে, কে সে এই সৌন্দর্য সৃষ্টির স্রষ্টা? পবিত্র সকল আত্মাই জবাব দিবে, "কুন ফাইয়াকুন এর অধিকারী খোদাই" কেবল এই সমুদয় সৌন্দর্যের স্রষ্টা, এতদ্ব্যতীত আর কোন সত্তার পক্ষেই এহেন সাজানো নিখাদ পরিপাটি বাগান জগত সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। নির্বাকে ধ্যানে দয়াময় খোদার দয়ার কথা ভেবে ভেবে তৃষ্ণার্ত আত্মাকে তৃপ্ত করে মেলার আড্ডাখানায় এসে বসলাম। যয়ীমে আলা জনাব শফিক আহমদ সাহেব স্পীকার হাতে সবাইকে যথারীতি সালাম ও অভিবাদন জানিয়ে নিজেদের মধ্যে পরস্পর পরিচিত হওয়ার আহ্বান জানালেন আর এই পর্বটি চলল সকাল ১১.৩০ শুরু করে বেলা ০২.৩০ মিঃ পর্যন্ত।

মনমুগ্ধকর ও হৃদগ্রাহী এক অনুষ্ঠান ঃ

উপস্থিত গোলটেবিল সভায় প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ পরিচয় উপস্থাপন করলেন। পরিচয়ের বিষয়বস্তু ছিল, নিজের এবং পিতার নাম, স্বীয় ঠিকানা, জন্মগত কিংবা converted আহমদী, দাদা ও নানার পরিচয় এবং আহমদীয়াত সংশ্লিষ্ট পারিবারিক যে কারোর ঐতিহ্য মন্ডিত ঘটনা ও অবদান উল্লেখ করণ।

সেই মতে প্রত্যেকেই যার যার সাধ্যমত জামাত সম্পর্কীয় নিজের কিংবা পূর্ব পুরুষ কারোর পুণ্য বিজড়িত বেদনা ও সুখ মিশ্রিত ঈমান উদ্দীপক ঘটনা হৃদয় উজাড়ে আবেগময় কণ্ঠে বলে যাচ্ছিলেন। এই বলার মাঝে যেখানে যার যতটুকু ফাঁক ও কমতি ছিল তা বিষদভাবে বিশ্লেষিত করে তুলে ধরেছিলেন সর্ব জনাব রেজাউল করিম সাহেব, জনাব আলহাজ্জ মুহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব, জনাব মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্ সাহেব ও জনাব আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব। এই পরিচয় এই অনুষ্ঠানে অতীতের যেসব পবিত্রাত্মার নাম আসছিল তাঁরা হলেন শ্রদ্ধেয় জনাব মৌলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ ও তদ্বীয় সুযোগ্য পুত্র জনাব মৌলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব (বি, বাড়ীয়া) জনাব আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব, জনাব ফকীর মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী ও জনাব আফজাল হোসেন সাহেব দূর্গারামপুর এবং জনাব চানমিয়া সাহেব (নাখালপাড়া) প্রমুখ।

উপস্থাপকগণ স্বর্গীয় এসব পবিত্র পুরুষদের দ্বারা বাংলাদেশে কিভাবে আহমদীয়াতের পয়গামের আগমন হয়েছে এবং তা কিরূপ প্রতিকুলতার মধ্য দিয়ে বিস্তার লাভ করেছে আর এসব কর্ম সাধন করতে গিয়ে তারা যে দুঃখ বেদনা নির্যাতন নিপীড়নের স্বীকার হয়েছেন তা তুলে ধরেন। মিলন মেলায় অংশগ্রহণকারীগণের প্রত্যেকেই বহু সময় ধরে নির্বাক কণ্ঠে সেসব ব্যথা-বেদনা ও পুণ্যরসে ভরপুর গল্প গাঁথা বারিঝরা নেত্রে তন্ময় বসে শ্রবণ করছিলেন আর অন্তহীন কৃতজ্ঞতায় তাঁদের জীবিত জীবনকে স্মরণ করছিলেন। (হে রহমান খোদা! তুমি তোমার অপার কৃপা মহিমায় সেসব স্বর্গীয়দের জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দান করো) পর পরই যোহর ও আসরের বাজামাত জমা নামায পড়ার তাগিদ এসে গেল। কিন্তু এখানেও সমস্যা দাঁড়ালো ওযূর পানির স্বল্পতা নিয়ে, এই সুযোগে কেউ কেউ বিধান মতে তৈয়াম্মুম করে নিলেন। মোহতরম মৌলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেবের ইমামতিতে আমরা যোহর আসর জমা নামায আদায় করে নিলাম।

ভোজন পর্ব ঃ

এখন ভোজন পর্ব শুরু হবে। সুতরাং তৎপরতার সাথে সবাই আমরা চেয়ার ও চাদর বিছানো মেঝেতে যার যার সুবিধামত স্থান নিয়ে বসে পড়লাম। ঠান্ডা ও গরম খাবার ভর্তি প্লেট প্রত্যেকের হাতে তুলে দেয়া হলো। মেনু ছিল সুন্দর চিকন চালের ভাত, দেশীয় মুরগীর রোষ্ট, সব্জি ভাজি, সালাদ, ডাল, লবণ ও পানি। এখানেও সে একই সমস্যা আর তা হলো প্লেটের স্বল্পতা। আমি এমন একটি আসন নিয়ে বসেছিলাম যাতে করে সবার আগেই খাবার প্লেট পাওয়া যায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বিতরণ শুরু করলেন আমার বিপরীত পাশ থেকে, কাজেই আমি পড়লাম সবার শেষে।

মেলা আয়োজনের একনিষ্ঠকর্মী জনাব খালেদ বিন কাশেম বরাবরই একজন অতিথি পরায়ন ব্যক্তি। তিনি একটি ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি বেশ তীক্ষ্ণ নজর দিলেন আর তা হলো খাবার শেষে সবার মাঝে Tissue paper ও Toothpick বিতরণ কর্ম। এ দুটি উপকরণ নিয়ে তিনি চারিপাশ ঘুরে ঘুরে হাক ডাক করে সবার মাঝে তা বিতরণ করে দিলেন।

সমাপ্তি অধিবেশন ঃ

আবার যয়ীমে আলা মাইক হাতে সবাইকে সালাম জানিয়ে সমাপ্ত অধিবেশনে বসলেন, এখানকার এই অধিবেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো; মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র সদ্য যোগদানকৃত সম্মানীত সদস্যদের হাতে যৎসামান্য উপঢৌকন তুলে দিয়ে তাদেরকে বরণ করে নেয়া আর সত্তর উর্ধ্ব বয়ঃপ্রাপ্ত আনসার ভাইদেরকেও অনুরূপভাবে সম্মানিত করা। যথারীতি এই ক্ষুদ্র কর্মসূচী সমাপ্ত হলো। প্রত্যেক গ্রুপের ৫ জন করে মোট ১০ জনকে পুরস্কৃত করা হলো। অতঃপর হাবীবুল্লাহ্ সাহেব ও জনাব আলহাজ্জ মুহাম্মাদ মুতিউর রহমান সাহেব তাঁরা তাঁদের বক্তব্যে যথাক্রমে পবিত্র কুরআন শিক্ষা ও ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। সবশেষে জনাব কাওসার আলী মোল্লা জেনারেল সেক্রেটারী আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ মেলা আয়োজনের ওপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং জনাব খালেদ বিন কাশেম মিলন মেলা বাস্তবায়ন কমিটির কো-আহ্বায়ক শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। ফাঁকে বন্ধুদের সবাই হঠাৎ খাকসারকে অনুরোধ জানালেন স্বরচিত একখানা নজম পরিবেশন করার জন্য। অনুরোধকে আর উপেক্ষা করা গেল না, তাই সুরে নয় আবৃত্তির আকারে একখানা নজম পেশ করা হলো, সবাই আপ্লুত. হলেন, প্রতিযোগী একজন বিধায় আমি First হলাম। তাই বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ জাগতিক জীবনের তৃষ্ণা মিটানোর নিমিত্তে খাকসারকে একখানা গ্লাস উপহার দিয়ে কৃতার্থ করলেন, উপহারটি ছোট বটে কিন্তু আমার কাছে তা আকাশ জমিন পরিমাণ সম্পদ তুল্য বলে বিবেচিত হলো, ফলে খোদার দরবারে এর শুকরিয়া আদায় করলাম।

প্রত্যাগমন পর্ব ঃ

প্রস্তান করার নির্ধারিত সময় (Shedule time) বিকাল প্রায় ০৫.০০টা বাজে বাজে অবস্থা। জনাব শফিক আহমদ সাহেব তার মজলিসের পক্ষ হতে সবাইক কৃতজ্ঞতা জানালেন এবং খাদেমদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে মহান আল্লাহ্‌তাআলার দরবারে অফুরন্ত শুকরিয়া জ্ঞাপন পূর্বক সবাইকে প্রত্যাগমনের অনুমতি দিলেন। পরে সমাপ্ত দোয়ার শেষে সেখান হতে পুনরায় বাসে চড়ে সবাই স্বীয় আবাস্থল অভিমুখে যাত্রা করলাম।

মেলায় আনন্দ ও আরামের ক্ষেত্রে যে প্রতিকুলতা ছিল তা হলো চৈত্রের সূর্যের প্রচন্ড তাপদাহ ও পরিবহনকারী ভাড়া করা ক্ষুদ্রাকার বাসখানা। বাসটির প্রচ্ছদ ও ভিতরকার আসন অবয়ব মোটেই আকর্ষণীয় ছিল না। অপর পক্ষে ঐ দিনকার তাপদাহ ছিল ৩২-৩৫ সেঃ যা অনেকের জন্যই কষ্টের কারণ হয়েছে। সময়টা আরো একটু আগে হলে ভাল হতো। তবুও সার্বিক মূল্যায়ণে আমি বলব এই ভ্রমণ জোয়ান ও বৃদ্ধ প্রত্যেক আনসারুল্লাহ্‌র জন্যই অত্যন্ত আনন্দ মুখর ও চিত্ততৃপ্তমূলক হয়েছে। আহমদীয়াতের সুদীর্ঘ জীবনের অঢেল অভিজ্ঞতা ও পুণ্যাত্মা খোদাপ্রাপ্তদের সান্নিধ্যে বসে সবাই একটি দিবস কাটাতে পেরে নিজেকে ধন্য ও পরিতৃপ্ত মনে করেছে। সেদিক বিবেচনায় আমি বলব প্রত্যেকের জন্যই এ আয়োজন অনুষ্ঠান শতভাগ উপভোগ্য হয়েছে শত ভাগ ফলপ্রসূ হয়েছে যা প্রত্যেকের জীবনেই বেনজীর উপমা হয়ে থাকবে। আমার মনে হয় যারা অবহেলা বশতঃ এই মেলায় অংশগ্রহণ করেন নি তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন এবং অনেক পাওয়া হতে বঞ্চিত রয়েছেন।

পরন্ত বেলায় প্রায় ০৫.৩০ মিঃ এর সময় খাকসার সবাইকে সালাম জানিয়ে বিদায় নিয়ে বাস থেকে নেমে পড়লাম। রাস্তায় চলতে চলতে ভাবলাম, হায়! যদি দুনিয়ার প্রত্যেকেই আনন্দ উপভোগ করার ক্ষেত্রে এহেন আচারাচরণ ও রীতিনীতি মেনে চলত তবে কবেই না এই পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হতো।

–মোঃ ফজলে-ই-ইলাহী

মুসীর জন্য নির্দেশাবলী

"আল ওসীয়্যত" কিতাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) একজন মুসীর জন্য নিম্ন বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন। এসবের প্রতি মনযোগী হওয়া প্রত্যেক মুসীর জন্য জরুরী ঃ

(১) বেহেস্তী মাকবেরা" অফিসে চিঠিপত্র লিখার সময় বা স্থানীয় জামাতে চাঁদা "হিস্যা আমদ" /"হিস্যা জায়েদাদ" দেয়ার সময় নিজের নাম, পিতা/স্বামীর নাম এবং নিজ ওসীয়্যত নম্বর অবশ্যই লিখবেন।

(২) নিজ ঠিকানা এক জামাত থেকে অন্য জামাতে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে "বেহেস্তী মাকবেরা" অফিস এবং উভয় সম্পর্কযুক্ত জামাতকে নিজের নতুন ঠিকানা অবহিত করবেন।

(৩) "বেহেস্তী মাকবেরা" অফিস অথবা স্থানীয় জামাত থেকে 'আসল আমদ' ফরম পাবার পর তা ভালভাবে পূরণ করে তাতে স্থানীয় জামাতের সেক্রেটারী মাল এর সত্যায়ন নিয়ে প্রত্যেক বছর ৩১শে আগষ্টের মধ্যে উক্ত অফিসে পাঠানো জরুরী। যদি 'আসল আমদ' ফরম না পাওয়া যায় তবে "বেহেস্তী মাকবেরা" অফিসকে এবং একই সাথে স্থানীয় জামাতকেও অবহিত করতে হবে।

(৪) "হিস্যা আমদ"এবং "হিস্যা জায়েদাদ" দেয়ার আগে পরিশিষ্ট ৫ এ (ওসীয়্যতের নিয়মাবলী) লিখা মজলিস কারপরদাজের নিয়মাবলীর প্রেক্ষিতে ওসীয়্যতের নিয়মাবলীর ২নং ধারার ২নং ব্যাখ্যা, ১৭ নং ধারা এবং "নেযামে তাসখিস" সংক্রান্ত প্রথম অধিবেশনের কার্যবিবরণীর ৪ ও ৫ ধারার প্রেক্ষিতে ওসীয়্যতের ১৭, ৪৫,৪৬ ও ৪৭ ধারা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য (আল ওসীয়্যত দ্রষ্টব্য)।

(৫) চাঁদা "হিস্যা আমদ" ও "হিস্যা জায়েদাদ" পরিশোধের রশিদ একটি ফাইলে হেফাযতে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) মরকযে সিলসিলায় যাবার সুযোগ পেলে "বেহেস্তী মাকবেরা" অফিসে নিজের রশিদগুলো সাথে নিয়ে যাবেন এবং নিজ ওসীয়্যতের হিসাব যাচাই করবেন।

(৭) স্মরণ রাখতে হবে, ওসীয়্যতের নিয়মাবলী মোতাবেক প্রত্যেক পাঁচ বছর পর নিজ সম্পত্তি সম্পর্কে "বেহেস্তী মাকবের" অফিসকে বিস্তারিত জানানো আবশ্যক।

(৮) সব সময় এদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে যে, ওসীয়্যতের আর্থিক দিক শুধু কুরবানী এবং দীনের খেদমতের আবেগ প্রকাশের জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে ওসীয়্যতের আসল আকাঙ্খা ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমান এখলাস আমলে সালেহ এবং কুরবানীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রত্যেক ওসীয়্যতকারীর জন্য এটা জরুরী যে তিনি মুত্তাকী হবেন, সর্বপ্রকার হারাম হতে আত্মরক্ষাকারী হবেন, শিরক ও বেদা'তমূলক কাজ করবেন না। খাঁটি সরল অন্তকরণের হবেন এবং যথাসম্ভব ইসলামের বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে মেনে চলবেন এবং তাকওয়া-তাহারাত (খোদাভীতি ও পবিত্রতা) সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে চেষ্টিত থাকবেন। তিনি হবেন মুসলমান, খোদাকে এক জ্ঞান করবেন এবং তিনি রসূল (সঃ)-এর প্রতি সত্যিকারভাবে বিশ্বাসী হবেন এবং এতদসঙ্গে "হুকুকুল ইবাদ (আল্লাহ্র সৃষ্ট জীবের হক্ব) আত্মসাৎকারী হবেন না।

এ ছাড়াও সৈয়্যদানা হযরত আকদাস আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মোহতরম নবাব মনসুর আহমদ খান, উকিলুত তবশীর সাহেব বিগত ২২-০১-০৪ ইং তারিখে নসিহত করেন যা নিম্নরূপঃ

(১) কোন সাধারণ আহমদী তার চাঁদা আম এর হিস্যা () কোন কারণে অনুমতি সাপেক্ষে কমও দিতে পারেন কিন্তু কোন মুসী তার নির্ধারিত হিস্যার

১/১০, ১/৯, ১/৮....১/৩ চাইতে কম প্রদান করতে পারবেন না।

(২) কোন মুসী যদি আখলাকের দিক থেকে বিচ্যুত হন এবং শরীয়ত বিরোধী কাজ করেন তবে সে বিষয়ে মরকযে রিপোর্ট পেশ করতে হবে।

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান
সেক্রেটারী ওসীয়্যত
সদর, মজলিসে মুসীয়ান
আঃ মুঃ জাঃ বাংলাদেশ।

"সকল অস্ত্র ধ্বংস হবে। কিন্তু ইসলামের রূহানী অস্ত্র ধ্বংস হবে না। সকল রণকৌশলই পরাজিত হবে, কিন্তু ইসলামের স্বর্গীয় পরিকল্পনা কখনও পরাজয় বরণ করবে না। এটা কখনও পতিত ও ব্যর্থ হবে না, বরং সকল অশুভ শক্তিকে নিঃশেষে ধ্বংস করে ফেলবে।" (তবলীগে রেসালৎ, খন্ড ৬, পৃঃ-৮)

নব প্রাণের সিঞ্চনে সিক্ত ও উজ্জীবিত আঃ মুঃ জাঃ ক্রোড়ার ৫৫তম সালানা জলসা অত্যন্ত সুন্দর ও সার্থকভাবে সুসম্পন্ন

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহে ঋতুরাজ বসন্তের মাহেন্দ্রক্ষণে তপ্ত দগ্ধ দিবস ৩১ মার্চ ২০০৬ইং শুক্রবার, সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ (রাঃ) সাহেবের পুণ্য বিজরিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদরের ১৪ কিঃ মিঃ পূর্ব দক্ষিণে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী আহমদীয়া মুসলিম জামাত ক্রোড়ার ৫৫তম সালানা জলসা ক্রোড়া মসজিদ প্রাঙ্গণে অত্যন্ত সুন্দর, নিষ্কন্টক ও সাফল্যজনকভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ্)।

এই মহতী জলসায় বাসুদেব গ্রামের স্বনামধন্য কৃতি পুরুষ ক্রোড়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট বহু ভাষাবিদ পন্ডিত মৌলভী মরহুম হায়দার আলী ভূইয়া সাহেবের সুযোগ্য নাতি, আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের-উর-রহমানের নেতৃত্বে, নায়েব ন্যাশনাল আমীর অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ সদর মুরব্বী মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, সেক্রেটারী উমুরে আমা আলহাজ্জ এ, কে রেজাউল করীম, সেক্রেটারী জায়েদাদ আলহাজ্জ মোহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ্, সদর মুরব্বী আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ আহমদ, ও আঃ মুঃ জাঃ ঢাকার নায়েব আমীর আলহাজ্জ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব যোগদান করেন।

১০-৫০ মিনিটে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে জলসার প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। ক্রোড়া জামাতের মোয়াল্লেম জনাব দাউদ আহমদ বোখারীর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও জনাব এহসানুল হাবীব জয়ের সুললিত কন্ঠের উর্দূ নযম পরিবেশনের পর মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব দোয়ান্তে সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন "এদেশের মানুষ আমাদেরকে অত্যন্ত খোলা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছেন। তিনি আরো বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) প্রতিষ্ঠিত এ জলসার উদ্দেশ্য ও আধ্যাত্মিকতা যেন পরিপূর্ণভাবে হাসিল হয়।"

মহানবী (সঃ)-এর উন্নত জীবনাদর্শ বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন সদর মুরব্বী আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ আহমদ, পবিত্র কুরআনের ভাষায় মুহাম্মদ (সঃ)-এর সম্বন্ধে তিনি বলেন "কানা খুলুকুহুল কুরআন" অর্থাৎ তিনি ছিলেন মূর্তিমান কুরআন। তাকে সৃষ্টি না করলে আসমান যমীন কিছুই সৃষ্টি করা হতো না।

হাফেজ মোহাম্মদ সেকান্দর আলীর ইমাম মহদী (আঃ) এর আগম বিষয়ে প্রাঞ্জল বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ১২টা ১৮ মিনিটে প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধিবেশন

মধ্যাহ্ন বিরতি, গোসল, দুপুরের খাবার শেষে জুমুআর নামাযের পর ২টা ৩০ মিনিটে যথারীতি জনাব যুবায়ের আহমদ স্বপন ও জনাব মনির আহমদ ভুইয়ার পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও সুমধুর কণ্ঠের উর্দূ নযম পাঠের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় অধিবেশনের শুভ সূচনা হয়েছে।

রসূল (সঃ)-এর প্রেমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এবং রসূল (সঃ)-এর জীবন থেকে পরমত সহিষ্ণুতা বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। আর্থিক কুরবানী ও ওসীয়্যত বিষয়ে সেক্রেটারী উমুরে আমা আলহাজ্জ একে রেজাউল করিম এবং ঐশী খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় অসংখ্য কুরআন হাদীসের উদ্ধৃতিসহ জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন মিশনারী ইনচার্জ ও নায়েবে আমীর মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

তারপর জনাব এনামুল হক ইন্টুর সুমধুর সুরে বাংলা নযম পরিবেশনের পর শুরু হয় ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের-উর রহমান সাহেবের মর্মস্পর্শী সমাপনী ভাষণ। তিনি বলেন "ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে মানবতার জন্য। লুটপাট, ভাংচুর করে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে জোরপূর্বক অন্যের ঘারে ধর্ম চাপিয়ে দেয়ার সমর্থন ইসলাম করে না। পবিত্র কুরআনে আছে "লা ইকরা ফিদ্দীন"। তিনি সকলকে ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য অন্বেষণের আহ্বান জানান। বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটে ৫৫তম সফল এ জলসার যবনিকা টানেন।

আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, তারুয়া, দূর্গারামপুর, ঘাটুরা, শালগাও, নাটাই, খরমপুর, দেবগ্রাম, বিষ্ণুপুর, তালশহর, সরাইল, কুমিল্লা, কটিয়াদী, তেরগাতি, গালিমগাজী, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, সিলেট, ক্রোড়াসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ২৬টি জামাত থেকে ৭৭ জন আনসার, ৮৯ জন খোদ্দাম, ৮৬ জন আতফাল ৩১ জন মেহমান সহ ২৫৬ জন পুরুষ এবং ১৭০ জন লাজনা, ৭৭জন নাসেরাত, ৭ জন নন আহমদী নারী পুরুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে ক্রোড়ার ৫৫তম সালানা জলসা যেন সার্থক রূপ নিয়েছে।

প্রতিবেদক ঃ **আফজালুর রহমান রিপন** (সাংবাদিক)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী জুলাই -২০০৬ ইং হতে পাক্ষিক আহমদী'তে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফাগণের উপর লিখা ছাপানোর বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

এ জন্য প্রাথমিকভাবে খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর জীবনী, খেলাফতকালের বিশেষ ঘটনাবলী, ঐতিহাসিক ছবি ইত্যাদি পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

-ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

মিরপুর আনসারুল্লাহ্‌র কর্মশালা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত

৩১/০৩/০৬ইং শুক্রবার মিরপুর মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌ ঢাকা-২ এর উদ্যোগে কর্মশালা ও হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তক আল ওসীয়্যতের উপর আলোচনা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ৯.৩০ মিনিটে কর্মশালার উদ্বোধন করেন সদর, মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌, বাংলাদেশ জনাব আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বজনাব শফিকুল ইসলাম, উবায়দুর রহমান ভুইয়া প্রমুখ। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান, যয়ীমে আলা, মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌ ঢাকা-২। বাদ জুমুআ হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর রচিত পুস্তক আল ওসীয়্যত এর ওপরে সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জনাব মাহবুব আযম রেজা, নায়েব সদর সফে দউম, মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌ বাংলাদেশ। আলোচনা করেন সর্বজনাব উবায়দুর রহমান ভুইয়া, মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব সুলতান আহমদ এবং নযম পেশ করেন জনাব পানাউল্লাহ্‌ সাহেব। উভয় অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় ছিলেন জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান, যয়ীমে আলা মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌ ঢাকা-২ (মিরপুর)। সেমিনারে লাজনাসহ প্রায় ১৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ আখতারুজ্জামান

মুসলেহ্‌ মাওউদ দিবস উদযাপন

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ চট্টগ্রামের উদ্যোগে 'মুসলেহ্‌ মাওউদ' দিবস উদযাপিত হয়। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর হাদীস পাঠ ও নযমের পর মুসলেহ মাওউদের কর্মময় জীবনের উপর বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য প্রদান করেন। এই মহতী অনুষ্ঠানে ৮২জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি হয়।

প্রেসিডেন্ট
লাঃ ইঃ চট্টগ্রাম

মুসলেহ্‌ মাওউদ (রাঃ) দিবস পালিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ নারায়ণগঞ্জ জামাতের উদ্যোগে ২৫-০২-০৬ইং তারিখে মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) দিবস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মুসলেহ্‌ মাওউদ (রাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ৩২জন লাজনা ও ২১ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট দিলরুবা বেগম।

প্রেসিডেন্ট
লাঃ ইঃ নারায়ণগঞ্জ

তারুয়ায় মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) দিবস উদযাপিত

গত ২৩/০৩/০৬ রোজ বৃহস্পতিবার বাদমাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামাত তারুয়ায় অত্যন্ত জাঁকমকপূর্ণভাবে ভাবগম্ভীর পরিবেশে মসীহ্‌ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব জহির আহমদ মিয়াজীর সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব বসির আহমদ, উর্দু নযম পেশ করেন জনাব ইসমত উল্লাহ্‌ (ওয়াকফে নও)। প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব ফজলুল ভূইয়া ও জনাব লুৎফর রহমান। উক্ত অনুষ্ঠানে আরও দুইজন বাংলা নযম পেশ করেন, তারা হলেন জনাব মামুন আহমদ ও জনাব জামাল মিয়াজি। এরপর উক্ত দিবসের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন জনাব মোজাফ্‌ফর আহমদ রাজু মোয়াল্লেম। অনুষ্ঠানের সভাপতি সাহেব হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) এর দাবীসমূহ ও তার সত্যতা বিশদভাবে আলোচনা করে দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা ও নাসেরাতসহ মোট ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) জন।

– সোলেমান মিয়া

সোনার গাঁ হালকাতে মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) দিবস উদযাপন

গত ২৩/০৩/০৬ইং মহান আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযলে নারায়ণগঞ্জ জামাতের সোনার গাঁ হালকাতে মজলিস আনসারুল্লাহ্‌, মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র যৌথ উদ্যোগে মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) দিবস উদযাপিত হয়। বাদ আসর হতে এশার পূর্ব পর্যন্ত দু'পর্বে দিবসের কার্যক্রম চলে। দিবস উদযাপনে সভাপতিত্ব করেন অত্র হালাকার আনসারুল্লাহ্‌র যয়ীম মোহতরম নূর মোহাম্মদ সাহেব। কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আলী আহমদ (আনসারী) এবং নযম শুনান জনাব কাউসার আহমদ (কায়েদ, সোনারগাঁ হালকা)। অতঃপর মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনী বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব ডাঃ আব্দুল জলিল ও কবির হোসেন সাহেব। মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা বিষয়ে বক্তৃতা করেন আফজাল হোসেন। অতঃপর বিরতী, মাগরীব নামায ও আপ্যায়ন সম্পন্ন করা হয় এবং অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র পক্ষ হতে দু'জন নাসেরাত বসিরা সুলতানা ও নিগার সুলতানা বাংলা ও উর্দু নযম শুনান। অনুষ্ঠান সমাপনীর পূর্বে স্থানীয় মোয়াল্লেম দেওয়ান মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন সাহেবের মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম সমাপ্তি হয়। সভায় মোট ১৮জন উপস্থিত ছিলেন।

নূর মোহাম্মদ, সোনারগাঁ হালকা

দেশের বিভিন্ন স্থানীয় জামাতে মসীহ মাওউদ (আঃ) দিবস পালন

সরিষাবাড়ী জামাত

গত ২৪ মার্চ, ২০০৬ আহমদীয়া মুসলিম জামাত সরিষাবাড়ীর সেঙ্গুয়া হালকায় মসীহ্ (আঃ) দিবস পালন করা হয়। দিবসটির তাৎপর্য এবং ইমাম মাহদী (আঃ)-এর শিক্ষা বাস্তবায়ন করার উপর জোর দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

খুলনা জামাত

গত ২৪ মার্চ, ২০০৬ বাদ জুমুআ, আ.মু.জা. খুলনায় মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দিবস পালিত হয়। খুলনা জামাতের আমীর জনাব শামসুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জীবনের উল্লেখযোগ্য বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

বগুড়া জামাত

গত ২৩ মার্চ ২০০৬ বাদ আসর আঃ মুঃ জাঃ বগুড়ার উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দিবস পালিত হয়। দিবসটির তাৎপর্য উল্লেখ করে জ্ঞানগর্ব আলোচনা করেন বক্তাগণ। বগুড়া জামাতের প্রেসিডেন্ট খন্দকার আজমল হক সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় ২৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

হেলেঞ্চাকুড়ি জামাত

গত ২৪ মার্চ, ২০০৬ রোজ শুক্রবার মসীহ মাওউদ (আঃ) দিবস পালিত হয়। হেলেঞ্চাকুড়ি জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুস সামাদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

ঘড়িলাল জামাত

গত ২৩ মার্চ, ২০০৬ রোজ শুক্রবার আঃ মুঃ জাঃ ঘড়িলালের উদ্যোগে মসীহ মাওউদ (আঃ) দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হয়। ঘড়িলাল জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দিবসটির তাৎপর্য উল্লেখ করে জামাতের ব্যক্তিবর্গ আলোচনা করেন। সভায় ৪১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

কটিয়াদি জামাত

গত২৪মার্চ, ২০০৬ শুক্রবার আঃ মুঃ জাঃ কটিয়াদির উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দিবস পালিত হয়। জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব এম, এ হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ আলোচনা করেন।

এছাড়া আরো অনেক জামাতে দিবসটি পালিত হয়েছে যার রিপোর্ট আমাদের হাতে এসে পৌঁছেনি এবং জামাতের অভ্যন্তরীণ সংগঠন মজলিস আনসারুল্লাহ্ , খোদ্দামুল আহমদীয়া, লাজনা ইমাইল্লাহ্ পৃথকভাবে যথাযথ মর্যদার সাথে দিবসটি পালন করেছে। যারা রিপোর্ট পাঠায়নি, পাঠানোর অনুরোধ করছি।

মোহাম্মদ আব্দুল জলিল
সেক্রেটারী তরবিয়ত ও তাহরীকে জাদীদ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

জমালপুরে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) দিবস পালিত

গত ২৩/০২/০৬ইং রোজ বৃহস্পতিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত জামালপুরের উদ্যোগে মহান মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) দিবস পালিত হয়। দোয়ার মাধ্যমে দিবসটি কার্যক্রম শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াতে করেন সোহান আহমদ, নযম পাঠ করেন সজিব আহমদ। বক্তৃতা পর্বে প্রথম বক্তব্য রাখেন জনাব আবু খালিদ, সজিব আহমদ, হাবিবুর রহমান, জাকের আহমদ, মুবাশ্বের মুরব্বী জাফর আহমদ। বক্তাগণ হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। সভায় পুরুষ ১১ জন ও মহিলা ৮ জন উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব ছলিমুল্লাহ্ সাহেব সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করেন। উপস্থিত সদস্যদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

আবু খালিদ

শোক সংবাদ

আমরা অতীব দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের শ্রদ্ধেয় মাতা আনোয়ারা বেগম, স্বামী প্রিন্সিপাল আজহার আলী খান, ময়মনসিংহ জামাত, বিগত ৯ই মার্চ, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২-১৫ মিঃএ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বৎসর। তিনি স্বামী, দুই পুত্র, চার কন্যা ১১জন নাতি-নাতিনীসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে শোক সন্তপ্ত পরিবারকে মহান আল্লাহ্ ধৈর্য ধারণ করার তৌফীক দিন এবং তাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম জান্নাতুল ফেরদৌসে অধিষ্ঠিত করেন তজ্জন্য জামাতের সকলের নিকট খাসভাবে দোয়ার অনুরোধ করছি। (আমীন)

আনোয়ার উদ্দিন খান মাহমুদ

দৃষ্টি আকর্ষণ

- পাক্ষিক আহমদীর নতুন বছর জুলাই-২০০৫ থেকে শুরু হয়েছে। যাদের চাঁদা বকেয়া আছে অনতিবিলম্বে চাঁদা পরিশোধ করার জন্য বিনীত আবেদন করা হলো।
- যারা স্থানীয় জামাতে পাক্ষিক আহমদীর চাঁদা দিয়ে থাকেন তারা অবশ্যই রশিদের ফটোকপি অথবা চিঠি দিয়ে সেক্রেটারী ইশায়াত বরাবর জানিয়ে দিবেন। যাতে আমাদের হিসাব রাখতে সুবিধা হয়। কেননা স্থানীয় জামাতে চাঁদা দিলে উক্ত চাঁদার রশিদ আমাদের দপ্তরে পৌঁছাতে অনেক সময় লাগে। অনেক সময় সরাসরি আসলেও সঠিক নাম ঠিকানা পাওয়া যায় না। সে জন্য চিঠিতে নাম/ ঠিকানা রশিদ নং তারিখ ও টাকার বিবরণ লিখে জানাবেন। তা না হলে চাঁদা পরিশোধ করেও আপনি বকেয়াদার থেকে যেতে পারেন।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে

স্বাদে ভরপুর
রুচিকর খাবার
পরিবেশনে
অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার
ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

ধানসিঁড়ি রেস্তোরা-১
রোড নং ৪৫ প্লট ৩২এ (নিচ তলা)
গুলশান ২ ঢাকা ১২১২ ফোন ঃ ৯৮৮২১২৫

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে
ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

৩৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vol. No. 68 ❑ 19th Issue
Fortnightly

The AHMADI

April 15, 2006. ❑ Tk. 10.00
রেজি ঃ নং-ডি, এ-১২

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge: Mahbub Hossain, National Secretary Ishaat
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925 E-mail: amgb@bol-online.com